নরেন্দ্র-গীতাবলী



শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৯

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাশগুপ্ত
পার্শনেল্ এসিষ্টেন্ট্
কাল্‌চার হাউস, উয়ারী, ঢাকা।

ঢাকা—
নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে,
শ্রীকালাচাঁদ বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীসুধাংশু কিরণ রায় চৌধুরাণী—

কণ্ঠ সঙ্গীতে ও যন্ত্র সঙ্গীতে তুমি অসাধারণ
সাধনা করিয়াছ এবং সাধনা অনুরূপ
সিদ্ধিও তোমার লাভ হইয়াছে।
অতএব "গীতাবলী"
তোমারই
প্রাপ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই "গীতাবলীর" অধিকাংশ গানের সুর ৺হেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রদত্ত। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার সুর দেবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। যিনি তাঁর প্রদত্ত সুরের গান শুনিয়াছেন, তিনি আমার এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

নরেন্দ্র-গীতাবলী

বিজেতা

প্রস্তাবনা

কতনা কল্পনা, কতনা বাসনা, কতনা আশা জাগায়ে প্রাণে,
আজি প্রতীক্ষা করিছ, তৃষাকুল চোখে, চেয়ে মম মুখ পানে!
কত যুগযুগান্তের স্মৃতি মর্ম্মরস্তূপে, রচিয়াছ তব প্রেম মন্দির!!
কত রূপ রসে, গন্ধে বর্ণে, পুষ্পপত্রে, সাজায়েছ তব অর্ঘ্য সুন্দর!
কত কাব্যে গীত, চিত্রে ফলিত, সুরে ঝঙ্কৃত, করেছ কল্পনা রচনা।
আমি কেমনে করিব, ওই হৃদি শতদলে, তব মানসী প্রতিমা
স্থাপনা!

সখা কেমনে—সখা কেমনে—

আমি সোণালি স্বপন করি বিরচন, কেমনে পাতিব কুহক আসন,
হাস্য মুখরিত, উৎসব বিজড়িত, নিত্য অভিনব মায়া উৎস সৃজন!
মলয় মারুতে কেমনে বহাব, জোছনা আমিয়া কেমনে ছড়াব,
মানস-নিকুঞ্জে পাপিয়ার তানে কেমনে দিগন্ত প্লাবিব!

উষার কিরণে—নলিনী নয়নে, নীহারাশ্রুভার মুছিয়ে যতনে,
মিনতি-গুঞ্জনে, সোহাগ-স্পর্শনে, ফুল কলি সখা ফুটাব কেমনে!
সখা কেমনে—সখা কেমনে—

বন যূথীকায় কেমনে জড়াব, রসালের সনে, হৃদি-উপবনে,
চাঁদ চকোরে, নলিনী-ভ্রমরে, রবে মুখোমুখি মানস-নন্দনে!
কুলু কুলু রবে গিরি নির্ঝরিণী ছুটিবে কেমনে কৈশোর-বেদনে,
ঊর্ম্মি-রাশি হাসি বারিধি গর্জ্জনে মিলিবে কেমনে নীলিমা চুম্বনে!
প্রাবৃটে রচিব বিরহ-বেদন, রবে পুঞ্জীভূত শ্যাম বনালী ছায়ে!
অকাল বসন্তে, চুত মুকুলের উন্মাদনা সখা জাগাব হৃদয়ে!
সখা কেমনে—সখা কেমনে—

মায়ার বাঁধনে কেমনে বাঁধিব,—মদির নয়নে কি স্বপ্ন রচিব?
ক্ষণপ্রভা আভা নয়নে জাগায়ে, কেমনে চকিত কটাক্ষে হানিব।
সৌন্দর্য্য রচনা, আদর্শ কল্পনা—প্রকৃতির মৌন প্রেম সাধনা,
বিরহের গীতে মিলনের সুরে জাগাব কেমনে বলনা বলনা॥
হৃদয়ের কথা নয়নে বলিয়ে—প্রাণের বেদনা নীরবে জানায়ে,
ব্যর্থ বাসনার শুষ্ক কুসুমের সান্ধ্য স্তিমিত অগুরু জ্বালায়ে—
আনিব সুপ্তি কেমনে ওই শ্রান্তি নামিলিত তব মিলন আবেশ নয়নে,
তার পরে কোন অজানিত তীরে, কোন পরপারে জাগিবে নূতন জাগরণে!

(গান)

যদি ভুলে ভালবাসা, হয় ভাল বেসে ভুল,
তবু প্রণয় কুসুমে বাসনা মধুপ চির আকুল !
জীবন কুঞ্জে কাহার মধুর কনক কিরণ স্পর্শে,
মুঞ্জরে শত কুসুমকলি, গেয়ে উঠে পিক কত না হর্ষে !
সেযে সংসার মরুতে চির নন্দিতা সুধা মন্দাকিনী,
বিশ্ব বন্ধন, বিশ্ব মোচন প্রেম চির বিজয়িনী !

(সখিগণের গান)

এস মধুর সুষমাময়ী ঊষা, অমল স্নিগ্ধ প্রভা
প্রকৃতিরাণীর প্রিয়তম সাজে ভূতলে নন্দন আভা !
এখনও তপন কোন্ অজানা লুকানো গগন ভাগে
রয়েছে সুপ্ত তিমির শয্যায় এখনি উঠিবে জেগে।
সোণালী আভায় রঞ্জিত ক্রমে সুনীল পূরব গগন
পাটল ধূসর ছিন্ন মেঘমালা অলসে দিগন্তে লীন।
চুপি চুপি শুধু উঁকিঝুঁকি মেরে শিশির শীতল মলয়া,
সোহাগ ভরে মৃদুল স্বরে দেখে বন উপবন খুঁজিয়া,—
ফুলবালা মুখ সুধা ভরা বুক, খুলেছে কি এবে হসিত আনন ;
বিহগ-কুজন বিরল এখন ঘুমঘোর বুঝি ভাঙ্গেনি এখন !

শিশির স্নাতঃ তরুলতা যত, কুসুম ভূষণে হতেছে সজ্জিত ;
এবে দিনমণি যবনিকা খানি, আলোকে আঁধারে মিলিত
উঠায়ে দেখাবে, বিশ্ব জাগিবে, লাজে লুকাবে তারকামালা,
নূতন আশার জীবন মঞ্চে হবে পুনঃ অভিনয় লীলা !

(জহরার গান)

জীবন স্মৃতি জাগায়ে বুকে চলেছি ভাসিয়ে অকুলে।
জানি না কোথায় পাবে কুল মোর আশার তরণী,
বুঝি নিয়তি লেখনে বিধির ছলনে ডুবিবে অতল তলে !
আশা দিয়ে ঘেরা, মায়া দিয়ে গড়া
মানবের এই খেলা ঘর খানি,
নিয়তি আঘাতে ভেঙ্গে পড়ে যবে
কেন তারে নাথ নাওনা তখনি
তব পর পারে, বাঞ্ছিত নন্দনে !
সংসার মরুতে রাখ কোন প্রয়োজনে !
এ পারের সাধ মিটেছে তার, শুধু স্থান চায় ও চরণ তলে !

(নর্ত্তকীগণের গান)

এস স্ফটিক আধারে উজল দীপমালা আলোকিত,
কনক মণ্ডিত শতরত্ন মুকুর দীপ্তি বিচ্ছুরিত,

মণি কাঞ্চন খচিত বিবিধ বিচিত্র সজ্জা শোভিত,
মর্ম্মর বিনির্ম্মিত, প্রমোদ উৎস উচ্ছ্বসিত সুখ ভবনে !

এস নানা বরণ বিচিত্র কুসুম দাম সজ্জিত,
বাসন্তী মলয়া সৌরভ সম্ভার আমোদিত,
এস অপ্সরা কণ্ঠ, শিঞ্জিত নূপুর মুখরিত,
কাব্যে ছন্দিত, সুরে নন্দিত, চিত্রে অঙ্কিত মর নন্দনে !

এস তরুণী কলকণ্ঠ উচ্চ মধুর হাস্য তরঙ্গে,
এস মদির নয়নে শত বিলোল কটাক্ষ অপাঙ্গে ;
এস প্রণয় প্রবণ পিপাসু লোচন সরস অভিভাষণে,
বিলাস বেশে, মোহন সাজে, হসিত দীপ্তি আননে !

এস অবাধ আমোদ উদ্দাম ফেনিল তরঙ্গে,
ঢাল সুরা, বিজলী স্পর্শে নাচিবে ধমনী সারা অঙ্গে !
হাস্য কৌতুকে, সুরে ঝঙ্কারে, গন্ধেছন্দে রূপযৌবনে,
ভুলে যাও সখা জীবন জরা, দুঃখ শোক যত জীবনে মরণে !

প্রমোদ রেতের অবসানে এই বাসিফুল মোরা,
হব ফুল্ল নবীন যৌবনা, পুনঃ সুখ নিশা আগমনে !
মোরা অনন্ত যৌবনা, অনিন্দ্য কান্তি চির উর্ব্বশী !
মায়ার কুহকে ফুটি চিরকাল, সরস মানস নন্দনে !



(জহরার গান)

মোরা বুঝিতে পারি না কিসে কি যে হয় !
ভরসা কেবল নাথ তুমি মঙ্গলময় !
বিপদের তীব্র ঘন তমোরাশি যবে,
প্রলয় গর্জ্জনে ফেলে আবরিয়া সবে,
ডাকি যোড় করে, সভয়ে আকুল প্রাণ
কোথা তুমি নাথ, এসহে বিপদ-ত্রাণ !
বারেকের তরে তুমি স্নেহাশীষ ভরে,
নাও কোলে তুলে ওই বরাভয় করে ;
সেই বিভীষিকা মাঝে জানি না বুঝি না
করে কি লুকানো তব মঙ্গল সূচনা !
তুমি আশ্রয়, সুহৃদ, নিলয় শরণ !
অগতির গতি তুমি নিখিল তারণ ।

(আরাকাণ বালিকাদের গান)

আয়ে বসন্তঋত বোলে কোয়েলা !
বরণ বরণ কো বসন প্যারে !
ফুলবন কো হারোয়া,
যুহি বেলী চামেলী কেতকী গোলাবে

পূরত ভ্রমরা যুথ,
মরি কি অনুপম শোহে
পিও প্যারী, আজু পিয়ালা ভরি,
রঙ্গে নাচ রাঙ্গিলা

(ধীবরগণের গান)

আজ মেঘের পিছু মেঘ ছুটেছে,
বিজলী হান্‌ছে কড়্ কড়্ করে !
দরিয়ার পানি জোর ধরেছে
বাদলা হাওয়া বইছে জোরে !
জল্‌দি করে ফেল্‌না জাল ভাই,
পড়ে যদি কিছু চুনো পুঁটি,
আজ বড় মছলীর আশায় ছাই,
এবার উজান ছেড়ে ধরনা ভাটি।
আজ বড় ভাই বেখাপ ঠেকছে,
মাঝ দরিয়ায় "লা" পড়েছে,
ফের ঘুরিয়ে ফেল দেখি জাল
দেখি বরাতে কি আজ আছে।

(জুলিয়ার গান)

আমায় শুধু বলে দেখা হবে!
জীবন আমার আশা মরীচিকা,
তবু আশার ছলনে থাকিতে হবে!
আমি কেন আছি, কার তরে বাঁচি,
কে আছে আমার এ ধরা পরে!
শুধু অকুলে ভাসিয়ে—কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
জানিনা এ প্রাণ কত দিন রবে!

———

(মগ বালক বালিকাদের গান)

মুঞ্জে পুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম
পিয়ে অলি কলি পীযুষ,
বোলে কোয়েলা পাপিয়া পিউ,
তানা নানা তানা নানা তোম নোম্ নোম্।
নাচ পিয়ারী রিণি ঝিনি রিম্,
ঝানা নানা ঝানা নানা রিম্ ঝিম্ রিম্।
মন্দ মলয়ারি চুম্বনে
আবেশে বিবশা রমিতা প্রকৃতি,
তানা নানা তোম্;
নাচ হাস গাও পিও।

———

(আমিনার গান)

কোথায় চলেছ ছুটিয়ে—
কুলু কুলু রবে আপনার মনে,
আত্মহারা হয়ে কাহার ধেয়ানে ?
এত কি আকুলা, এত কি উতলা
মিলিতে বাঞ্ছিত হৃদয়ে !
পাষাণ কারা পরেনি রোধিতে !
উপল শৃঙ্খল পারেনি বাঁধিতে !
হৃদয়ে জড়ান শৈশব স্মৃতি !
বিকশিত প্রাণে যৌবন ভাতি !
কাহারে দিবে গো ঢালিয়ে ?
কুলত চাহনা তুমি অকুল পিয়াসী !
আপনা হারাণ মিলন উল্লাসী !
তাই আপনা বিকাতে, আপনা হারাতে
চলেছ চঞ্চলা ধাইয়ে !
সে কোন শুভদিনে— দিগন্তলীনে
লইবে বিরাম অসীম হৃদয়ে !

(আমিনার গান)

আমি শ্যামল বনভূমি কোলে
পেয়েছি নবীন প্রাণ !
উপল-ব্যথিত নির্ঝরিণী রবে
শুনেছি আমার মরম গান !
তরুলতা কোলে, বন ফল ফুলে
সাজিয়েছে মম বরণ ডালা !
ভ্রমর গুঞ্জনে, কোয়েলা কূজনে
করে আবাহন এস চিত চোরা !
কুসুম কুন্তলা প্রকৃতি রাণী
ঢাল মা শিরে আশীষ বাণী,
যেন তব কোলে—তব ছায়া তলে
জুড়াতে পারি এ তাপিত প্রাণ !

(আমিনার গান)

তু চলা যারে বেদরদি,
পিয়া তোরি সাথ নাহি বোলুঙ্গি !
দুঃখ দিয়া, হার জাইয়া পিয়া
তোরি সাথ নাহি বোলুঙ্গি !
শ্যামলি সুরতি, মোহনি মূরতি,
জীয়া কি বাৎ তুছে না খোলুঙ্গি !

(সখীদের গান)

এস প্রেম বিজয়ী মোহন প্রণয়ী, এস ফুলশর তূণে সাজিয়া !
লহ কুসুম পেলব রমণী হৃদয় শুধু প্রেম বলে সখা জিনিয়া !
আপনা হারায়ে, আপনা বিকায়ে, পেয়েছ হৃদয়ে তাহারে !
প্রেমব্রত তব উদ্‌যাপন আজি সফল হয়েছে বিধির বরে !
সে যে তোমায় সঁপেছে তোমাতে মিশেছে, ভুলেছে সকল যাতনা !
তোমারি মত প্রকৃতির কোলে, করেছে নীরব প্রেম সাধনা !
এস যুগল প্রেম ছবি, বস প্রেমের অমর সিংহাসনে !
এস আরাধিত চির-বাঞ্ছিত, সাজাব মোরা বনফুল ভূষণে !
বহ সুরভি মৃদুল দখিণ মলয়া, লহ ফুলবন সুধা লুটিয়া !
বোল কোয়েলা পঞ্চমে—চাঁদ ঢাল মধুর জোছনা অমিয়া
আজ বিজয়িনী প্রেম, মহিমা মণ্ডিত স্বরগ সুষমা মাখান,
প্রেম আরাধনা সফল আজি—গাহ সখী সবে মিলন গান !

বিয়ে

(নিবেদন)

(গান)

আজি মধুময় মদির যামিনী !
সখা তোমারি প্রেমে ফুল্ল-হাসিনী !
কি নব হরষে কি যেন আবেশে
পুলকিত প্রাণ কাহার পরশে !
ছোটে হৃদি মাঝে প্রেম-সুধা ধারা
মিলিতে কোথায় জানি !
তুমি শারদ আকাশে জোছনা-অমিয়া !
শ্যাম বসন্তের সুরভি মলয়া !
বরষার ধারে, শারদ শিশিরে,
নিদাঘ কিরণে, শীতল তুষারে,
তোমারি সুষমা জাগে বিশ্ব-প্লাবিনী !
রবিশশী তারা খচিত নীলিমা—
অনাদি আকাশে বিকাশে মহিমা !
তোমারি রচনা গিরি-বন নদী !
তব নাম লয়ে আকুল জলধি।
তোমারি আদেশে মরুময় দেশে
নির্ঝরিণী রচে সলিল বাহিনী !

তুমি প্রেমময় অমৃত সাগর !
তুমি চির শান্তি সুধা প্রেম পিপাসার !
তোমারি দান প্রেম স্নেহ দয়া !
সংসার-বন্ধন তোমারি মায়া !
তব প্রেমে সখা হাসে সলিল !
সুধা রাশি ক্ষরে মন্দ অনিল !
তপন কিরণে হাসে ধরণী—
পুষ্পিতা শ্যামলা প্রকৃতি রাণী !

প্রস্তাবনা

(গান)

পু। মনের মত বর জোটাবার মন্তর জানিস্ কি ?
স্ত্রী। (খুব জানি) স্কুল কলেজে পড়ে' পাশ দেবো কয়েকটি !
চল্‌বো "হাফ্" (half) বিলাতী ঢঙ্গে, ইংরেজী বল্‌বো
দু'চারটি !
পু। শুধু এই 'টোপ' দিয়ে কি পাতবে তোমার 'মনভুলান'
ফাঁদ ?
স্ত্রী। কেন ? কুঁচিয়ে শাড়ী ফুলিয়ে 'পাছা' লেটেষ্ট ফ্যাশান
(latest fashion) কিছু না দেবো বাদ !
'টয়লেট' (toilet) করে' বেণী ছেড়ে ফুটিয়ে তুল্‌ব চাঁদ !

(লীলা, হাসি ও খুসীর গান)

পথ ভোলা পথিক আমি এসেছি মিঠাই দোকানে।
সকাল বেলার সন্দেশ ওগো সন্ধ্যা বেলার লুচি, পড়ে কি
আমার মনে
আমি সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া এসেছি তোমার ভবনে,
ট্যাঁকে কিছু নেই তাই বলে যেন ফিরাইও না মোরে
হতাশ মনে!
পুঞ্জিত ও গো, সঞ্চিত ও গো, রঞ্জিত কত বরণে—
রয়েছে মিঠাই থালা বোঝাই ধ্বনিত মাছি ভন্ ভনে—
আছে সুশীতল কলসী ভরা জল নিদেন তাই দাও পান করিতে,
পান সিগারেটে লইব বিদায়,তুমি ততক্ষণ পয়সা রহিও গণিতে!

(পালিতের গান)

হুঁ হুঁ জান্ বেচাইন
এছা দুস্‌মন পয়দা কিয়ো
খোদা তু কেইসা বেইমান!
হুঁ হুঁ জান বেচাইন!

(সখিগণের গান)

আমরাই কি নাটক করি, তোমরা কি
আর করনা ?
তোমরাইতো কর খাঁটি কাজে মোদের
শুধু কল্পনা !
তোমাদের আদত গড়ন,
মোদের শুধু অনুকরণ ;—
তোম্‌রা কায়া, মোরা ছায়া, এ তোমাদেরই
"সং" সাজানো !
হাসি, কাঁদি, হাত পা ছুড়ি, এ তোমাদেরই
নকল জেনো !

(বিদায় গান)

অভিনয় শেষে, আসিয়াছি সখা, লইতে বিদায়, গাহিয়া বিদায়
গান !
চাহ একবার নয়নে নয়নে, হসিত আননে, মিলাও প্রাণেতে
প্রাণ !
দেখ নয়নের ভাষা, অধরের হাসি, প্রাণের লুকোনো তড়িৎ
স্পন্দনে,

জাগাতে পারেকি বিস্মৃত স্বপন, প্রেম অশ্রু স্মৃতি, কুহক কল্পনা প্রাণে !
ঘুম ঘোর ছায়া পড়েছে আসিয়া অলস আবেশে তব মদির নয়নে ;
হাসি রেখাটুকু, অধর কোণে নিমীলিত আধ, বল কোন্ কথা স্মরণে ?
সুপ্ত জগতের শ্রান্তি হরিয়া, বহিছে মধুর ফুলগন্ধ হারা মলয়া !
ক্ষীণ সুধাংশু, ম্লান হাসি হেসে, পশ্চিম গগনে অলসে পড়েছে ঢলিয়া !
ঝিল্লী-মুখরিতা নিশীথিনী এবে, মুগ্ধা অচঞ্চলা, কার প্রেম-আশে জানি ;
স্বরগে মরতে, কত স্বপনের খেলা, বাঞ্ছিত মিলন, সোহাগের বাণী !
এবে শিঞ্জিত নূপুর, কলকণ্ঠ সুর লভিবে বিরাম অতীতের কোলে !
দীপমালা সব নিভে যাবে ধীরে, শুধু আঁধার রাজিবে অভিনয় স্থলে !
মানব জীবনও ক্ষণস্থায়ী হায় ! অভিনয় তারও ক্ষণিক এমন !
এই জ্বলে উঠে, এই নিভে যায় ! সেকি চির সুপ্তি, না সে নব জাগরণ ?
সখা এ শুধু বিরাম, নহে অবসান ; বিরহেতে গাঁথা মিলনের সুর !
লহ হাসি মুখে হৃদয়ের প্রীতি, হোক বিদায়ের ক্ষণ উজ্জ্বল মধুর !

এক্স্ মাস্

প্রস্তাবনা

(গান)

আজ হেমন্ত অন্তে এসেছে শীত,
প্রকৃতি উষায় নীহার শোভিত !
কুন্দ কুসুমে স্নিগ্ধ শুভ্র হাসি,
'সর্ষে' ফুলে ঢালা কনক রাশি !
তেজোহীন এবে তপন কিরণ,
ধূসর বসনে সন্ধ্যা মলিন,
কুয়াসা-জালে দিগন্ত ব্যাপিত,
হেমন্ত অন্তে এসেছে শীত !
ওগো এসেছে প্রখর শীত !

(হালদারের গান)

অনেক গান শুনেছ প্রাণ,
(এবার) শোনাব তোমায় নূতন গান ;
মাঝে মাঝে দেব একটি সৃষ্টি ছাড়া তান্—

খেলে কিঞ্চিৎ ফিটকিরী
বেরুবে গলার গিটকিরী।
আর তখন যদি নজ্‌রা মারি
(ঠিক জেনো) জ্যান্তে মর্‌তে হবেরে প্রাণ।
(এখন) বক্‌শিস্‌ পেলে বুঝ্‌ব তুমি কেমন
কদরদান্‌॥

(সকলের গান)

আজ বড়া ডিন—আজ বড়া ডিন
খাও মজেমে কার্মি কাটলেট্‌
পিও হরদম্‌ সরাব রঙ্গিন!
খা লেও উম্‌দা ক্রিস্‌মাস্‌ কেক্‌,
টেক্‌ ওয়ান শ্লাইচ্‌ টেক্‌ টেক্‌ টেক্‌!
জিছ্‌কা জ্যায়সা পকেট্‌ স্যুটিং
চালাও ভর্‌রাৎ পিওর গ্যাম্‌লিং।
ফূর্ত্তিছে মাৎ নেছামে কাৎ,
ক্যায়া মজেকা বড়া ডিন্‌।

(গান)

ক্যা ফূর্ত্তি, ক্যা রং ঢং আজ বড়দিন !
উড়াও কেক্ বিস্কুট্ ফাউল মটন
যেৎনা সেকো সেরি স্যাম্পেন ;
ফুলকা তোড়া খোসবোদার,
কেয়া রোস্‌নি কেয়া বাহার !
নাচো গাও মজা উড়াও,
'গুড্ নাইট' ডিয়ার অডিয়েন্স !
খালেও থোড়া চকলেট স্থইট্‌স্,
মাখো 'কিস্‌মি কুইক্' এসেন্স !

সিনা-সোফিনা

প্রস্তাবনা

(মিসর কুমারীগণের গান)

এস জননীর অতীত গৌরব
স্মৃতি-ক্ষেত্র মাঝে।
(যেথা) বিরাট বিশাল কাল-পরাজয়ী
অনন্তের বুকে 'পিরামিড' রাজে !

(যেথা) 'সাহারা' মরুর ঊষর বুকে
খেলে মায়াবিনী মরীচিকা সুখে !
বারিদ-বিহীন—রাগ-রক্তিম গগনে
ছোটে তপ্ত বালু অন্ধ কবন্ধ পবনে !
চল 'নীল' নদ তীরে—নিভৃত খর্জ্জুর-কুঞ্জে
পলল উর্ব্বর তট শোভে কনক পুঞ্জে !
দূর অতীতের যবনিকা তু'লে
এস ছায়াময়ী প্রতিধ্বনি মাঝে !
ভূগর্ভে প্রোথিত কত কি স্বপন,
শোন সে তিমিরে কি সঙ্গীত বাজে !

(জিন ও পরীর গান)

জিন। বরষক্যা পহেলা রোজ
আজ খেল এয়সা খেল,
তবিয়ত যিস্‌সে সবকি খোস হো
মজেসে ভর যায় দেল—
পরী। খোস করনেকা এলেম তুম্‌সে
বাকি কেয়া রহা হ্যায়,
রং ঢং কে বাদ্‌সা তোম্ হো—
তোম্‌সে ক্যা ছিপা হ্যায় !

জিন। তোম যব্ তক্ সাম্‌নে না হো
হ্যায় এলেম্ মেরা বেকার—
এ আচ্ছা লাগ্‌তা হ্যায় উস্ বকত
(হ্যায়) সাম্‌নে যব দীলদার !

পরী। দীল্‌মে আসর হোনা চাই
নেইতো জামাল হ্যায় ক্যা,
হামেসা সবকো ইয়াদ রহে
নেই তো কামাল হ্যায় ক্যা !

জিন। মায় খেল্‌নে কি লিয়ে তৈয়ার সায়েদ
খেলুঙ্গা এয়সা খেল,
ইন্‌সাল্লা তবিয়ত সবকি খোস হোগি
মজেমে ভর যায়গা দেল !

(বাঁদীগণের গান)

এস এস বঁধু ভালবাস শুধু,
বল একবার, তুমি আমার, আমি তোমার !
তোমারি কথায় মরিব বাঁচিব,
রূপ যৌবন তোমারে সঁপিব !
তোমারি কৃপায় ভিখারিণী হয়ে
তব আশাপথ রহিব চাহিয়ে !
তুমি অবসর মতে দয়া হলে এস,
খুসী হলে বঁধু যেন ভাল বেসো !

(সিনার গান)

বোলে বুল্ বুল্ হাজার দাস্তান ;
আনারকে বাগমে সুবা হো সাম্।
খেল্‌তা চাম্পা নারগিস্ গুলনার,
চলে হাওয়া মিঠি খোস্‌বুদার !
সূরয্ ঢালে সোনেকি রোস্‌নি,
রাতকো দেখ ক্যা সোহানি চাঁদনী !
লো বাহের কি রোস্‌নি দীল পর,
দীল কি রোস্‌নি আস্‌মান !
শুন শুন বোলা রহে
বুল্ বুল্ হাজার দাস্তান্ !

(দাসগণের গান)

আয়া হুজুর মেহেরবান্
দেখ্, কেত্‌না বড়া সিনা উন্‌কো
কেত্‌না মোটা গরদান্ !
বদন দেখ কেয়সা ভারি,
কেত্‌না বড়া লম্বা দাড়ি,—
খাতা রোজ পোলাও গোস্ত্,
পেট হোগিয়া জবর দস্ত্ !

আঁখ্ দেখ কেয়সা গোল,
মুমে হরদম কড়া বোল !
যবতক্ রহো ফারাক্ রহো,
ইন্‌সে বাঁচাও জান্ !
আ—রে—হট্ যাও সব—
আগিয়া মেরা হুজুর মেহের বান্ ।

(হাসানের গান)

আমাদের প্রেম এমনি ধারা ।
মাসেক ছ'মাস ঘুমিয়ে থাকে,
একবার ভুলে দেয়না সাড়া !
তারপর একদিন হঠাৎ ক'রে
বিরহ ভূতটা চেপে ধরে
তখন প্রেমের হেঁচকি উঠে,
নয়ন জলে কেবল ভাসি !
কিন্তু দেখা হ'লে যেই কে সেই !
প্রথম হয় কথায় লড়াই
শেষটা হয় ঘুঁসো ঘুঁসি !
এমন প্রেমের বালাই নিয়ে
বোধ হয় শীগ্‌গীর যাব মারা !

(হাসান ও জেলদার গান)

জে—আচ্ছা এবার বল্‌না দেখি
কি গান আমি গাইব ?
হা—আমি কি আর গোণা জানি,
কেমন ক’রে ব’লব।
জে –উঃ—ঢং দেখে আর বাঁচা যায় না !
হা—তোর না আমার তাই বল্‌না ;
জে—তুই বড্ড বেরসিক !
হা—তোর চাইতেও ? বলিস কি ?
জে—শোন তবে গাইব এবার ভালবাসার গান ;
হা—তবু যাহোক শুনে একটু ঠাণ্ডা হবে প্রাণ !
জে—যা, তুই কেবল আমার সঙ্গে লাগিস ;
হা—তাতেই তো তোর মিঠে কথা পাই বক্‌শিস !
জে—পোষ তুই মানবি না আর, তুই বড় জংলী,
হা—আর চুপি চুপি তোমরা যে চাঁদ কাট
প্রেমের শিকলি !
জে—যাক তবে এবার থেকে আমরা
দু’জন মিলে মিশে থাকব !
হা—বহুৎ আচ্ছা, মনে রইল, বলিস্
তো প্রাণ একসঙ্গে মরব।

(নর্ত্তকীগণের গান)

হাসিছে মধুর উৎসব-মুখরা নিশীথিনী!
গাও মিলন গান সবে হাস মধুর হাসিনী!
রত্নখচিত মুকুতাভরণ পর সখি গলে,
ফুল্ল ফুল হার গাঁথি ল'য়ে সখি জড়াও কুন্তলে;
প্রমোদ কক্ষে স্ফটিক আধারে
হাসে দীপমালা!
হাসে নীরবে সুনীল আকাশে
চারু তারা মালা!
ফল ফুল সাজে স্তবকে স্তবকে,
বিশাল প্রমোদ ভবন!
উঠে সঙ্গীত লহরী কল হাসি রব
অপ্সরা নূপুর নিক্কণ!
ছোটে মধুর কুসুম গন্ধে
অন্ধ পাগল মলয়া!
জোছনা পুলক কণ্ঠে গাহে
পিক বধু পাপিয়া!
পিও প্যারী পিয়ালা ভরি, প্রেমে মাতহ সজনি!
মিলাও আদরে উজলে মধুরে, আজিকে সোহাগ রজনী!



(হাসান ও জেলদার গান)

হা—ভালবাসা এমনি নেশা ছাড়া কভু যায় না !
জে—জল কাটলে কখন তো দু'ভাগ প্রাণ হয় না।
হা—সেধে কেঁদে পায়ে পড়ে, সে যে রাখে জড়িয়ে ধরে,
জে—এতো নয় যে সে বাঁধন মুখের কথায় যাবে ছিঁড়ে।
হা—এই বাঁধনে দুনিয়া বাঁধা নৈলে কে কার বল,
জে—কে কার তরে ভালবেসে ফেলত চোখের জল !
হা—আয় তবে আয় হাসি খেলি প্রাণ ভ'রে গাই দু'জনা !
জে—আবার দেখিস যেন খানিক পরে
আমার সঙ্গে লাগিস্ না !

(হাসনা ও সফিনার গান)

অগতির গতি, অনাথ শরণ,
এস ভয় হারি বিপদ বারণ !
পড়েছি অকূলে, ডাকি যোড় করে,
লহ তুলে পদে লহ তনয়ারে !
হীনা বলে যদি ঘৃণা কর মনে,
কলঙ্ক রহিবে দয়াময় নামে !
পাপ তাপ হারি নিখিল তারণ,
এস দয়াময়, দেহ শ্রীচরণ !

(নর্ত্তকীগণের গান)

গেল দুঃস্বপন, প্রভাত তপন
হাসিছে পূরব গগনে !
হের তরুলতা মাখা শ্যাম লতা
সজ্জিত কুসুম-ভূষণে !
প্রেমে চন্দ্র সূর্য্য তারা অগণন
ছোটে অনন্তের পথে নিশিদিন !
প্রেমে রচিত এ বিশ্ব ধরণী,
প্রেমে ছুটিছে সাগরে তটিনী,
প্রেমময় হ'তে প্রেমধারা ব'য়ে
রাখে এ জগৎ প্রেমে আবরিয়ে
কবে সে মিলাবে আপন হারাবে,
ঐ পদে পাবে আপন স্থান !
লহ হৃদয়ের প্রেম আলিঙ্গন,
গাও সবে মিলে মঙ্গল গান ।

মানস-প্রতিমা।

উৎসব সঙ্গীত

আজি উৎসব অভিনয় রজনী !
আজ অতীত স্মৃতির প্রিয় মন্দিরে,
প্রেমাঞ্জলি দান বরষ পরে !
উজল তারকা, উজল চন্দ্রিমা
জোছনা-হসিতা উজল নীলিমা !
কাব্য সঙ্গীত চিত্রে অতুলন
কলা সম্রাজ্ঞীর হের কুহক আসন !
আলো-মালা উদ্ভাসিত, নেপথ্য-রহস্য-মণ্ডিত !
ভাব বৈচিত্র্যে অভিনয়ে সদা উদ্বেলিত ;
কভু শিঞ্জিত-নূপুর কল-হাস্যময়ী চঞ্চলা !
কভু বিষাদ-লোচনা প্রেমাশ্রু-কাতরা ভাব বিহ্বলা !
ভাবুক সুধীর হের আজি হের হাস মধুর হাসি
রচ আঁখিতে আঁখিতে প্রেম স্বপন নীরবে বসি !

(শারদ-আবাহন)

ফুল্ল তপন সোণালি কিরণে
শিশির বিন্দু মুকুতা ভরণে
প্রকৃতি সেজেছে শারদ সাজে !
শিরে শেফালিকা শোভিত কুন্তল !
অঙ্গে বিকাশে অমল উৎপল !
সুরভি বকুলে অনিল আকুল,
কাশ কুসুমিত শোভে নদী কুল,
মরি কি শারদ সুষমা রাজে !
কনক ধান্য পরিণত ভারে,
বরষার রেখা ম্লান চারিধারে,
মিলন-উন্মুখ হর্ষ প্রবাহ
খেলে প্রাণে প্রাণে দূর দূরান্তরে !
শারদ প্রভাতি বিহগ গাহে !
নীলিমা-অগাধ নিরভ্র গগন,
ঢালে শশধর রজত কিরণ,
অতীত স্মৃতি বেদনা জড়িত—
জাগে হৃদয়ে শৈশব স্বপন !
আজি আবাহন ঐ শোন বাঁশী বাজে !

প্রস্তাবনা

(গান)

মরি কি প্রেম পাষাণে !
শৈশবে যেথা পালিতা তটিনী,
হাসে সদাই বনফুল রাণী,
নিঝরিণী রবে হরিণীরা ছুটে—
দেয় চুমো এসে সোহাগীর মুখে !
প্রেম পদরেণু পাইবে যখনি,
পাষাণী হইবে মানবী তখনি !
মনের মতন প্রেম সুধাধারা—
এ মরতে সে যে পায়না প্রাণে—
মরমে মরিয়ে শিলা হ'য়ে তাই—
রহে যুগ যুগ আপন মনে !

(নর্ত্তকীগণের গান)

আজিকার দেখা মনে রেখো সখা,
ভুলনা ভুলনা আমারে !
নিশি শেষে যেন স্বপনের স্মৃতি
রাখিও মরম মাঝারে !

মোরা হাসি মাখা ছবি প্রমোদ রেতের,
অঙ্গে অঙ্গে হের কি শোভা মোদের !
আজি নাচিব, গাইব, হাসিব, হাসাব তোমারে !
কাল, ঊষার বাতাসে রবির পরশে পড়িব ঝরে !
সখা ভুলিবে কি বল আমারে !

(নর্ত্তকীগণের গান)

কুঞ্জে চল চল এবে সজনী—
বাঁশী এখনি, রাধা রাধা বলে ডেকেছে
তাকি শোননি !
রাধানাম সুধা গাহে বাঁশী সদা,
বাঁশী রাধা নামে সাধা !
এমন চাঁদিনী, মধুর যামিনী
চল চল গো, বাঁশী বাজে যেথা শ্যামের—
চল সজনি !

(নর্ত্তকীগণের গান)

এস প্রিয়তম হরি, বনমালা গলেপরি,
শিখী চূড়া হেলে বামে হা হা হা !
হাসি হাসি আজি হের দশ দিশি,
বাজে বাজে ঐ মোহন বাঁশী।

বিহগ-কূজিত, মলয়া-সেবিত
চল সখী কুঞ্জবনে হাসি খেলি নাচি গাই
হা—হা—হা—হা!
মন চোরা শ্যাম সনে হা—হা—হা!

———

(নর্ত্তকীগণের গান)

তুমি যে হে মুখের বঁধু আমরা তোমায় ভালবাসি!
তাই পয়সা কিছু লুটে নিতে তোমার কাছে ধেয়ে আসি!
তুমি শুধু দিও টাকা—আমরা দিব আওয়াজ ফাঁকা!
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, তোমার জামা ছিড়ে কেমন হই খুসী!
মেখে আল্‌তা পদতলে, যাব তোমার সাজান 'হলে',
তুমি টে'ন গুড়ুক ব'সে, আমরা শুন্‌বো তোমার খুক খুক্ কাশি!
পকেটে যেন বাজে টুন্ টুন, ঐ চক্ চকে গোল মোহন বাঁশী!
কিংবা খস্‌খসে ঐ নোটের রাশি!
আহা ঐ ধ্বনি শুন্‌তে মোরা যে বড় ভালবাসি!
আহা, তোমার পকেটটীকে কে না ভালবাসে!
(ঐযে) ভাঙ্গালে হয় ষোল আনা কে না ভালবাসে!
ঐ চাঁদির জুতো খেতে কে না ভালবাসে!
ঐ সকল দুঃখ সন্তাপ হরা চাঁদির জুতো খেতে কে না ভালবাসে!

তুমি মোদের হয়ো বাবু, আমরা তোমার হব বিবি !
সোহাগ ছলে তোমার উপর কর্‌বো কত আবদার দাবী !
ভালবাস নাহি বাস নইকো তার অভিলাষী,
গয়না জামা দিও শুধু, তাইযে মোরা ভালবাসি !

(নর্ত্তকীগণের গান)

সোণার দানা ময়না আমার
খায়না সোণার খাঁচাতে !
আকাশ পানে নজর তাহার,
ফাঁক খোঁজে সে পালাতে !
তোয়াজ যতই করি তারে,
বুলি যতই পড়াই জোরে,
পোষ মানেনা, শিকলি কেটে
চায় সে কেবল উড়ে যেতে !

(নর্ত্তকীগণের গান)

পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটিছে কুঞ্জে
মলয়া পরশে কুসুম রে !

শ্যামলা প্রকৃতির ঊষা-নীহারে
পরেছে মুকুতা মালিকারে !
গুঞ্জে ভ্রমরা মত্ত মুখরা
পিক পাপিয়া ফুকারে রে !

(দ্বৈত-সঙ্গীত)

স্ত্রী। যাও, যাও, পিও হামে না বোল
যাও যাঁহা পিয়া তব !
পু। আজানি, লাসানি বাতশুন, বাতশুন বাতশুন
প্যারী প্যারী মেরে চাঁদ !
স্ত্রী। দিল্‌কি রোস্‌নি হামারে
ক্যায়ছে রহ হ্যারে ন্যারে !
ক্যায়ছে দরশন ম্যায় পাউঙ্গি !
পু! তোমা বিনে জিয়া নিকষ যাতু
আজানি, লাসানি, বাতশুন, বাতশুন, বাতশুন,
পিয়ারী পিয়ারী মেরে চাঁদ !

(দ্বৈত সঙ্গীত)

পু। একটি কথা বলি বলি—বলে ফেল্‌ব কি ?
স্ত্রী। নে নে নে, ঢং রেখেদে—বল্‌ দেখি কি শুনি ?
পু। এই আর কিছু নয়—তোকে একটু ভাল বেসেছি !
স্ত্রী। আহা, বেশ করেছো, খুব করেছো, চুমো খাব কি ?
পু। তা খেতে হয় খাওনা কেন—মানা কচ্ছে কে ?
স্ত্রী। বলতো চাঁদ, দুধের দাঁত কবে ভেঙ্গেছে !
পু। যা, যা এই জন্যে তোর সঙ্গে ব'নে উঠেনা !
স্ত্রী। সেই দুঃখেই তো রেতে আমার ঘুম কখন হয় না !
পু। আমার উপর দরদ নেইযে তাত আমি জানি !
স্ত্রী। সত্যি নাকি ? বলিস কি ? চিন্‌তে পারিস্‌ নি !
পু। ওহো ! তা হলে তো আমার তুই—বুঝ্‌তে পেরেছি !
স্ত্রী। আহা (ষাট্‌ ষাট্‌) গলার দুধ মুখে উঠ্‌বে—তুল'না আর হেচ্‌কি !

(নর্ত্তকীগণের গান)

মলয় বায় লেগেছে গায়
উল্‌সে উঠে প্রাণ !
কোথা আমার সোণামুখী 'দেখন-হাসি'
মনে পড়ে সে বয়ান।

ফুলের কলি উঠ্‌ল ফুটে,
মধু আশে ভোম্‌রা ছোটে !
বুঝি কুহু তানে মানিনীর আর
থাকেনাকো মান !

(পাহাড়ী বালকাদের গান)

আপেল গাছে ফল ধরেছে
ন্যাসপাতিতে ফুল !
গোলাপ বাগে শোন লো ওই—
ডাক্‌ছে কেমন বুল্‌ বুল্‌ !
গুচ্ছা গুচ্ছা ফলের ভারে,
আঙ্গুর লতা নু'য়ে পড়ে,
প্রকৃতির আপন গড়া
সোহাগ কাণের দুল !
তুলি ফুল সাজি ভরি ;
গাঁথ্‌ব মালা রকমারি,
পরব গলে কুতুহলে,
দেখ্‌বো কাকে মানায় ভাল !

(ব্রাহ্মণগণের স্তব-গান)

হর হর শঙ্কর শিব মহেশ্বর ভোলা মহেশ !
ভস্ম ভূষণ বিষাণ বাদন জয় ব্যোম কেশ !
জয় চন্দ্রচূড় মৃড় গঙ্গাধর
জটাজুট শিরে, ফণী মালা হার !
জয় বামাচারী, শ্মশান বিহারী,
জয় পশুপতি পাপতাপ হারী !
দ্বীপী-চর্ম্ম পরিধান,
মনমথ মদ-শাসন,
জয় আদিনাথ প্রণবরূপ জয় আশুতোষ !
হর হর শঙ্কর শিব মহেশ্বর ভোলা মহেশ !

(বালিকাগণের গান)

ফুল্ল ফুল বন করি বিচয়ন,
এনেছি ভরিয়ে ডালা।
গাঁথিয়া যতনে, কুসুম রতনে,
তোমারে পরাতে মালা।
শুভদিন আজি, নেহারি শ্রীমুখ,
উথলে হৃদয়ে প্রেম পরাবার
লহ হৃদয়ের প্রীতি চরণে প্রণতি
লহগো আমার দীনা উপহার ;
এস নয়ন রঞ্জন নৃপ নন্দন
লহ ভকতি কুসুম মালা।

(মায়াকুমারীগণের গান)

মায়ার জগতে হাসি খেলি গাই
আমরা সজনি মায়া কুমারী !
নয়নে নয়নে গোপনে প্রাণে
কতনা কুহক রচনা করি !
যৌবন কুসুমিত হৃদয়ে
তুলি প্রেম পিয়াসা জাগায়ে !
(দেখি) বিরহ মিলন—অশ্রুহাসি !
মায়ার ছলনা—নীরবে হাসি !
প্রভাত সমীরে হের মায়া নীরে
খেলে বীচি মালা কি শোভা মরি !

(মায়ার গান)

কে যাবে তোমরা পারে !
আমি মায়ার তরণী বাহিয়া এনেছি
এস এস ত্বরা ক'রে !
পবন পরশে সলিল অঙ্গে,
খেলে বীচিমালা রঙ্গে ভঙ্গে,

আলোকে হাসিছে আঁধারে ডুবিছে
ক্রীড়াময়ী কলস্বরা—
এস কে তোমরা এসেছ ওগো
পারে নিয়ে যাব ত্বরা !

(দৈত্য বালিকাগণের গান)

কি দিয়ে আমরা পূজিব তোমায় !
লহ ভকতি অঞ্জলি প্রণতি পায় !
সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর চির প্রিয় তুমি,
জয়শ্রী মণ্ডিতা তব বীর ভূমি !
দিগন্ত তোমার যশে মুখরিত,
অরাতি নিকর ভয়ে পদানত !
আনন্দ তোমার বিধির বরে
চির সাথী তব নমি তোমারে !
সকলি পেয়েছ বিধির কৃপায়,
কি দিয়ে আমরা পূজিব তোমায় !

(দৈত্যবালাগণের গান)

হাম বড়া খুসী আয়া পরদেশী,
মেরে ঘরপর আ !
আও চিত চোরা প্রেম প্রীতি ভরা,
মেরে দিল্ পর আ !
প্রেম-ফুল হারে, বাঁধিব তুঁহারে,
আও হাসি হাসি, আও পরদেশীরে !
নাচ হাস গাও, সব সখি মিলিয়',
(আজ) আও মেরে চাঁদ, আও প্রেম ফাঁদ,
আও পরদেশীয়া ।

(এয়োগণের গান)

চল সলিল হৃদয়ে গলিয়ে পড়িয়ে
আনিগে সোহাগ বারি !
ছড়াব আদরে দম্পতি শিরে,
চূত পল্লব সিঞ্চিত করি !
সিন্দুর চর্চ্চিত মঙ্গল ঘট,
লহ ভরি সখী লহ শিরে লহ ;
ধান দুর্ব্বা আদি মঙ্গল সম্ভার
সাজিয়ে যতনে রাখ থরে থর

লাজ মুষ্টি ল'য়ে আঁচোর ভরে
ছড়াব সোহাগে দম্পতি শিরে !
মঙ্গল শঙ্খ বাজে ঘন ঘন
সাহানা রাগে ঐ বাঁশী বাজে শোন !
সবে মিলে আজি দাও হুলুধ্বনি,
মঙ্গল গীতি গাহ সজনী !
প্রেমে মাতোয়ারা, ভাবে ঢল ঢল,
মিলিবে আজিকে হৃদয় যুগল !
শুভ পরিণয় চল ত্বরা করি,
সাজাব যতনে কিশোর কিশোরী !

(অরুণার গান)

এ জীবন কিগো মায়ার স্বপন—
তবে কোথা যাব, কোথা গেলে পাব
মায়ার অতীত সার রতন !
এত ভালবাসা, এত প্রাণে আশা
সকলি ক্ষণিক মায়ার ছলন ?
প্রেম কি অলীক হয়গো কখন,
প্রেমময় হ'তে যাহার জনম,
বাঁধা আছে যাতে এ বিশ্ব ভুবন !

(সখীগণের আনন্দ গান)

বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ বাহোবা বাহোবা !
বাহোবা বাহোবা—
তানানানানানা নানানানা !
তানানা নানা হা !
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ !
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ ।

(সখীগণের গান)

ভালবাসা বল কারে কয়
সে কি চোখে চোখে বুকে বুকে,
প্রাণে প্রাণে রয় ?
সে কি বিরহেতে কাঁদে,
মিলনেতে হাসে,
আপনা ভুলিয়ে
ছোটে প্রিয়তম আশে ?
সে কি হয় না মোচন এমনি বাঁধন
প্রাণে প্রাণে রয় ?
সে কি আঁধারে আলোক, মরণে জীবন
চির সুধাময় ?

(গান)

আজি মধুর সোহাগ রজনী !
গাওলো সজনী গাওলো আবার
মুছেছে কমল নীহারাশ্রু ভার !
কৌমুদী পরশে হাসে কুমুদিনী ।
চির-বিরহ-বিধুরা প্রেমের
প্রথম সলাজ মিলন-রাতি
সঞ্চিত কল্পনা চির জীবনের
বাঞ্ছিত মিলনে সফল আজি !
প্রেমে ঢল ঢল হাসি মুখ খানি
প্রেমে হাসে ফুল, হাসে চাঁদনী !
প্রেম রেণু মাখা মলয় বায়,
প্রেম সুধা গীতি বিহগ গায় !
অনুরাগ ভরা নীরব চাহনি
রচে কি স্বরগ বল দেখি শুনি—
আজি গন্ধে, ছন্দে, গীতি মাল্যে
হাসিছে মধুর নিশিথিনী !

(ব্রাহ্মণগণের আনন্দ-গান)

বাহবা বাহবা ক্যা ফুর্ত্তি ক্যা ফুর্ত্তি !
আজ কেউ খাবেন মাংস পোলাউ,
কেউ খাবেন লুচি অমৃতি !
মোদ্দা খাবেন সবাই পেট ভর্ত্তি !
ফলারে বামুন যারা
(খাবেন) কুচ্‌কি কণ্ঠা দধি চিড়া !
আমরা খাব মিঠাই মণ্ডা,
যাতে হবে প্রাণটা ঠাণ্ডা !
তাই বলে বাদ যাবেনা কালিয়া কোপ্তা !
হ্যা—হ্যা, ঢেকুর তুল্‌তে হবে এক হপ্তা !
ভায়া, দিস্তায় দিস্তায় লুচি গুলি
যাবে নিমিষ মধ্যে পেটে চলি !
আর লাড্ডু গুলি শুড়শুড়িয়ে
ডুব দেবে পেটে বুড়বুড়িয়ে ।
যা পাব সব পুর'ব গালে
ছাড়ব নাকো এক রত্তি !
বাহবা বাহবা ক্যা ফুর্ত্তি ক্যা ফুর্ত্তি !
রাজ বাড়ীতে বিয়ে ভারি,
এই বেলা বেরিয়ে পড়ি ।
ফস্‌কে গেলে এমন ফলার
জুটবেনা আর চল্‌ জল্‌দি !

(সখীগণের গান)

চির জীবনের স্বপন সাথী,
প্রাণ সঁপেছি তোমা-স্বপনে !
স্বপনে তোমায় বর মালা দিয়ে
বসায়েছি হৃদি আসনে !
প্রেম সাধনায় এতদিন পরে,
এনেছি টানিয়া বেঁধে প্রেম ডোরে !
আরতো দিবনা ছেড়ে মন চোরে,—
স্বপনের দেশে, যদি আর না ফেরে !

(অরুণার গান)

বঁধু এলে কি গো এত দিনে ?
আমি জীবন গোঁয়ানু তোমারি আশায়,
তুমি কি তা জান মনে ?
ভ্রমর গুঞ্জন পাপিয়া রব,
যৌবন মালঞ্চ ছিল নীরব !
মালতী বিতান ছিল বিমলিন,
তোমারি পরশে, জেগেছে হরষে,
কত সৌরভ মধুরা কুসুম সুষমা, +
যুগ যুগান্তের ব্যর্থ বাসনা
মুঞ্জরিত, প্রেম-সুধা পরশনে !
আজ খুলেছে কুসুম মলয় পরশে !
বেঁধেছে বঁধুকে সুধা দানে !

(বিজয়ের গান)

আঁখিতে তোমার কি আছে মদিরা !
হাসিতে তোমার কি আছে মধু !
কি বাঁধনে তুমি বেঁধেছ আমায় !
বল ওগো মোরে বলগো বঁধু !
হাসে জোছনা শ্রীমুখ কমলে !
প্রেম সুধা ভরা হৃদি শতদলে !
ভুলে যাই মোরে তোমা বুকে ধরে
জীবনে মরণে তোমা চাই শুধু !

(সখীদের গান)

আজি মধুর মিলন রাতি !
আদর সোহাগে, নব অনুরাগে
যুগল হৃদয়ে প্রেমভাতি !
(আজি) মধু নিশীথিনী, মধুর চাঁদিনী,
(কহে) মৃদুল মলয়া সোহাগের বাণী,
সফল স্বপন. সফল জীবন.
বাঞ্ছিতের সনে চির-মিলন !
হৃদি-মন্দিরে প্রেম আরতি !

(বিজয়ের গীত)

জানিনা কেমনে ভাল বাসায়েছ !
যুগ যুগ ধরে তিল তিল করে
পলে পলে বল কোন সাধনায়
মম হৃদে তব নীড় রচেছ !।
আজ বাঁধিয়ে দিয়েছ প্রেম নিগড়,
পরুষ হৃদয় মানিয়াছে হার !
স্থির নয়নে প্রেম জ্যোতি
বদন কমলে অপূর্ব্ব শ্রী !
প্রেম জয় মাল্য শোভে তব শিরে,
বিজয়িনী মরি কি সাজে সেজেছ !

ঘুমের রাণী

প্রস্তাবনা

(গান)

আজ প্রমোদ রেতে পরীর মেলা,
খেলিবে কুহক স্বপন খেলা !
সুপ্তিতে ডুবিয়ে যাবে জাগরণ,
স্বপনেতে হবে সোহাগ মিলন !
মেলিবে কমল নয়ন হরষে,
প্রেম অরুণ কিরণ পরশে !
বাঁধিবে কুমারে আজি রাজবালা,
প্রেম ফুল হারে হের প্রেমখেলা !

(সখীদের গান)

রাজকুমারীর জন্মদিনে আয়গো তোরা পরী,
আয়গো তোরা অনিল স্রোতে,
শরৎ আলোর স্বর্ণ রথে,
নীল সাগরের ওপার হতে আয়গো ত্বরা করি।

শ্যামল বনের অমলশ্রী গায় মাখি কেউ আয়,
সিন্ধু জলের অতলতা চোখের কিনারায় !
ফুলের মত কেউবা ফুটে সৌরভ সুষমায় !
আজ কুমারীর জন্মদিনে ধর্ম্ম-মা সব কই ?
সোণা দানা, ফুলের মালা আনগো তোরা সই
সেরা সেরা সব উপহারে
আজ তোমরা সাজাও তারে,
তারি সাথে ভারে ভারে পড়ুক আশীষ ঝরি !

(পরীদের গান)

দেরী হলো, দেরী হলো—
আমাদের দেরী হলো কি ?
খুকুরাণীর জন্মদিনে আম্‌রা এসেছি !
কতদূরে, কতদূরে—সাতসমুদ্রের পরপারে,
খবর কিছু রাখ কি ?
না আসা চেয়ে দেরীতে আসা বরং তবু ভাল,
ঘোড়াগুলি ঢিমে তেতালা মোদের দোষ কি বল ?
নইলে মোদের কি—
ফুরুৎ করে হাজির হতেম
(যেন) বনের পাখিটি !

(সখীদের গান)

বধুয়া হাস,—হাস মধুর হাসি !
পরিমল চুমি হাসে সমীরণ !
হাসে সুনীল ফুল্ল গগন !
জোছনা হসিতা নিশি,
মোরা হাসি বড় ভালবাসি !
বাঁধ হাসি মাখা সুরে প্রাণমন,
কর আঁখিতে আঁখিতে হাসির মিলন !
রচ গন্ধে ছন্দে, রূপে সুরে কেবলি হাসি !
হাসির আলোকে যাক মিলাইয়ে
চিত তিমির রাশি !

(জিনের গান)

হিং টিং ছট্ হিং টিং ছট্
মার ঝট্ পট্ মার ঝট পট্ !
কাহা মরু কাহা মেরু,
যাও ফুর্ ফুর্ ফুর্ ফুর্ উরু !
কেৎনা কাম বাজায় হাম্
কিস্‌কা মালুম্ !

বন্ বন্ বন্ সন্ সন্ সন্
বড়া জুলুম বড়া জুলুম !
যেৎনা লট্ ঘট্ ভাগে ঝট্ পট্
হিং টিং ছট্ হিং হুং ছট ।

(নেপথ্যে গান)

মায়ার স্বপন ঘেরিয়ে রবে,
অভিশপ্ত কাল কাটিয়ে যাবে !
জাগিয়া উঠিবে নবীন প্রভাতে,
চির সুখশান্তি কিরণ সম্পাতে !
ঘুমাও ঘুমাও সুখেতে সবে,
জীবন যৌবন সবি স্থির রবে !

(কাঠুরিয়ার গান)

কাট্ কাট্ কাট্ এই কটা কট্ কটা কট্
লাগাও ঘা এই ঠক ঠকা ঠক্ ঠকা ঠক্ ।
মার জোরে হেইয়া, পরোয়ানেহি ভেইয়া
ঝাঁ ঝাঁ রোদ চক্ মক্ চক্ মক্
কাজ সেরে চল্ চট্ পট্ চট্ পট্ !

(নেপথ্যে গান)

এস পান্থ ! এস প্রিয়তম ! এস নরবর !
সুপ্ত নগরী মাঝে ;
জাগাও তোমার প্রিয়তমায়
ঘুম ঘোরে সে যে তোমায় যাচে ।
সঞ্চিত প্রেম ব্যর্থ বাসনার
চরণে তোমার দিবে উপহার !
তোমার পরশে উঠিবে জাগি
শীত শয্যা হতে বসন্ত মালতী !
একবার তারে চুমিয়ে সোহাগে
লহগো তাহারে আদরে বুকে !

(নেপথ্যে গান)

জোছনা মাখান প্রতিমা খানি
করগো তোমার হৃদয় রাণী ।
কপোলে তাহার গোলাবি আভা,
নয়নে তাহার দামিনী প্রভা ;
কুঞ্চিত নিবিড় কাল কেশ পাশ
প্রেমিকের গলে পরায় ফাঁস ?
হৃদয় অমিয়া বচন মধুর
তুমি যে গো তার পরাণ চোর !

(গান)

কেন প্রিয়তম, ধরা দাও শুধু স্বপনে !
নয়ন মেলিতে কেন গো পালাও,
পাইনা যে খুঁজে কোন খানে !
আসিবেনা যদি চেতনার দ্বারে,
স্বপনের দেশে নিয়ে যাও মোরে ;
সেথা স্বপন মিলনে, সোহাগ চুম্বনে
রবো মুখোমুখি বাঁধা আলিঙ্গনে !
যেন হয় না আসিতে
এ আঁখি মেলিতে
কভু পুনঃ জাগরণে !

(সখীগণের গান)

প্রেম পরশে হের হরষে আঁধারে উঠিল আলোক ফুটি !
যুগযুগান্তের জড়তা মোহের নিমিষে পালাল কুহক টুটি !
কতনা যাতনা নীরবে সহিয়ে,
কত অশ্রুধার নয়নে ঝরায়ে,
ফোটে প্রেম কলি, ধীরে আঁখি মেলি—
অলি চুমি তারে লয় বুকে তুলি !
মিলন গান গাও আজি সখি,
প্রেমিক প্রেমিকা হের ভরি আঁখি ;
প্রেম ডোরে গাঁথা চিরদিন বাঁধা রবে ও পরাণ দুটি !
(মিলন পরশে হের হরষে আঁধারে উঠিল আলোক ফুটি !)

শৈশব রাণী

উপহার

নিখিল জগত ভরিয়া রয়েছে আমার শৈশব রাণী !
দিনু তব করে, হাসি মুখ স্মরে, আজি উপহার খানি
আজীবন আঁকা রয়েছ হৃদয়ে,
অনন্ত রূপিণী !
বাজে রূপ, রস, গন্ধে ছন্দে
অমৃত রাগিণী !
হে মোর শৈশব রাণী ।

প্রস্তাবনা

(গান)

ভুবনে ভুবনে জীবনে মরণে
কিসে বাঁধাবাঁধি প্রাণে প্রাণে,
সে যে শৈশবে স্ফূরণ,
যৌবনে মিলন
পরিণতি যার শুধু আত্মদান !
প্রেম ! প্রেম ! প্রেম !

(গান)

নাচি আমি নাচি,
ঘুর্ নাচ, দৌড় নাচ্
কত উড়ো নাচই !
নাচি হেথা,
নাচি সেথা,
হয় নাকো মাজা ব্যথা !
ঊর্দ্ধে নাচি, অধে নাচি,
নাচি কত প্যাঁচই !
কেবল নাচি, কেবল নাচি,
তাইতে আমি প্রাণে বাঁচি !
আমি আর কিছু নাহি যাঁচি
নাচি আমি নাচি !!

(নেপথ্যে সম্মিলিত কণ্ঠে গান)

সে যে প্রেম ! প্রেম ! প্রেম !
বিশ্ব প্রসবিনী ! বিশ্ব ধারিণী !
জীবের জীবন ! মৃত সঞ্জিবনী ।
বাঞ্ছিত নিগড় হেম !
সে যে প্রেম ! প্রেম ! প্রেম !

সে যে মাতৃ হৃদয়ে স্তন্যধারা !
প্রণয়ী হৃদয়ে সুধা আত্মহারা !
ভক্তি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, স্নেহ—
নানারূপে সে যে এই প্রেম ! প্রেম ! প্রেম !

সে যে দয়া মায়া প্রীতি
পর দুঃখে সদা অশ্রুমতী !
সে যে আত্মত্যাগ—জগত ক্ষেম !
চির নন্দিতা ! চির বন্দিতা !
সে যে প্রেম ! প্রেম ! প্রেম !

প্রেমে চন্দ্র সূর্য্য তারা অগণন !
ছোটে অনন্তের পথে নিশিদিন !
প্রেমময় হের নিখিল কারণ !
চির-অমৃতা, বিশ্ব বিজয়িনী প্রেম ! প্রেম ! প্রেম !

(গান)

মলয়া পরশে, উপবন হাসে,
ফুলে ছেয়ে গেছে কুঞ্জ বিতান !
কোয়েলা কূজে, ভ্রমরা গুঞ্জে ;
গাব শুধু আজ ফুলের গান !

ফুল সনে আজ যাব ফুল হয়ে,
সৌরভ সুষমা দিবলো বিলায়ে !
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল
আমোদে ভরাব প্রাণ !
(গাও শুধু আজ ফুলের গান !)
আকাশ বাতাস ভরা পরিমলে,
মরি কি প্রেম হৃদয়ে উছলে !
ফুল রেণু ছুড়ি মার ফুলবাণ
মিলিতে আকুল হবে প্রাণে প্রাণ ।
মোরা গাইব ফুলের গান !)

(আনিন্দ্য ও মঞ্জুরীর ডুয়েট গান)

অ। আমার এ শেখা খেলা কি শিখাবে আর ?
ম। পুরুষ ভোলে শীগ্‌গীর বড়—মনে থাকে না তার ?
অ। আমি তো নই গো তেমন,
ম। বোঝা যাবে সেইটে এখন !
অ। আমি তোমার ঠিক তেম্‌নি আছি ।
ম। পরখ্ হলে তবে না বুঝি !
অ। দুজনে ফুল মার্‌ব ছুড়ে

ম। দেখি কার ফুল কার গায়ে পড়ে। (দুই জনে ফুল ছুড়ে মারা)

অ। কেমন এখন ? বোঝ এবার !

ম। হ্যাঁ—তেম্‌নি আছ সাথী খেলার !

(বাদুর পাখার পরীদের গান)

মোরা ঝড়ের মত ব'য়ে যাব !
টান্‌ব ছিড়ব, ভাঙ্গ্‌বো চূরব !
প্রলয় হবে যথায় যাব !
খল্ খল্ খল্ আমরা হাস্‌বো
হা ! হা ! হিঃ হিঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

(নেপথ্যে গান)

ঘুমাও ঘুমাও রাজবালা,
ঘুচিবে অচিরে সকল জ্বালা !
যতনে রাখিও হৃদয়ে এঁকে,
মায়ার স্বপন যা দিনু এবে।
রাখিয়া গেলেম স্নেহাশীষ মালা,
পরশে শান্তি লভিবে বালা !

(ডুয়েট গান)

অ। চল সখি আজি তুলি গে ফুল,
ম। আগেকার মত শেফালি বকুল !
অ। গাঁথিব মালা দুজনে মিলে,
ম। পরাব তোমায় আদরে গলে !
অ। গাছ হতে দেবো বনফুল পেড়ে,
ম। কুড়ায়ে লইব আঁচল ভরে।
অ। যেথা নির্ঝর ছোটে কূজন উঠে ;
ম। শৈল শেখরে যাইব ছুটে !
অ। দুপুর বেলা গাছের ছায়ে ;
ম। কত কথা হাসি বসে এলায়ে !
অ। যায় ধীর সমীর কপোল চুমি,
ম। আঁখিপাতা ধীরে আসেলো নামি
অ। চাঁদিনী রাতে বাপী সোপানে,
ম। সে গান আজিও জাগে প্রাণে !
অ। শৈশবে অঙ্কুর, যৌবনে বিকাশ,
ম। মিলন হইলে চির অপ্রকাশ !
অ। আজ ফুল ভুলে যেয়ে খুঁজিব মুকুল,
ম। শৈশবে পাইব নাহি কোন ভুল !

(সখীদের গান)

গাও সখি আজি মঙ্গল গান !
আশীষ দম্পতি চির কল্যাণ !
মাঙ্গলিক যত আনহ সজনি !
বাজাও শঙ্খ কর হুলুধ্বনি !
শুভদিন আজি ভরিয়ে প্রাণ,
গাও গাও সখি মিলন গান ।

(জিনের গান)

নাচি আমি নাচি !
শুয়ে নাচি বসে নাচি,
কত উড়ো নাচই :
আমি হেসে নাচি,
ভেসে নাচি,
হেথা নাচি, হোথা নাচি,
ঘুরি কত প্যাঁচই ;
জয় অনিন্দ্যের জয়,
আর কারে ভয়,
সব ভুল্‌তে পারি,
নাচটা কেবল নয় !

(সখীদের মিলন গান)

দুইটি কুসুম এক বৃন্ত হতে,
ছুটে পড়েছিল সময় স্রোতে :
এতদিন পরে বিধির বরে,
আবার মিলেছে প্রেম আদরে!
প্রেমময় হতে সুধা ধারা বয়ে,
নামে এ জগতে প্রেম নাম নিয়ে !
কে তারে ফিরাবে কে তারে রোধিবে ?
বাঞ্ছিত সনে সে আপনি মিলিবে !
কি আনন্দ আজি ভাসিছে চিতে,
সে উল্লাসে গাহ মিলন গীতে !

বিজয়িনী



আবাহন

এস মা, মানস-শ্বেত-শতদল বাসিনী !
ইন্দু জ্যোতিঃ, বদন ভাতি কুন্দ শুভ্র হাসিনী !
ঝঙ্কার বীণা, বিশ্ব প্লাবিনা !
সুধা উৎসধারা,
ঢালুক শান্তি, সুধীজন চির-পিপাসা হরা !
হের মা আজি তব আগমনে,
প্রকৃতি যেন মাতিয়াছে প্রাণে,
এস মা হৃদয়ে, প্রসীদ তনয়ে, অয়ি বীণাপাণি !
চিত-চকোরে, চরণ সুধা দেহ মা, দেহ মা, জননী !



প্রস্তাবনা

(গান)

চিরদিন মোরা কামনা সাগরে ভাসিয়া বেড়াই !
কোথা হতে আসি, কোথা যেতে চাই,
চেয়ে দেখি কোথা সীমা রেখা নাই।
কেন আসিয়াছি, কেন ভাসিয়াছি,
অসীম পথের কতটুকু গেছি !
প্রেমভক্তি প্রীতি, কোথা পরিণতি ?
সংসার বন্ধন কোথায় মুক্তি ?
মৌনা প্রকৃতি—বিশ্ব জননী,
চির নিরুত্তর এ কথায় তিনি !
চির জীবনের ফলে সাধনার
বল দেখি সুধী কি বুঝেছ সার ?
(মোরা) মায়ার জগতে, আনন্দ চয়ন করিয়ে বেড়াই !
সে অমৃত পানে জরা মৃত্যুহীনা, আর কিছু নাহি চাই।

(সুনীতার গান)

আমার বাড়ী ! আমার বাড়ী !
তার কাছে রাজার প্রাসাদ,
যায় যে মেনে হারি !

কুঁড়ে আমার কেমন শোভা !
আমার হৃদয় নয়ন লোভা !
রাজার বাড়ী চাইনা কভু,
এই আনন্দ ছাড়ি !

(গান)

তরুণ রবির সোণালি কিরণে,
শশির মুকুতা বসায়ে যতনে,
হার পরিব গলে !
সাজাব অঙ্গ জোছনা বাসে,
তারকা হীরক খচিত কেশে,
স্বর্ণ রেণু কপোলে !
কুসুম চুমিয়া, লইব অমিয়া,
নিঃশ্বাসে বহিবে সুরভি মলয়া,
কণ্ঠে ললিত তান !
বুকভরা প্রেম, হাসিভরা মুখে,
মায়ার কুহক খেলিব সুখে
আমোদে ভরিবে প্রাণ !
মোরা গাইব কুহক গান

(গান)

নূতন খেলা আমরা খেলাব ।
বিরোধ—মিলন অতি অপূর্ব্ব !
দেখাব সলিলে অনল রাশি !
মরুক বুকে ফুলের হাসি !
পাষাণ প্রাণে প্রণয় ধারা !
প্রেম সবে করে আপন হারা !
ভাল সে কেমনে করে নেয় ভাল,
বিশ্ব জগত রচিয়া মঙ্গল !

(নেপথ্যে—গান)

ওগো ভেবনা ভেবনা ভেবনা,
সে নয় অমন হৃদয় হীনা ।
আসিবে তোমার প্রিয়তমা,
অবসান হবে সকল যাতনা !
ভালবেসে তাকে ভাল বাসায়েছ !
আপনা দিয়ে আপনা করেছো ;
সে নিশিদিন স্মরে তব করুণা ;
আসিবে এখনি ভেবনা ভেবনা ।

(সখীদের গান)

অকুল সাগরে জাগিয়াছে কুল !
দগধ মালঞ্চে ফুটিয়াছে ফুল !
কতনা যাতনা সহেছে প্রাণে,
জীবন পরীক্ষা শেষ এতদিনে !
উথলি উঠিছে প্রণয় মধু,
কলিকা পেয়েছে ভোম্‌রা বঁধু !
গাহ মিলন ছড়াও ফুল !
আশীষ দম্পতি প্রেম-আকুল !

প্রতিমা



প্রস্তাবনা

(গান)

বিশ্ব আঁধারে অচেতন ছিল,
প্রেম-পরশে পুলকে জাগিল !
হাসিল চন্দ্র, হাসিল তপন !
নীল নভতলে তারা অগণন !
ছুটিল ঊর্ম্মি বারিধি-বক্ষে,
রাজিল শৈল ধরণী-বুকে,
জাগিল নির্ঝর পাষাণ-কোলে,
ছুটিল তটিনী মিলিতে অকূলে !
সুপ্তা প্রকৃতির শ্যামল অঞ্চল,
ভরিয়া উঠিল পত্র-পুষ্প-ফল !
কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী গাহিল কূজন,
ছুটিল ভ্রমরা মধুলোভে মন,
হাসিল গাহিল বিশ্ব মাতিল,
প্রাণে প্রেমের আসন স্থাপিল !

তিমির মোহে অচেতন প্রাণী,
পুলকে শিহরি' জাগিল অমনি,
শুনিল স্বরগ অমর বাণী,
প্রাণ প্রেম এক—রেখো মনে জানি !
পরশে ইহার জড়েও চেতনা
হইবে সম্ভব, এ নহে কল্পনা !
হারাইলে প্রাণ এই প্রেমজ্যোতি,
(হবে) শিলা কি মৃত্তিকা তার পরিণতি !
শুধু এই প্রেমে, দুঃখের সংসারে
রহিবে মানব সঞ্জীবিত ওরে !
হাসিল গাহিল বিশ্ব মাতিল,
প্রাণে প্রেমের আসন স্থাপিল !

অভিনেত্রী



প্রস্তাবনা

(গান)

বিশ্ব-রঙ্গালয়ে কত ভাবে সাজে,
সকলেই মোরা অভিনয় করি।
কত হাসি কাঁদি কত খেলা করি,
এই ফুটে' উঠি এই ঝরে পড়ি!
একি গো কেবলি মায়ার বাঁধন—
আশা-ভালবাসা সকলি স্বপন ?
হউক স্বপন আজি খেলিব সে খেলা,
হের আজি সুধী অভিনয়-লীলা।



(অভিনেত্রীগণের গান)

এস প্রিয়তম বাঞ্ছিত মধুর !
এস মত্ত মধুপ এস মনচোর !
এস মিলন-আকুল পরশ ব্যাকুল,
এস হসিত মুখর প্রেম উজ্জ্বল—
হাসে নিশীথিনী রত্নদীপ-হারে,
দোলে ফুলমালা হেম-পুষ্পাধারে,
ছোটে অপ্সরা-কণ্ঠে সঙ্গীত-লহরী,
শিঞ্জিত নূপুরে মরি কি মাধুরী
মদির নয়নে বিলোল চাহনি।
বিদ্যুৎ-প্রবাহে নাচিবে ধমনী
ঢাল তীব্র সুরা ভুলিবে আপনা,
জীবনের জরা অলীক ভাবনা !
আজি অঙ্গে অঙ্গে প্রাণে মনে,
অধরে অধরে নয়নে নয়নে,
হাসির কিরণে সোহাগ চুম্বনে,
মিশে যাব মোরা সবে এক প্রাণে

(অভিনেত্রীগণের গান)

ফুলে ফুলে আজি ছেয়ে গেছে
তরুলতা শ্যাম বন-মাঝে !
চুমিছে পরিমল পরাণ ভরে,
উন্মদ আজি যেন মলয়া রে !
কুঞ্জ-কুটীর আজি মুখরিত রে।
গুঞ্জে মধুপ মাতি' মধুমদে রে,
নন্দিত মধু ঋতু আইলো রে !
মা-ধা মা ধা মা-ধা মা-ধা ধা-পা-মা,
রে-সা-সা রে-নি-নি সা-ধা-পা-মা,
কোয়েলা কুহুগান পাপিয়া স্বরতান
স্মরণে কোন জন আনিছে রে ।
গা-গা-রে-সা,
সা-রে গা-গা গা-রে সা,
নি-সা ধা-নি সা-রে সা-নি সা,
পা-পা ধা-পা মা-গা,
মা-মা পা-মা গা-রে,
গা-গা মা-গা রে-সা নি-সা নি-রে-সা ;

(দ্বৈত সঙ্গীত)

পুরুষ যে যাহা চায়, সে তাহা পায়,
চাওয়ার মত চাইলে পরে ;
স্ত্রীলোক। পেলেই শুধু হয় না তো আর,
রাখার গুণ চাই জনম ভরে'।
পুরুষ। মনের মতন পেলে কি আর
কেউ ছাড়ে তা এ জীবনে !
স্ত্রীলোক। প্রথম যেমন পরে তেমন,
ভাব থাকেনা, জানি মনে !
পুরুষ মিলনে না বুঝ্‌তে পারিস,
বিচ্ছেদে তা বুঝ্‌বি ভাল !
স্ত্রীলোক। বাঃ—তোর কথাতে মনে হয়,
মর্‌লে বুঝ্‌ব আরও ভাল !
পুরুষ। তা,—কথা বড় মিথ্যে নয়,
দেখতে পারিস্ পরখ্ করে।
স্ত্রীলোক তুই সেটা কর্‌না আগে,
আমি কর্‌ব তোর পরে।
পুরুষ। বহুৎ আচ্ছা তাই হবে,
বে পরোয়া জানিস্ মোরে।

(গান)

ঘুঙ্গুর মিঠি বোলে,
ছম্ ছানা না না !

পিয়াকো মিলন কো,
জিয়া না মানে মানা।
হেরব আজু পিয়া মুখ খানি,
ফুল সেহারা লাও সজনী !
হাসব খেলব নাচব গাওব,
বোল ঘুঙ্গুর ছম্ ছানা না না !

(সংকল্পিতার গান)

আহা আমার গান,—আমার গান !
শুন্‌লে হবে বধির কাণ,
কখনো ষাঁড়ের কণ্ঠ বেরোয় তাড়া করে' !
কখনো সে ঝিল্লীরব ঝিঁ ঝিঁ করে' মরে।
দাঁত খিচুনী, মুখের ভঙ্গী, আর মাথা নাড়া,
দেখ্‌লে পরে বুঝ্‌বে আমি কেমন ওস্তাদ সেরা !
গিট্‌কিরীতে ভরা তান, শুন্‌লে হবে জখম প্রাণ,
নগদ কিছু ফেল এখন; যদি রাখ্‌তে চাও মান !

মর্ত্ত্যের পরশ

প্রস্তাবনা

আজ খেল্‌ব আজব খেলা !
যা কেউ দেখেনি, কেউ শোনেনি,
কেউ ভাবেনি কোন বেলা !
আগে সব বলে দিলে
যাবে খেলার মজা চলে,
কাজেই চুপ—বিদায় এই বেলা !
(আজ খেলব আজব খেলা ।)

(পরীগণের গান)

ও নীচের দুনিয়া,
ও দুষ্ট দুনিয়া,
দুঃখের পাপের শেষ নাহি তোর,
বিষে ভরা হিয়া !
ও হিংসার দুনিয়া,
ও লোভের দুনিয়া,
দুঃখ যেথায় সুখের মুখোস
বেড়ায় পরিয়া !

দেবতাদের আশীষ নেমে আস্থক তোর মাথে,
দুঃখের তাপ নিমেষ মাঝে নিবে যাক তাতে !
গ্লানি তোর যাক্‌রে মুছিয়া !
শান্ত হোক তোর হিয়া !
ও খলের দুনিয়া !

(পরীগণের গান)

পবিত্র অনিল সম, নম্র যেন উষার নীহার,
এস গো মোদের পরীরাণী !
উদার প্রশান্ত স্নিগ্ধ আকাশের নীলিমা যেমন,
স্নিগ্ধ সমুজ্জল ছবি খানি !
প্রেমের প্রতিমা খানি, করুণার স্থধারাশি তুমি—
থেকো এমনি মধুর হাস্যোজ্জ্বল নমি তোমা নমি !

(পরীগণের গান)

শোন্‌রে দুষ্ট দুনিয়া !
কারো ভালো দেখলে পরে
কেন জ্বলে তোর হিয়া !
তোর হয়না তো ক্ষতি কিছু,
তবে কেন লাগিস্‌ পিছু ?
হিংসায় তোর হৃদয় জ্বলে !

মিষ্টি হেসে, দেখা হলে,
আত্মীয়তা জানাস্ কত !
মিথ্যার মুখোস পরিয়া !
আড়াল হলেই সাপের মত
ফণা তুলে কাট্‌তে ব্যস্ত—
ধরার মাঝে নরক কেন
রচিস তুই বসিয়া ?
শোন্‌রে খলের দুনিয়া ।

(পরীগণের গান)

এলে লুটন. আজব দেশ ঘুরে,
এস হেথায় পুনঃ পরী পুরে ;
এখন বল দেখি একে একে
কি সেথায় এলে দেখে ?
কি সকল মূর্ত্তি নব—
দৃশ্য যত অভিনব—
বল্‌না ওরে বল্‌না সব ?
কেমন মর্ত্ত্য লাগল ওরে ?

(ফুলন ও ফুটনের দ্বৈত-সঙ্গীত)

উভয়। এবার দেখ্‌ব কেমন দুনিয়া,
কেমন তাহার আব হাওয়া !
ফুলন মানুষ গুলির ধারা কেমন,
কেমন হৃদয় কেমন মন।
ফুটন। রমণীরও আচার ব্যাভার
জান্‌তে বাকী রবেনা আর !
উভয়। যাব আকাশ কোলে ভাসিয়া,
এবার দেখব কেমন দুনিয়া !

(পরীগণের গান)

যতই দুঃখ যতই শোক,
থাক্‌না পৃথিবীতে,
মর্ত্ত্যবাসীর আছে এক
অমূল্য ধন চিতে !
মৃত্যুজয়ী প্রেম সে যে
চিরানন্দময় !
ধরার যত দুঃখ দৈন্য
তারি নামে হয় ক্ষয় !

(পরীগণের গান)

সকল হেয় পাপে ভরা—
মানুষ জীবে আর
এমনি করে অবহেলায়
রাখবো নাকো আর !
আন্‌বো তাদের হেলায় ডেকে
যাক্ পরী জীবন দখে
নীতি ধর্ম্ম পবিত্রতা
যাক্‌রে হেথায় শিখে ।
গায়ে পৃথিবীর গন্ধ.
তোমরা করোনা সন্দ,
সখীরা বলোনা মন্দ,
ঘুচাও দুঃখ ভার ।

(সুলীনা ও দরিয়ার গান)

দিলাম ফুল ছুড়ি—
"ফুলন" "ফুটন" হেথা
এসরে উড়ি উড়ি !
এসরে বাতাসে ভেসে
এসরে আলোকে হেসে,
এসরে আপন বেশে,
শূন্যে ঘুরি ঘুরি !

(সুলীনার গান)

এসেছে নাগর আমার
কোথা হতে তা জানি না ;
মিষ্টি হেসে কথা বলে
মুখখানি যেন চাঁদপানা !
কোথা হতে এলে বঁধু
খুলে বল তায়,
স্বর্গ হতেই বুঝি এলে
ভুল নাহি তায় ।

(পরীগণের গান)

মোরা তোমা সবে
কত ভালবাসি !
ছড়াই আদরে
তোমা সব শিরে
কতনা আশীষ রাশি !
আকাশে বাতাসে
যাই ভেসে ভেসে
অনিলে অনলে
মিশে কত ছলে
বরষি মঙ্গল রাশি !

(ফুলন বন্ধু ও ফুটন চাঁদের দ্বৈত গান)

উভয়। চাঁদ মুখেতে চুমো খাব,
তাতে মোরা বড়ই খুসী !
ফুলন। প্রেমের খেলা খেলতে মোরা
জেনো বড়ই ভাল বাসি।
ফুটন। হেসে হেসে মুখে মুখে,
কথা ক'ব মনের সুখে !
উভয়। চোখে চোখে রাখ্‌বো সদা
মনের মানুষ পাই যদি।

(লুটনের গান)

জাননাতো প্রেমই সব যত নষ্টের গোড়া !
ওটা বড়ই ছোঁয়াচে রোগ বড়ই বেয়াড়া !
কারো গায় লাগ্‌লে পরে,
সে অমনি জ্বলে পুড়ে
শেষে কত ভুগে মরে তার নেই ঠিকানা,
এমন প্রেমের হেথায় কভু দিও নাকো আস্তানা।

(গান)

বঁধু তুমি আমার—আমি তোমার
জানিনা এ বই কিছু যে আর।
তোমার ধরম করম আমার,
তোমার নিঃশ্বাসে জীবন আমার,
কথায় আমার তুমিই ফুটিবে,
হৃদয়ে আমার তুমিই জাগিবে!
দোহে এক মনে দোহে এক প্রাণে
গাঁথা রব বঁধু জীবনে মরণে!

(লয়লা ও পরীগণের গান)

প্রেমের কুঞ্জে প্রাণনাথে
রাখ বেঁধে প্রেম ডোরে!
কি জানি হায় কার নজরে
নূতন পীরিত ভাঙ্গা পড়ে?
এতক্ষণ পরে যে বোন্
মনে পড়্‌ল আমাদেরে,
তাতেই মোরা সুখী হলুম
বল্‌ব কি আর তোমারে!

(জয়দার গান)

যত্নে রেখো খাঁচায় ভরে
প্রাণের পাখী আদর করে,
নইলে কখন উধাও হয়ে
উড়ে যাবে ফুরুৎ করে !
জঙ্গলো সে যে পোষ মানেনা
আদর তোয়াজ যতই কর
জেনো সোণার খাঁচা হতে
নীল আকাশ তার প্রিয়তর।

(সুলীনার গান)

আমার প্রাণের প্রাণ
কাউকে আমি দেখ্‌তে দেবনা !
পাছে বা কেউ নজ্‌রা মারে,
আমার প্রাণে তা সইবে না !
লুকিয়ে রাখব বুকে ধরে,
সবার চোখের আড়াল করে
পায়ে দিয়ে প্রেমের বেড়ী—
রাখব বেঁধে আর ছাড়ব না।

(গান)

যত দিন তুমি আমার,
তত দিন আমি তোমার !
ভালবাসো বাস্‌বো ভাল,
না বাসো তো বয়েই গেল !
জেনো প্রিয়ে আমি আয়নাখানি,
দেখাবে যেমন দেখবে তেমনি !
এই কথাটিই জেনো সার—
যত দিন তুমি আমার,
তত দিন আমি তোমার !

(গান)

ভালবাসার এই তো গলদ,
প্রথমে প্রাণ আন্‌ চান,
পেলে পরে মাথায় তোলে,
বছর ঘুরলেই হায়রাণ !
(তখন) বিরহেতে আসান মিলে,
মিলনে হয় বড় ভয় !
অরুচিতে ভুগে ভুগে
(শেষে) হরি নামটি সার হয় !

(গান)

উঃ! প্রেমের যেমন হয় অভিনয়,
এমনটি আর কিছুতে নয়!
প্রেমেই যত ছলা কলা
নকলকে আসল বলা!
প্রেমের টান কি প্রেমের ভাণ
বোঝা শেষে দায় হয়!

(গান)

জাহান্নামেই যেতেছিলুম-
জানিনা এ কার তদ্বির—
কেমন করে পা ফস্‌কে
হলেম এসে স্বর্গে হাজির!
ভুলে যে এটা হয়ে গেছে
সেতো আমি বুঝি,
কিন্তু এখন ভুল ভাঙ্গলে
একেবারেই গেছি!
দোহাই বাবা দাও কিছুদিন
থাক্‌তে আমায় এইখানে,
তার পর না হয় মেরে ফেলো
বা পাঠিয়ে দিও স্বস্থানে!

(গান)

মন্দের জন্য ভালোর কদর,
সে কথা কেউ ভাবে না !
বিশ্রী নইলে সুশ্রীর কদর
কোন কালে হতো না !
কুৎসিত থাকায় সুন্দর আছে,
সুন্দর তাহা মানে না !
আজগুবি দুনিয়ার বিচার,
হেসে হেসে বাঁচিনা।

(গান)

দুনিয়ায় যত মুস্কিল
বাধায় তাহা নারী।
নইলে হেসে গেয়ে পুরুষ
সুখে থাক্‌ত ভারি !
তাদেরি জন্য জীবন ভরে
মাথার ঘাম যে পায়ে ঝরে,
যত কোন্দল পেরেসানি
নারীর জন্য সহে প্রাণী !

তিনিই হলেন অষ্টাবক্র—
সবার মাঝের ষটচক্র,
মরুভূমির মরীচিকা
আলেয়ার আলো !
কাছে গেলেই সর্ব্বনাশ,
দূর হতেই দেখায় ভালো !
আজগুবি মেওয়া নারী
দুনিয়ার পয়দা হায়,
যেই কেউ হোক্‌না কেন
খায় না খায় সমান পস্তায় !

(গান)

পেয়েছি আচ্ছা দাওয়াই
ভবিষ্যৎ মেরা খোস,
এটা দিয়েই প্রাণনাথকে
করব আমি বশ !
কবচ আমার যাদু মাখান
মন ভোলান প্রাণ ভোলান,
যে যা চায় সে তা পায়
দিলে বুঝে ধাৎ !
এক তুড়ীতে হয়ে যায়
একদম কিস্তি মাৎ !

(গান)

প্রেমের আংটি এটা তোমার
রইল আমার হাতে জেনো,
আর কাউকে কখন যেন
দিওনা তুমি চিহ্ন হেন!
তুমি আমার—আমি তোমার
একটু দাবী নাই কি আমার?
তোমার প্রেম চিরদিনই
আমার প্রতি থাকে যেন!
এই আংটির মত অঙ্গুলীতে
সেটে ধরে—না খসে যেন!

(গান)

ও ফুটন, কওনা কথা—
কেন দাও আর প্রাণে ব্যথা?
আমায় বুঝি লাগে না ভালো?
তাইতে তোমার মুখটি কালো!
বেশ বেশ তবে যাই চলে!
ভাল হয় তো আমি মলে!
ও ফুটন, হাসনা একটু,
নাচ গানে যে তুমি পটু,
রাখবে না কি কথা আমার,
উঠ উঠ, ফুটন আমার।

(সুলীনার গান)

সখা অমরার প্রেম
মৃত্যুহীন জেনো !
মরতে তাহার তুলনা নেই —
সেথা কায়া সনে প্রেম
ধীরে নিবে যায়
মৃত্যুর পরশে ঢলে পড়ে যেই ॥
অসীমের সীমা কোথায় বলনা,
অনাদির আদি নয় কি কল্পনা,
এই ভেবে সখা করনা তুলনা
মানবের সনে মিনতি এই !

(পরীগণের গান)

ভাল হল শেখা গেল
এমন ভুল আর করব না
বুঝিনা যা, খুঁজনা তা
কেঁচো খুঁড়ে সাপ তুলব না !
যা শিখলুম তা রাখব মনে
ভুলব না তা কোন দিনে,
এখন চল মিলে সকল বোনে
হাসি গাই—আর নেই ভাবনা !

(পরীগণের গান)

গেল রজনীর আঁধার কাটিয়ে
ভেঙ্গে গেল দুঃস্বপন
হের নীলকাশে কি মোহন হেসে,
উদিল তরুণ তপন !
সদ্যস্নাতা হয়ে উষার নীহারে
হাসে তরুলতা ফল ফুল হারে
মন্দ অনিলে স্নিগ্ধ বন ভূমি !
ফুল পরিমল আদরে চুমি,
গুঞ্জে ভ্রমর—পিক মুখর
মুগ্ধা প্রকৃতি রহে আবেশে চাহিয়ে !

আঙ্কা

প্রস্তাবনা

(সমবেত গান)

ভিক্ষা করে সবাই খাব !
চাকরী বাক্‌রী করব না ;
কেউ হব নুলো আতুর,
কেউ বা অন্ধ দিনকাণা !
আসল দুঃখী ভাত পাবে না,
তাদের বখরা লুটে খাব,
চল সবাই মুখোস পরে
যে যার কাজে লেগে যাব !

(খঞ্জুরী বাজাইয়া গান)

কর্ত্তুম বিয়ে, একটা পেলেই জানি !
হ'তো সে আমার ঘরের গিন্নী !
পেলে একটা নুলো আতুর,
হ'তেম নাকো এমন ফতুর !

হ'তো সে কালো কুজো পিঠ,
উটের মত সে চল্‌তো ঠিক!
একটা চোক থাকতো নাকো,
আর একটা করতো মিট্‌ মিট্‌!
কর্ত্তুম বিয়ে পেলেই জানি,
মানুষ পেত্নী কি শাকচুন্নী!
(কিন্তু) হলো না তা ফস্কে গেল
কেমন করে কি জানি!

(মাণিকের গান)

(আমায়) ত্রাণ করহে দয়াল হরি,
চোখ খুলে দাও অন্ধ জনে।
আমি কর্ম্ম দোষে ঘুরে মরি,
তাই যত পাই দুঃখ মনে।
ভজন পূজন জানি নাকো হরি,
আমি যে শুধুই দয়ার ভিখারী।

(চরণের বেহালা বাজাইয়া গান)

বঁধু অসময়ে বাজাও বাঁশী
আমার মন ত মানে না !
যখন তুমি বাজাও বাঁশী,
তখন আমি রাঁধি ;
ভিজা চলা চুলায় দিয়ে
তোমার তরে কাঁদিরে বঁধু !
সময় বোঝনা।
আ মরি বাঁশের বাঁশী,
তোরে যদি পাই,
ঝাড়ে মূলে উপাড়িয়ে
সায়রে ভাসাই বঁধু !
সময় বোঝ না !

(চরণের গান)

ওগো চাঁদ যে হাসে,
তারা ভাসে,
আঁধার নাশে,
ঐ গগনে !

ওগো তোমার আঁখি,
থাকি থাকি,
চায় কি কভু,
আমার পানে ?
আমি ধরতে নারি,
কেঁদে মরি,
খুঁজে বেড়াই,
ব্যাকুল মনে !
(পরে) দেখি হৃদি মাঝে,
তোমার মোহন,
মূর্ত্তি রাজে,
প্রেমের আসনে !

সভ্যনিকেতন।



প্রস্তাবনা

(রঙ্গিণীগণের গান)

দুনিয়াটা মুখোস্ পরা—তারি নাম সভ্যতা !
মোরা তারি মধ্যে গড়ি ভাঙ্গি কত রকম ধাঁধাঁ !
কতভাবে ঘুর্‌ছি মোরা বহুরূপীর সাজে,
আদায়ের কত ফন্দি চালাই আসর বুঝে !
মত্‌লব ছাড়া জেনো কেউ নড়েন না একপা !
মুখে যতই করুন যিনি লম্বা চওড়া বক্তৃতা !
কোথায় "হ্যাল্লো" কোথায় শুধু "হাউ ডু ইউ ডু"
কোথাও একটু মিষ্টি হেসে "ভেরি গ্ল্যাড টু মিট্ ইউ"—
এসব বুঝে' সম্‌ঝে চ'লো—জেনো মনে ঠিক,
মুখোস্ হ'ল "ভেক্" দুনিয়ার,—আর স্বার্থ হল "ভিক্" !



মাধুরীর গান।

আজি চলেছি চলেছি বঁধু হে—
নিয়ে এই সরু দেহ খান্ !
আজি তোমার যা কিছু আছে,
ঢেলে দাও মোর কাজে,
তাহাতে ভেবোঁনা কিছু আন্ !
ভেসে আসে ধূলো রাশি,
"কা" "কা" রব বায়সের—
পচা ঘি'র গন্ধ আর
ময়রার দোকানের !
এমন পোড়ানো রোদে,
মরি যদি ছাতি ফেটে,
সে মরণ স্বরগ সমান !
যাব চলি স্বর্গধামে,
প্রিয়ারে বসায়ে বামে,
ঠিক তুমি জেনে রেখো প্রাণ !

সখিগণের গান।

নকলের নাকাল একদিন হবেই জেনো সার,
দাঁড়কাক যদি ময়ূর সাজে কি লাঞ্ছনা তার !
আজগুবি দুনিয়ার সব আজব রকম কারখানা,
কে কার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গে তার নেই ঠিকানা !
কেউ বা ঠকে কেউ বা ঠকায় কেউ বা থাকে সামলে চলি
কোথাও শুধু হয়ে থাকে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি !
বাঁচা গেল, বোঝা গেল কোন্‌টি রাঙ্গ কোন্‌টি সোণা,
মিলন হল দুটি প্রাণের ঘুচে গেল দুর্ভাবনা !
প্রাণখুলে গাও সবাই মিলে মিলন এবার,
নকলের নাকাল একদিন হবেই জেনো সার।

বাসন্তী

(গান)

জাগো জাগো ওগো প্রকৃতি রাণী,
(ফেল) শীত-জড়তা আবরণ টানি ;
অশ্রু-নীহার মুছিয়ে যতনে,
শ্যাম-বসন, কুসুম ভূষণে,
মত্ত মুখর কোয়েলা কূজনে,
জাগ জাগ রাণী স্মিত আননে !
আজিকে শীত শিশির অন্ত,
আগত দ্বারে নব বসন্ত !
ভুবনে ভুবনে,
প্রেম আবাহনে,
যুগ যুগান্তর
স্মৃতি বয়ে এনে
এসেছে বসন্ত—চির আনন্দ !
প্লাবিত ধরা রূপরস গন্ধ !
পরশে পুলকে শিহরি রাণী,
মেল নয়ন—তোল মুখখানি ।

(গান)

সুপ্তা প্রকৃতি— নীমিলিতা আঁখি।
আছে শীত মুরছা জড়তা মাখি।
তরুলতা এবে শ্যামলতা হীন,
শিশির আঘাতে কুসুম মলিন,
গাহেনা বিহগ, বহেনা মলয়া,
খেলেনা পতঙ্গ মেখে আলো ছায়া;
কুসুম-পেলব সুপ্তা-ওষ্ঠ-পুটে,
দিব মিলন চুম্বন চিহ্ন এঁকে!
জাগো জাগো বিশ্ব-প্রকৃতি রাণী,
প্রেম হাস্যোজ্জ্বল মূরতি খানি।
এসেছে বসন্ত, খোল কমল আঁখি
থেকোনা আরগো শীত-জড়তা মাখি।

(গান)

এলে নন্দন হতে নব বসন্ত!
এস চির প্রিয়—এস চিরানন্দ!
পীত বসনে মন্দার মঞ্জরী,
মদির নয়নে কি শোভা মরি!

আন মলয়ানিল, চূত মুকুল,
মালতী বিতানে মধুপ আকুল,
কোয়েলা পঞ্চম গানে,
পাপিয়া সুদূর তানে,
এস ! এস !
এস বন উপবন কুঞ্জে,
ঢাল সুরভি কুসুম পুঞ্জে ;
নলিনী নয়নে,
নীহারাশ্রু ভার,
মুছাও যতনে,
খোল মুখ তার ;
এস মিলন-কাতর প্রকৃতি-হৃদয়ে !
এস বাঞ্ছিত পরশ পুলক লইয়ে !
এস অতীত স্মৃতি জাগায়ে প্রাণে,
অশ্রু, হাসি, প্রেম, বিরহ মিলনে !
এস, এস !

/ (বসন্তের গান)

অনাদি অনন্ত যুগ ধরে,
বাঁধা আমি তব প্রেম ডোরে !
এসগো শ্যামলা প্রকৃতি রাণী,
এসগো মম চির আদরিণী !

পর শ্যামল অঞ্চলে কুসুমাভরণ,
নীলিমা-মুকুট-নভে মণি অগণন,
মুখরিত হোক বিহগ কূজন,
মলয়া তোমায় করুক ব্যজন ;

মোদের মিলনে বিশ্ব পাগল,
অধীর প্রেমে ভাবে ঢল ঢল !
এস চুমি তোমা প্রেমাদরে ;
রাজগো রাণী বিশ্ব মাঝারে !

(গান)

সখা, আজিকে তোমার আগমনে
জাগিয়াছি মোরা বিশ্ব প্রাণে !
পশেছি মরমে সঙ্গোপনে;
মলয়ানিলে পাপিয়া তানে !
নব কিশলয় শ্যাম কোলে,
তরুলতা যত ফল ফুলে ;
কোকিল কূজিত কুঞ্জে,
সুরভি কুসুম পুঞ্জে ;
শিহরি হর্ষে প্রেম চুম্বনে,
উষ্ণ শ্বাসে প্রণয় বেদনে !

ভ্রমর ছিলা কুসুম চাপে,
সায়ক গড়ি চূত মুকুলে
ছড়াব বিশ্ব জগত যুড়ি,
মত্তপ্রাণ উঠিবে শিহরি !
উতলা আকুল জগতজনে,
হাসিবে গাইবে মাতিবে প্রাণে !

(বসন্তের গান)

এস এস প্রিয় মধু সখা !
ফুল ধনু হাতে, আঁখি বাঁকা !
তব ফুল বাণে অধীর যে আমি !
অধীরা তেমতি প্রকৃতি রাণী !

প্রাণের মাঝারে এই সুখ-ব্যথা,
আকুল প্রাণের এই মদিরতা,
বিশ্ব ভরিবে, আনন্দে মাতিবে,
মত্ত মধুর মধু উৎসবে !
চল চল তবে মধু সখা,
বিশ্ব প্রাণে দেব আজ দেখা !

(বসন্ত, প্রকৃতি, মদন রতি—সমবেত গান)

আজি ঢাল তপন কনক কিরণ !
হাস চাঁদিনী কর সুধা বরিষণ !
মল্লিকা মালতী যূথী নাগেশ্বর,
অশোক কিংশুক সাজ থরেথর ;
গাহ কোয়েলা পঞ্চমে,
মাত ভ্রমরা গুঞ্জনে ;
চূত মুকুলে মধুর গন্ধ
ভেসে যাক্ আজি দিক্‌দিগন্ত !
ছোট উতলা পাগল মলয়া,
ফুল-পরিমল ছলে লুটিয়া ;
মাতিবে আজিকে জগতজন,
এসেছে মন্মথ, মধু-রঞ্জন !

(গান)

ফুলে ফুলে আজি ছেয়ে গেছে
তরুলতা শ্যাম বন মাঝে !
চুমিছে পরিমল পরাণ ভরে,
উন্মদ আজি যেন মলয়া রে !
কুঞ্জ কুটীর আজি মুখরিত রে,
গুঞ্জে মধুপ মাতি মধুমদে রে,
নন্দিত মধু ঋতু আইলো রে !

মা-ধা মা-ধা মা-ধা মা-ধা ধা-পা মা,
রে-সা-সা রে-নি-নি সা-ধা-পা-মা,
কোয়েলা কুহুগান পাপিয়া স্বরতান
স্মরণে কোন জন আনিছে রে !
গা-গা-রে-সা,
সা-রে গা-গা গা-রে সা,
নি-সা ধা-নি সা-রে সা-নি সা,
পা-পা ধা-পা মা-গা,
মা-মা পা-মা গা-রে,
গা-গা মা-গা রে-সা নি-সা নি-রে-সা

(দ্বৈত গান)

পু। আজি চূত মুকুল সৌরভ ভরা,
উতলা পবনে একি মদিরতা !
স্ত্রী। কোয়েলার গানে, পাপিয়ার তানে,
ভ্রমর গুঞ্জনে একি আকুলতা !
পু। হাসে তরুলতা মাখা শ্যামলতা,
স্ত্রী। ফল ফুল হারে সোহাগে আনতা !
পু। পুঞ্জে পুঞ্জে হাসে কুসুম রাজি !
স্ত্রী। ছড়ায় সুষমা সৌরভ রাশি !

পরাগ-অন্ধগ্রমত্ত ভ্রমরা,
গুঞ্জে সারাদিন পাগল পারা ;
পু। ভুবনে ভুবনে একি উন্মাদনা,
স্ত্রী। জাগে প্রাণে আজি কি সুখ বেদনা !
পু। পর পীত বাস, সাজ ফুল হারে,
স্ত্রী। অগুরু চন্দন মাখাও আদরে !
পু। আন বীণা বেণু বাজুক রাগিণী,
স্ত্রী। বসন্ত হিন্দোল বাহার সোহিনী !
পু। বাসন্তী উৎসবে আজি মাত সকল,
স্ত্রী। খেল আবির কুঙ্কুমে লালে কি লাল !

(দ্বৈত গান)

স্ত্রী। আজি খেল হোরি—খেল হোরি—খেল হোরি !
পু। দেখ কেয়া রং, দেখ কেয়া ঢং, মেরি পিয়ারি, মেরি পিয়ারি !
স্ত্রী। আজি খেলিব হোরি তুঁহারি সনে,
পু। লাল করিব তুঁহে আবির রঙ্গে !
স্ত্রী। আও আও পিয়া শামলি সুরতি,
পু। হাস মেরি চাঁদ মোহনি মূরতি !

উভয়ে। আজি প্রেম খেলা, আজি প্রেম লীলা,
লালে লাল সব রাঙ্গে রাঙ্গিলা !
গোলাব ভরি মার পিচকারী !
আজি খেল হোরি—খেল হোরি—খেল হোরি !

(গান)

(আজি) বাসন্তী পূর্ণিমা মিলন গান,
গাও গাও সবে ভরিয়ে প্রাণ !
হের জোছনা হাসে নীলাকাশে,
সরসীর বুকে কুমুদিনী হাসে !
মলয় পবন লুটে ফুল বন,
পঞ্চমে কোকিল কুহরে সঘন,
প্রেমিক হৃদয়ে প্রিয়া পরশন,
হসিত অধরে অধরে মিলন !
সঞ্চিত বিরহ ব্যর্থ প্রণয়,
হের আজি হবে সফলতাময় !
কুসুম কলিকা লাজ ভয়ে ভীতা,
অজানিত সুখে হবে রোমাঞ্চিতা !
পঞ্চ সায়কে বিদ্ধ ভুবন-প্রাণ !
গাও বাসন্তী পূর্ণিমা মিলন গান !

প্রেমের ফাঁদ

প্রস্তাবনা

প্রেমের ফাঁদ জবর ফাঁদ,
আট্‌কা পড়্‌লে পরমাদ !
তখন যত ছট্‌ফট্‌ কর,
পালাতে আর পাচ্ছনা চাঁদ !
প্রেমের ফাঁদে ধরা দিতে,
মানুষ প্রথম পাগল পারা,
ঘানি গাছে জোড়া হলেই,
কলুর বলদ ঘুরে সারা !
(মোরা) নিজের দুঃখ নিজে রচি,
দুষি শুধু অদেষ্টেরে !
মুক্তি শুধু মিলে তখন,
যম এসে যখন দয়া করে !

ব্যর্থ প্রেম



প্রস্তাবনা

কেন ভালোবেসে প্রেম
চায় ভালোবাসা !
কেন হেন দৈন্য ?
কেন এই আশা ?
কেন সে ফেলেনা
আপনা হারায়ে,
তটিনীর মত,
সাগরে মিলিয়ে ?
কেন ভালোবেসে
মিটেনা পিয়াসা ?
কেন জাগে প্রাণে
প্রতিদান আশা ?



(গান)

পাষাণের বুকে
স্নেহ ধারা তুমি !
আমিও নিঝর পাষাণী !
(তাই) তোমা বুকে নিয়ে,
এ তাপিত হিয়ে
জুড়াইতে আসি হতভাগিনী !
তব ঝর্ঝর নির্ম্মল ধারা,
কিরণ সম্পাতে স্ফটিক পারা,
ঢালে কি সঙ্গীত মরমে,
নীমিলিত আঁখি স্বপনে
সান্ত্বনা আমার তুমি,
(এস) আদরে তোমায় চুমি !

(গান)

আমি মানবের প্রেম
চাহি না চাহি না—
সে যে বিনিময় ছাড়া
তিলেক বাঁচে না।
সে যে খোঁজে রূপ,
যৌবন সুষমা—
ভালোবাসে গুণ
সম্পদ গরিমা—
প্রতি পলে পলে
স্বার্থ কামনা !
আমি এই প্রেম,
চাহি না চাহি না ॥
আমি ভালবাসি রবি
দীপ্ত মহিমা,
বাসি ভাল প্রকৃতির
অনন্ত সুষমা।
আমি মানুষের প্রেম
চাহি না চাহি না !

(গান)

মৌচাক। ওঃ হো! ক্যা বাঢ়িয়া মিলা কেতাব!
যাতুছে হ্যায় ভরা একদম্,
জমীন্‌ছে সুরুয আফ্‌তাব।
হ্যায় নুস্কা এ্যায়ছি ওম্‌দা,
সবকি ওয়াস্তে বড়ি ফায়দা,
বুঢ্‌ঢাবি হো যায় যোয়ান এছা,
কুঁজাবি হো যায় এ্যায়ছি সোজা,
কিস্‌মৎ মেরা বহুৎ আচ্ছা,
আদাব! আদাব!

(গান)

এনেছি গাঁথিয়া
ফুল্ল ফুল হার,
লহ প্রিয়তম
অঞ্জলি আমার!
শিশির অশ্রু,
মুদিত নয়নে,
ছিল ফুলবালা
তোমারি ধেয়ানে,

(এবে) তোমারি কিরণ—
সোহাগ চুম্বনে,
খুলিয়াছে মুখ,
সলাজ নয়নে !
আমিও তোমার,
নলিনীর মত,
ভালোবেসে আছি,
চাহিয়ে সতত !
সৌন্দর্য্য সুষমা
উন্মেষ যৌবনে
দিব উপহার
তোমার চরণে !
এস প্রিয়তম
জীবন আমার,
লহগো আমার
প্রেম ফুলহার !

(গান)

মুকুর তোমায় ভালোবাসি !
কাঁদ্‌লে আমি সে কাঁদ তুমি,
হাস্‌লে হাস মধুর হাসি !
সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী,
কেগো এমন ব্যথার ব্যথী,
জীবন খেলায় প্রিয় সাথী,
চোখে চোখে রাখ্‌ব তোমায়,
হাস্‌বো শুধু প্রেমের হাসি !

(গান)

কনক সায়রে,
সাঁঝের আকাশে,
ডুবে যায় রবি,
শ্রান্ত আবেশে !
নীলিমার কোলে,
ভাসিছে গগনে,
সুবঙ্কিম ভুরু,
রজত কিরণে,
ফুল, পরিমল,
চুমিয়া হরষে,

বহিছে মলয়া
মদির আবেশে !
পাপিয়ার তান,
ধীরে ভেসে আসে,
মুগধা প্রকৃতি,
চাঁদিনী পরশে !
(আমি) আপনার মনে,
নিঝরের পাশে,
দেখিব স্বপন,
মুদি আঁখি বসে ।

(গান)

এতদিনে আমি
পেয়েছি তোমায়
বাঞ্ছিত !
তোমা বুকে ধরে
জুড়াব হৃদয়
তৃষিত !

আজি নব প্রেমে
দিয়েছে জাগায়ে
জীবন—
যৌবন মালঞ্চে,
এনেছে বসন্ত
প্লাবন !
এস প্রিয়তম
হৃদয়ে বাহুর
বাঁধনে !
নব অনুরাগে
আদরে সোহাগে
চুম্বনে !
জীবনে মরণে
প্রেমের বাঁধনে
মিলিত
হও, এ মিনতি
হে মোর মানস
দয়িত !

দৌলতে দুনিয়া

(প্রস্তাবনা)

ভুলের জগতে ভুল করে শেখা !
প্রথমে যা, পরে যায়না তা দেখা !
আজ যাহা ভাবি জীবনের সার,
কাল ঘুচে যায় সে মোহ আবার !
এমনি করিয়া গড়ি ভাঙ্গি কত,
কে জানে পাইব কবে সে অমৃত,
যাহা চিরানন্দ—চির শান্তি মাখা !
পাবার রবে না আর যার পেলে দেখা !

(হাসান ও হেনার ডুয়েট গান)

হেনা। আমি কেমন ভালবাসি,
তুমি বুঝবে না !
হতে যদি নারী,
বুঝতে নারীর বেদনা।

হাসান। নীরবে বুকের ব্যথা,
তোরাই পারিস্ সইতে !
আম্মাদের এরূপ হলে,
জ্যান্তে হত মর্‌তে !
হেনা। যা—যা পাগ্‌লামো আর করিস্ না—
হাসান। বল্ কবে আমার হবি, নইলে প্রাণ বাঁচেনা !
হেনা। চিরদিনই আছি তোর, বুঝে কেন বুঝিস্‌না !
হাসন। দিছিস্ মোরে পাগল করে বুঝেও তাই বুঝিনা !

(জোবেদা ও রুস্তাফার গান)

জো। রাণীর মত চলবে সে—
চলবে সে !
রু। পাল্কী চড়ে দুল্‌বে সে,
দুল্‌বে সে !
জো। আগে পাছে দাসী নফর,
ধরবে ছাতি বইবে চামর,
তা দেখে যে গল্‌বে সে,
গল্‌বে সে !
রু। রাণীর মত চল্‌বে সে
চল্‌বে সে !

(নর্ত্তকীদের গান)

পাগল হয়ে ফুলের মধু,
অলি বঁধু করে পান !
তা না হলে কুসুমের
বঁধুর প্রতি এত টান ?
কলি কবে না কোন কথা,
নীরবে জানাবে মন ব্যথা !
মনে মন জেনে বঁধু,
ঘুচাবে সলাজ মান !

(নর্ত্তকীদের গান)

চোখে চোখে চাইলে কি হয়,
মনের চাওয়া অন্য রকম !
যার তরে সে চাউনিখানি,
সে বুঝে নেয় কে কার আপন!
কথার চেয়ে নীরবতায়,
জেনো তখন ঢের বলা যায় ।
প্রাণ তখন চায় ছুটে যেতে,
বাধা যে দেয় মানের সরম !

(নর্ত্তকীদের গান)

তোমারি কারণে সাজায়ে বাসর,
আমি একাকী রয়েছি জাগি !
কেন এই দ্বিধা কেন এ সরম,
কেন প্রিয়তম এই সাজে আজি ?
হৃদয় জানে না হৃদয় বারতা ?
প্রাণের ভিতর কি যে আকুলতা ?
এস—এস—প্রিয়তম
বাঞ্ছিত তোমায় মাগি !

(রুস্তাফা ও জোবেদার গান)

বহুৎ মজিদার এ মিঠী সরবৎ !
পিনেছে হো যায় খোস তবিয়ৎ !
গুলাব কি পানি মিলায়া সাথ,
হেনা আউর কেওড়া, ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ !
যেছি রঙ্গ—তেছি ঢঙ্গ !
পিলেও থোড়া খোদা কসম !
আবি হউগা মালুম ইস্‌কা সিফৎ,
(একদফে) পিনেছে পিওগে হরবখৎ !

(রুস্তাফার গান)

বাবা! রুপিয়া এ্যায়সা চীজ,
খোদা সে উনিশ বিশ!
যিস্কো হ্যায়নি রুপিয়া—
উসকো ওয়াস্তে ফাঁকা দুনিয়া!
দুনিয়া কো সবকুচ মজা,
চাঁদি কি জুতিপর আ যায় সোজা।
এ্যায়সা রুপিয়াকো যো না সমঝে ক্যারামত্
বিলকুল জাহেল হ্যায় ও লাহুল বিলাকুয়ৎ!

(রুস্তাফার গান)

খোদা কসম্, শুন, শুন, মেরিজান,
তুম্হারি ওয়াস্তে মেরাজান বেচাইন!
সাম্ছে সুবেতক্ সুবেছে সাম্,
তেরি সুরৎ পর ম্যায় হরদম্ পেরেসান।
আঁখ কি রোস্নি হ্যায় তু, মেরা দিল কি গুল!
গুলাব কি সুরৎ তেরি, পিয়ারী বুলবুল!
তোমারি ওয়াস্তে মেরাজান হয়রাণ,
মাফ্ করনা কসুর মেরা—হো যাও মেহেরবান!

(হেনার গান)

বুঝি সম্পদে এই অভিশাপ আছে,
রবেনা আপন—বিনে স্বার্থের খোঁজে!
প্রেম সোহাগ সম্মান সকলি,
শুধু সেই তরে দিবে তারে ঢালি!
কিন্তু হৃদয়ের প্রেম প্রীতি ভালবাসা,
রবে চিরদিন আশা মরীচিকা!
রবেনা তাহার দীনের যা আছে,
প্রাণের পরশ ছাড়া প্রাণ কিগো বাঁচে?

(হেনার গান)

ধন রত্নের সখ মিটেছে, যায়না যে আর বওয়া,
আমি চাই শুধু আগের মত সোজা গরীব হওয়া।
সকল নকল ছাড়্‌লে বাঁচি,
মণি মুক্তা আর না যাচি,
এ সকল রেখে শান্তি বুকে,
কি সুখ মায়ের কোলে যাওয়া!
আপন তবেই হয় যে আপন!
কাছে আসে দূরে যে জন!
সকল মুছে বাধা ঘুচে,
যায় বুকের ধন বুকে পাওয়া!

(হেনার গান)

স্বপনে তোমায় পেয়েছিনু সখা !
হারাইনু আঁখি খুলে !
ব্যাকুল প্রাণে বাহু প্রসারিতে,
তুমি পলাইলে ছলে !
জাগরণে যদি নাহি পাই তোমা,
মাগিব বিভুর চরণে,
যেন এ জীবন হয় গো স্বপন !
রব তুমি আর আমি সেই খানে !

(হেনার গান)

বুঝি বিরহ সাধনা সফল হলে,
প্রেমের সোহাগ মিলন মিলে !
প্রেম আপনার বলে রহেগো বাঁচিয়ে !
রহে প্রিয়তম ধ্যানে তন্ময় হয়ে !
জীবনে মরণে তোমারি যে আমি,
এস হৃদে মোর হে হৃদয়স্বামী !
প্রেম চুম্বনে লহ বুকে তুলে !
জুড়াবে পরাণ ও পরশ পেলে !

(পরীদের গান)

ঢাল কুসুম, ঢাল পরিমল,
ছড়াও মলয়া সুধা নিরমল,
মিলিছে আজিকে হৃদয় যুগল !
গুঞ্জ ভ্রমরা মিলন গান,
পিককূল ধর পঞ্চমে তান,
ঢাল জোছনা রজত কিরণ,
হের কি মধুর যুগল আনন !
জীবনের ভুল ঘুচেছে এবার,
জেনেছে প্রেম জীবনের সার,
জগতে নাই যে তুলনা তার !
গাহ নাচ হাস প্রেম ঢল ঢল,
আশীষ প্রেমিক কিশোর যুগল !

——— —

গরীয়সী



প্রস্তাবনা

বিদ্যা অর্থ রূপ যৌবন থাক্‌না পরিপাটি,
চরিত্রটি খাঁটি চাই—নইলে সব মাটি!
"চরিত্রের" অর্থে যাহা সাধারণে বোঝেন,
তার চাইতে অনেক ব্যাপক, মনে এটুক্ রাখবেন।
সত্য হ'ল প্রাণ ইহার—কর্ত্তব্যেতে নিষ্ঠা,
ন্যায় ধর্ম্মে জেনো ইহার হয় প্রতিষ্ঠা!
দেশের কাজ, দশের কাজ আর নিজের কাজই বল,
এটি না থাকলে হয় সব একদম বিকল!
এসব বুঝে সবার আগে চরিত্রটি রেখো খাঁটি,
নইলে ব্যর্থ হবে সারা জীবন—সকল দিক মাটি!

(বেলার গান)

ঊষার কিরণ তোমারি মিলন
বহিয়ে আনে গো হৃদয়ে !
প্রভাতি সমীর পরিমল মাখা
দেয় তোমারি পরশ বুলায়ে !
রজনী তিমিরে তোমারি বিরহ
হৃদয়ে আমার রাজে গো !
স্বপনে তোমার মধুর হাসিটী
পরাণ আমার যাচে গো !
বিরহ বিহীন চির মিলন
আশায় রয়েছি বসিয়ে !
ছিড়ে দাও নাথ এ দূর-বন্ধন,
কি ফল আমায় কাঁদায়ে !

(বেলার গান)

জীবনের পথে চলিতে চলিতে
ছিনু ভুলে আমি ধূলি খেলাতে !
কখন যে তুমি দিলে এসে দেখা,
শুনাইলে কোন অজানা বারতা !
হে মোর হৃদয়-দেবতা !

প্রখর হাসি নিবে গেল ধীরে,
নয়নে উঠিল প্রেম অশ্রু ভরে,
সব ভুলে গেনু জাগিল নূতন ব্যথা ;
তোমাকে পাইতে—তোমাতে মিলিতে !
হে মোর প্রাণের দেবতা !

(লাবণ্যের গান)

আমি নয়নের জল ধরিব নয়নে,
দিব না তাহায় ঝরিতে !
হাসি মুখে স'ব হৃদয় বেদনা,
দিব না মরম দলিতে !
আপনি মরিয়া বাঁচায়ে রাখিব,
আমার প্রেমের মান !
তাহারি গৌরবে পুনঃ মৃত দেহে
আমি যে পাইব প্রাণ !

(নিবারণের গান)

চোখে ঠুলি নেই মা আমার,
ঘানি গাছে দেয়নি যুড়ে !
তবুও আমি কলুর বলদ—
ঘুরে মরি কিসের তরে !
সকাল থেকে সন্ধ্যা বেলা,
মাথার ঘাম পায়ে ফেলা,
কোন্ আশায় কিসের তরে,
এ মায়া কি ঘুচবে নারে !

(লাবণ্যের গান)

মোর সারা জীবনের আশা ভালবাসা
তিল তিল করি গড়েছে তোমারে !
বসায়েছে তোমা হৃদি-সিংহাসনে,
প্রেম-অশ্রু দিয়ে অভিষেক করে !
আমার সকল সাধের পূর্ণতারূপে,
এস প্রাণেশ্বর এস মোর বুকে !
চরম শান্তির চিরাশ্রয় হয়ে,
এস হৃদয়েশ্বর এস হৃদয়ে !

হা'র-জিত

প্রস্তাবনা

জিত্‌লে হয় সবাই সুখী, দুঃখ হয় হলে হা'র।
(আবার) কেউ হেরেও জিতে, জিতেও হারে, মজা এই দুনিয়ার
সুখ চায় সবাই বটে, কিন্তু চায়না সবাই জিনীস এক,
হা'র-জিতে, সুখ দুঃখে তাই, হয়ে পড়ে প্রকার ভেদ !
ভোগে সুখ কি ত্যাগে সুখ—বেছে নাও তা এইবার,
আগে চাও কি পিছে চাও ? ভাবতে গেলে একাকার।

সর্দ্দি-গরমি

প্রস্তাবনা

সুখে যদি কেউ থাক্‌তে চান, তবে বাঁচুন কোন মতে,
এই সর্দ্দি-গরমি মেজাজের খাম্ খেয়ালি হতে।
কথার ঠিক রয়না তখন, কখন রাগ কখন খুসী,
কখন কল্লে আদর জবর, পরক্ষণেই মাল্লে ঘুসী।
আজ তুলে সে নেবে মাথায়, কাল দেবে সে ঠেলে পায়,
কিছুর ঠিক্ পাবেনা তার—সর্‌দি-গর্‌মি এম্‌নি হায়!
এই মেজাজের বালাই নিয়ে ইচ্ছে হয় যে মর্‌তে—
কাউকে পারেনা এই রোগটী সুখে থাক্‌তে দেখ্‌তে।

(আবদুল ও সফিনার ডুয়েট গান)

আ। তোর মনের মতন হতে জানিস্ আমার বড় সাধ।
স। আমি ও তো তাই চাই—বল কেবা সাধে বাদ।
আ। তোর মুখে না হাসি দেখ্‌লে দুনিয়া দেখি কালো।
স। তোমায় সুখী না দেখ্‌লে যে আমার মরণ ভালো।
আ। আমার বাড়ী-ঘর-দোর টাকাকড়ি সব তোমার জেনো,
স। আর আমিও যে তোমার—তুমি সেটা বল্লেনা কেন?

আ। হাঁ—হাঁ—সেত বটেই—সেকি হয় আর বল্‌তে।
স। আর তুমিও যে আমার, সেকি দেরী লাগে বুঝ্‌তে।
আ। যাক্, সব ল্যাঠা চুকে গেছে—এইবার আয় বুকে।
স। এই, এম্নি করে চিরদিন থাক্‌বো মোরা সুখে।

(আবদুল ও সফিনার ডুয়েট্ গান)

স। আ হা হা—মুখের ছিরি দেখ্‌লে আমার সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলে।
আ। হ্যাঁ—জ্বলুনিটা ভাল হবে, কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম দিলে।
স। খ্যাংরা আছে ঘরে, সেটা ভুলে গেলি বুঝি।
আ। আগরার নাগরার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।
স। মুখ সাম্‌লে কথা বল্—নইলে দেবো ঝেড়ে বিষ।
আ। তোকেও আবার ডরিয়ে চল্‌ব—হুঁ—ভারিতো—ইস্।
স। মুখের কি ছিরি ছাঁদ—যেন আস্ত একটি পোড়া কাঠ।
আ। আয়নায় মুখ দেখনি চাঁদ? যেন একটি বাংলা পাঁচ। দেখ্—খবরদার, ভাল হবেনা বল্‌ছি।
স। ইস্ তোকে আবার ডরিয়ে চল্‌ব—মরণ আর কি!
আ। আঃ—তা হলে তো ভালই হয়—প্রাণটা যায় বেঁচে।
স। ভাবিস্‌নে—তোরই বোধ হয়, দিনটা ঘনিয়ে আস্‌ছে।

(আবদুল ও সফিনার ডুয়েট্ গান)

আ। যখন পোষালনা তোমায় আমায়,
তখন সরে পড়াই ভাল।
স। দিন রাত ঝগ্ড়া ঝাটি,
এ আর কত সয় বল।
আ। দূরে গেলে সব চুকে যাবে,
তুমি তখন সুখী হবে।
স। তুমিও তো আর তখন
হবেনা এমন জ্বালাতন।
আ। আইন হয়েছে বুঝে সুঝে,
সে তো আর নয়কো মিছে।
স। হাঁ, সেটা বল্‌তেই হবে,
মানুষ তো ভাই ঠেকেই শেখে
আ। এমন ধারা হয়েই থাকে,
মনে কিছু করোনা।
স। না মনে কল্লে চল্‌বে কেন,
এক হাতে তাল বাজেনা।

(আবদুল ও সফিনার ডুয়েট্ গান)

স। তোমার কত জুটে যাবে তার নেই ঠিকানা।

আ। আর তুমিও যে প্রাণ, একা থাকবে সেতো মনে হয় না!

স। পুরুষের মত বেইমান—নারী কভু হয় না প্রাণ।

আ। সেটা তারা বলে বটে—পাই নি কভু তার প্রমাণ।

স। আমাদের প্রেম প্রাণে থাকে—বলে বেড়াইনা কভু।

আ। কেবল মৎলব হাসিল কর্ত্তে সেটা প্রকাশ হয় শুধু।

স। নিজের দিক টেনে শুধু কথা বল্লে চলেনা।

আ। তোমার মেজাজ মাফিক ভালবাসায়, আমার পেট্‌টি ভরে না।

স। ভালবাসি খাঁটি আমি সেটা জে'নো মনে—

আ। আমিও বাসি—বিশ্বাস করো—এই মিনতি ও চরণে।

(আবদুল ও সফিনার ডুয়েট্ গান)

স। এম্‌নি করে আমরা দুজন্‌,
থাক্‌ব মিশে বুকে বুকে।
আ। চুমো খাব আদর করে,
কইব কথা মুখে মুখে।
স। তুমি আমার আমি তোমার,
আর ভাবনা নেই আমার।
আ। চির দিনই এমনি থাকুক,
আমি কিছুই চাইনা আর।
স। ফুলের মালা গেঁথে দেবো
তোমার গলে আদর করে।
আ। সে মালা বদ্‌লে আবার
তোমার গলায় যাবে ফিরে।
স। মোরা প্রাণে প্রাণে মনে মনে
গাঁথা রব দুই জনে।
আ। আমারও জেনো সেই কথা,
জীবনে—মরণে।

(আবদুল ও সফিনার ডুয়েট্ গান)

আ। আমরা দুইয়ের মনের মতন
এতদিনে তা বুঝ্‌লুম।
স। আগে বুঝ্‌লেই ছিল ভালো
মিছে ভুগে মরলুম।
আ। এমন কত হয়ে থাকে—
তাতে কি আর যায় আসে।
স। জল কাট্‌লে হয়না দু'ভাগ
ভাব থাক্‌লেই ঝগড়া বাঁধে।
আ। সে সব তুলে কাজ কি এখন,
ভাব হয়েগেছে যবে।
স। তবে মেজাজটা মোদের সর্‌দ-গর্‌ম
সেটা কিন্তু বল্‌তেই হবে।
আ। আয় তবে আয় হাসি নাচি
প্রাণ ভরে গাই দু'জনে।
স। দুজনেই সম্‌ঝে চল্‌বো,
বাধ্‌বে না আর কোন খানে।

প্রহসন



প্রস্তাবনা।

নাটক হ'লেই চাই একটা প্রস্তাবনার গান,
গান না থাক্‌লে শ্রোতাবৃন্দ করেন বড় অভিমান!
তা খাটুক আর নাই খাটুক, তাতে কিবা আসে যায়
লেখক-ও তাই গান লিখে এড়িয়ে গেলেন সকল দায়!
হলো তো এই বারে?—আরম্ভ তবে হোক নাটক?
চুপ ক'রে শুনুন সবে রাখ্‌বনা কাউকে বেশী আটক!
নাটকের নাটকত্ব নয় কো শুধু নাচ গানে,
তবে "যস্মিন দেশে যদাচার" কোথা যাই এ না মেনে!



কজ্জ্বলা

প্রস্তাবনা ।

গাব আজি মোরা মিলন গান !
গাব প্রণয়, গাব পরিণয় গান !
গাব সোহাগ, প্রেম অনুরাগ !
প্রাণের পিয়াসা, আকুল আবেগ !
গাব কত আশা—কত ভালবাসা,
আঁখির নীরব লাজ মরম ভাষা !
গাব বিরাগ—মরম যাতনা !
ব্যর্থ প্রেমের মরণ সাধনা !
হাসিব—নাচিব—মাতাব প্রাণ,
গাব আজি মোরা মিলন গান !

(কঙ্কার গান)

আমি পাইনি যারে কেমন ক'রে
খেল্‌ব তাকে নিয়ে !
আমি ফিরি তাহার খোঁজে,
সে যে থাকে মুখ লুকিয়ে !

সে তো আমার মনের মতন,
আমি যে তার নই !
আমার হাসি কান্না দুই আসে,
মনের কথা কারে কই !
পেলে তারে দেবো মোরে
তারি হাতে সঁপিয়ে !
রবেনা কোন জ্বালা
ফেল্‌লে আপন হারায়ে !

(কিরকের গান)

সব্‌ছে বাঢ়িয়া হ্যায় মেরা পিয়ারা রূপিয়া।
আউর সব হ্যায় তামাম্ ঝুটা—ভেল হ্যায় এ দুনিয়া ॥
বেগর মৎলব দোস্ত কোয় নেই হ্যায় দুনিয়ামে,
পিয়ারী ভি বিগাড় যায় খাম্‌খা দো বাত্‌মে ,
মগর রূপিয়া, কভি নেই বদল্‌তা স্থরৎ তেরা,
যব লে যাও বাজারমে, মিল্‌তা ষোল আনা পূরা ;
দেগা ভুক্‌মে খানা, পিয়াসমে পানি,
দেগা স্থরৎ আচ্ছি মজে কি জানি ;
দেউ তবিয়ৎ কি তনদুরস্তি আউর দেউ রূপিয়া।
তব্‌ছি ম্যায় সম্‌ঝেঙ্গে হাম পায়া—সবকুচ পায়া ॥

(কঙ্কার গান)

আজি যে আনন্দ ধরে না হৃদয়ে !
আমি তো ফেলেছি আপনা হারায়ে !
আমারি তরে সে অধীর পাগল,
গেল মন-চোহ্নর সে কথা জানায়ে !
রমণীর প্রেম-কোমল পরাণে
এসগো তৃষিত প্রেম-সুধা পানে !
আমোদে অধীরা, চপল মুখরা,
আমি আছি তব পথ চাহিয়ে !

মন্দারের গান

মজা ! মজা ! মজা !
আমিই শুধু বইনা বোঝা !
চেয়ে দেখ দুনিয়ার
ছোট বড় সবাকার
কত ভাবে কত বোঝা,
ঘুর্‌ছে সবাই কলুর বলদ
ঘানি গাছে চোখ-বোজা !
মজা ! মজা ! মজা !
বোঝার জন্য সবাই পাগল,
বোঝা ছুট্‌লে হয় বিকল !
ভূতের বেগার খাট্‌তে সবাই
চল্‌ছে ছুটে সোজা !
মজা ! মজা ! মজা !

মন্দারের গান

দিনরাত আমার মন
প'ড়ে আছে তোর উপরে ॥
কথা তোর আমার কাণে
সদাই যেন মধু ক্ষরে ॥
সুধা মাখা মুখটি তোর,
সাধ মিটে না দেখে মোর !
যত পাই ততই চাই,
একি যাদু কর্‌লি মোরে ॥

কজ্জ্বলার গান

ওগো, আমি যে তোমার
খেলার পুতুল !
আমায় স্মরিতে, আমা প্রাণ দিতে,
মিনতি যেন গো হয় না ভুল
তুমি সত্য সখা, আমি যে কল্পনা,
তুমি বর, আমি নীরব সাধনা !
তুমি কায়া, আমি ছায়া,
তোমারে লভিতে চির আকুল ॥

(কজ্জ্বলার গান)

আমি কভু তোমা ছাড়া নই !
মিলনে তোমায় পাইগো হৃদয়ে,
বিরহে তোমারি স্মৃতিময়ী !
গ'ড়ে নাও মোরে মনোমত ক'রে,
এ প্রেম-অঞ্জলি পড়ে যেন ঝ'ড়ে,
হৃদয়-দেবতা তব পায়ে অই ॥

কজ্জ্বলার গান

অদেয় তোমায় কি আছে আমার !
আমার যা কিছু সকলি তোমার।
তোমারি জীবনে জীবন আমারি,
তোমা বিনে আমি প্রাণে যে মরি !
তুমি সুখী হ'লে আমারি সে সুখ,
তব দুঃখে মম ভেঙ্গে যায় বুক্ !
যেনো কিছু সেই অধিক আমার,
তোমা চেয়ে মম এজগতে আর ॥

(কঙ্কার গান)

ওগো, নারী যে পুরুষ হৃদয় লইয়ে
শুধু খেলা করে ভেবোনা !
সে যে তাই করে শুধু জেনে নিতে চায়,
তাকে তার প্রাণ চাহে কি চাহে না !
পুরুষের প্রেম—শুধু খেলা !
নারী যেন তার খেলার ঢেলা !
এই টেনে নেয়—এই ছুঁড়ে দেয়,
এ দুইয়ের প্রেমে তুলনা ক'রো না !

(গান)

আমি সারা জীবনের
প্রেম ডোরে
বেঁধেছি আমার
সকল-চোরে !
সে যে সেধে এসে
আমার হয়েছে,
আপনা দিয়ে যে
আমায় লভেছে

আমি যে এখন
তাহাতেই বাঁচি,
এ জীবনে শুধু
তাহাকেই যাচি ;
আমি তার—সে আমার,
(আমি) এ ছাড়া ভাবিতে পারি না আর !
ভালবাসি আমি—ভালবাসে মোরে
এ বাঁধন কি গো কখনো ছিঁড়ে !

(মন্দারের গান)

(ওরে) তোর মনটা আমায় দেনা
তোকে যেন ভুলতে পারি !
শিখিয়ে দে কেমন ক'রে
আমি তোর কাছে হারি !
(আমি) তোর মতন গড়বো মোরে,
তুই যেন হোস্ আমার মত ;
কেঁদে বেড়াস্ আমার প্রেমে,
(আর) আমি হাসি তোরি মত !
সেটা কেমন—হবে তখন
বল্‌তো বুঝে ঠিক করি !
আবার ভাবি এমন হ'লে,
আমিই বুঝি যাব হারি

(কজ্জ্বলার গান)

কেন এমন—কেন এমন—
কেনগো বিষাদে ছেয়ে আসে মন !
চলেছি আজিকে প্রিয়-মিলনে,
সেকি তবে মোর ব্যথা দেবে প্রাণে !
কেন গো হৃদয় কাঁপিছে হেন,
বামেতর আঁখি নাচিছে কেন !
কি আছে নিয়তি,
তুমি জান বিধি !
ভরসা যে শুধু তোমারি চরণ !
কেন এমন—কেন এমন—

(মন্দারের গান)

চাঁদ যে হাসে নীল আকাশে,
নীল জলে তার ছবি ভাসে !
বল দেখি চাঁদ, আমি কোন চাঁদ
রেখেছি বুকেতে ধরিয়ে ?
নিশিদিন সদা কার ছবিখানি
হাসে মোর প্রাণে লুকায়ে ?
জীবন-রজনী কাটাব এমনি
এই হৃদি-চাঁদে ভালবেসে !

(কঙ্কার গান)

ভালবাসার একি টান !
দূরে গেলে প্রাণ কাঁদে,
কাছে আস্‌লেই অভিমান !
বল্‌বো মনে করি যত,
মূক হ'য়ে যাই তত !
রাগে আমার কান্না আসে,
বাঁচে কিসে নারীর মান !

(কজ্জ্বলার গান)

ওগো, এ জগতে আমি একা—
আমি একা !
আমি যারে চাই সে মোরে চাহেনা,
নিয়তি লেখা !
আমি হাসি মুখে, হৃদয়-দেবতা,
তব সুখ তরে মরিতে চাই !
জীবনে ঠেলেছো চরণে আমায়,
মরণে যদি গো চরণ পাই !
যাব দূরে যেথা ল'য়ে যায় আঁখি,
একা—শুধু একা !
মিটে গেছে সাধ—জেনেছি জীবন
আশা-মরীচিকা !

(সখিগণের গান)

হাসিছে মধুর উৎসব-মুখরা নিশীথিনী !
গাও মিলন গান সবে হাস মধুরহাসিনী !
রত্নখচিত মুকুতাভরণ পর সখি গলে,
ফুল্ল-ফুল-হার গাঁথি ল'য়ে সখি জড়াও কুন্তলে ;
প্রমোদ-কক্ষে স্ফটিক আধারে
হাসে দীপমালা !
হাসে নীরবে সুনীল আকাশে
চারু তারা-মালা !
ফল ফুল সাজে স্তবকে স্তবকে,
বিশাল প্রমোদ-ভবন !
উঠে সঙ্গীত-লহরী, কল হাসি-রব
অপ্সরা-নূপুর-নিক্কণ !
ছোটে মধুর কুসুম গন্ধে
অন্ধ পাগল মলয়া !
জোছনা-পুলক কণ্ঠে গাহে
পিক-বধু পাপিয়া !
পিও প্যারী পিয়ালা ভরি, প্রেমে মাতহ সজনি !
মিলাও আদরে উজলে মধুরে, আজিকে সোহাগ-রজনী !

———

(সখিদের গান)

দেখ দেখ সখি, বন যূথিকা,
আদরে বেড়েছে সহকারে !
জনম অবধি পেয়ে কত বাধা,
তটিনী মিশেছে আজি সাগরে !
প্রেমে চিরদিন আছে অভিশাপ,
পেতে হবে তাকে কত বাধা তাপ !
তা'তেই তাহার গৌরব মহিমা,
দুঃখেই তাহার নীরব সাধনা !
সে সাধনা তার বিফল হয়নি,
(আজ) বিজয়িনী প্রেম—চির-বিজয়িনী !
নাচ গাও আজি সাজ ফুল-হারে,
প্রেম-মিলন গাও প্রাণ ভ'রে ॥

শাওন-গীতি

নিবেদন

কি মোহন বাঁশী বাজায়েছ হরি !
আজও যে সে সুর যুগ যুগ ধরি,
নীরবে গোপনে বাজিছে মরমে,
রেখেছে সবায় আকুলিত করি !

হৃদয় যমুনা কুলে কুলে ভরা !
মানস নিকুঞ্জ ফল ফুলে ভরা !
হৃদি গোপবালা আজিও মিলিতে,
কোন অভিসারে পাগল পারা ?

নীরব বাঁশরী প্রেম অশ্রু সাধা !
নীরবে ডাকিছে রাধা—রাধা—রাধা !
আকুল বিরহ—মিলনের তরে !
কাঁদে রাধা প্রেম—হৃদয় মন্দিরে !

মলয়া সুরভি বাসন্তী প্রভাতে,
শরত সুধাংশু নির্ম্মল রাতে,
রজনী গভীরে বিশ্ব সুপ্তি মাঝে,
বাজে বাঁশী তব ঐ দুপুরে সাঁঝে।

জীবনের স্মৃতি জাগে ঐ তানে,
ফোটে অশ্রু কণা নয়নের কোণে!
একটি নিশ্বাস হিয়া মাঝ হ'তে,
অজানিতে বহে—কি উত্তাপ তা'তে!

এ নীরব বাঁশী চির দিন ধরি,
বাজিবে এমনি আকুলিত করি
প্রেমিক প্রেমিকা!—আহা মরি মরি,
কি মোহন বাঁশী বাজায়েছ হরি!

প্রস্তাবনা

মেঘ মেদুর অম্বর, বন ভূমি শ্যাম—শ্যাম ঘন !
আজি গাও সবে মিলে সজল বাদল গান !
গরজে মেঘ গুমরি গগনে,
চকিতে চপলা চমকে সঘনে !
শিহরে সিক্ত নীল বনানী ডাকে মত্ত দাদুরী ঘন !
আজি গাও সবে মিলে সজল বাদল গান।
ডাকে উতলা কলাপী পুচ্ছ বিথারী,
নীল মেঘ কোলে বলাকার সারি,
বহে আর্দ্র পূরব বায় আকুল বিরহী প্রাণ !
আজি গাও সবে মিলে সজল বাদল গান !
বাজাও শঙ্খ দাও হুলুধ্বনি
মঙ্গল অর্ঘ্য রচিয়া সজনি
এসেছে বরষা নিখিল ভরসা পুলকে পূরিতে প্রাণ
আজি গাও সবে মিলে সজল বাদল গান !

গান

আজি শাওন মেঘের সজল ধারা
ঝুমে ঝুমে বরষে !
সিক্ত ধরণী শ্যাম সরসা—
শিহরে পুলক পরশে !
তমাল কুঞ্জে ঘনায়েছে ঘোর নীলিমা
নীল যমুনা বুকে কাজল কালিমা ;
চল সখি চল,
শাওন বাদল খেলা খেলাবে চল ;
বাঁধিব ঝুলনা নীপতরু শাখে
দোলাব মাধবী মাধব-বুকে !

গান

নব জল-কণা তৃষিত অধরে
পেয়েছ মালতী বিতানে ;
কেতকী পুঞ্জ ঘন সুরভিত
ফুটেছে নিকুঞ্জ বেষ্টনে।
মুখ মদিরায় বিবশ বকুল,
আকুল হইয়া পড়েছে ঝ'রে,
বন মল্লিকার মধুর সৌরভে
উপবন আজ রয়েছে ভরে।

বিকচ কদম্ব পুলক পরশে
রোমাঞ্চিত হ'য়ে ফুটেছে হরষে।
চম্পক যূথিকা পরিমল মাখা,
বহিছে সজল সমীর—
কুটজ স্তবক বনভূমি মাঝে
মরি কি সুষমা মধুর!
চল সখি চল কুঞ্জ কাননে,
শাওন-বাদল খেলা খেলি শ্যাম সনে!

সখিদের গান

চম্পক অঙ্গ সুনীল বসনে
সাজাও আজিকে হরষে!
মুক্ত অলক সুরভি করগো
কেতকী পরাগ পরশে!
যূথিকার মালা পর গলে সখি,
চম্পক দলে সাজাইয়া সীঁথি;
মল্লিকা মালতী কুসুম ভূষণে,
সাজ সখি আজি হসিত আননে।
তুলি ল'য়ে গাঁথ হার বকুল,
সীমন্তে পরগো নীপ কুঁড়ি দুল!

পর নূপুর চরণে, বাজিবে মধুরে
পিছল পথে যমুনার তীরে !
গাহ মেঘ মল্লার—বাদল ব্যথা,
কাজলে রচিয়া চির বিরহ গাথা !
নীল নীরদ ঘনায়েছে দেখ আকাশে,
চল চল সখি শ্যাম সকাশে !

রাখাল বালকগণের গান

আজ বাদলা মেঘের কাজলা ছায়া
আঁধার ক'রে আছে !
দিন রাত ঝরছে আকাশ,
বিরাম নেই যে তার কাজে !
মাঠে কত জল জমেছে,
চল্‌গে করি খেলা ;
কেয়া পাতায় গ'ড়ে মোরা
ভাসাব তায় ভেলা।
ধানের ক্ষেত সব ডুবে গেছে
ভরা পুকুর কালো জল
তারি মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে
শ্বেত-রক্ত-কুমুদ দল !

বেলে হাঁস আর বকের সারি,
সার বেঁধে দেখ্ যাচ্ছে উড়ি !
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
এলো মেলো পূরব বায় !
ব্যাঙেরা এক টানা সুরে
আঁধার কোলে বাদল গায় !
শ্যামল রঙ্গের জ্যোতি মেখে,
গাছ পালা সব হাস্‌চে !
আজ যেন ভাই কেমন কেমন
মন বসেনা কোন কাজে !

গান

এস বনমালী বাজায়ে মুরলী
পীত ধড়া প'রে শিখি পাখা শিরে
ত্রিভঙ্গিম ঠাম গোপিনী-প্রাণ,
এস ! এস !
নীল নীরদ ছেয়েছে গগন,
চকিতে চপলা চমকে সঘন ;
কোথা তুমি রাধা-হৃদয়-রঞ্জন,
এস ! এস !
এস বিরহ-কাতর হৃদয়ে,
এস বাঞ্ছিত পরশ অমৃত ল'য়ে,
এস মনোমোহন মধুর হাসিয়ে,
এস ! এস !

গান

আজি শাওন গগনে গরজে ঘন,
কার তরে মম আকুল প্রাণ !
নয়নে অশ্রু কাহার স্মরণে ?
দিগন্তে দৃষ্টি স্মৃতি আলিঙ্গনে ?
প্রকৃতি আজিকে বিরহ কাতরা,
নয়নে ঝরে প্রেম অশ্রুধারা !
অশ্রু সিক্ত কার পরশ বুলায়ে,
বাদল বায় কেঁদে যায় ব'য়ে !
তড়িত, মিলন-চুম্বন অধরে
নিয়ে যায় ব'য়ে দূর দূরান্তরে
বিরহী প্রাণের মানেনা মানা
দূরতার বাধা—এমনি বেদনা !
বিশ্ব বাঁধা আজি বিরহ সুরে !
কাঁদে স্মৃতি আজ স্মরিয়া কাহারে !
কাহার বাঞ্ছিত মিলন-বুকে,
নিরাশ্রয় চিত শরণ মাগে !
এস প্রাবৃট বিরহ বেদনা হরণ !
আজি শাওন গগনে গরজে ঘন !

রাধার গান

নিশি দিন সদা কার মুখ খানি,
হৃদে জাগে সদা ব্যাকুল পরাণি।
প্রাণ কাঁদে সদা কাহাকে স্মরি!
সে যে হরি তুমি,—তুমি হরি!
কার চোরা হাসি মধুর অধরে;
বঙ্কিম চাহনি মন প্রাণ হরে!
সব ভুলে যাই কারে বুকে ধরি!
সে যে হরি তুমি,—তুমি হরি!
কাহার বাঁশরী যমুনার তীরে,
রাধা বলি মোরে ডাকে আদরে!
ছুটে আসি আমি রহিতে নারি,
সে যে হরি তুমি,—তুমি হরি!
কার প্রেম আশে আমি পাগলিনী!
কাহার বিরহে রাধা উন্মাদিনী!
মিলনে কাহার আপনা পাশরি!
সে যে হরি তুমি,—তুমি হরি!

শ্রীকৃষ্ণের গান

প্রেম আরাধনা রূপা—উৎসব রূপিণী
এস হৃদয়ে মম মানস সঙ্গিনী !
নিকটে তুমি-গো চির মনোহর,
দূর হ'তে তুমি আরো পূর্ণতর !

মিলনে তোমায় যত না পেয়েছি,
তার চেয়ে বেশী বিরহে লভেছি,
মিলনে যদিবা পাই সীমা রেখা,
বিশ্বময় পাই বিরহেতে দেখা !

বর্ষা বিধৌতা শ্যামশ্রী উজ্জলা,
হের প্রকৃতি কুসুম কুন্তলা !
এস এস হৃদে হৃদি বিলাসিনী
নীল নীরদ-বুকে স্থির সৌদামিনী !

সখীদের গান

তমাল শাখে ফুল ডোরে মোরা
বেঁধেছি আজিকে ঝুলনা !
বসাব মাধবী মাধব-কোলে
দেবো হেসে মোরা দোল্‌না !—দোল্‌না
নীপ তরু আজ ভ'রে গেছে ফুলে,
মল্লিকা মালতী ভরা পরিমলে !
ফুল-হারে আজি সাজাও যুগলে
শাওন গীতি গাও সবে মিলে !
সজল সমীর ভ'রে আছে আজ
কেতকী চম্পক মদির গন্ধে,
হাসিয়া নাচিয়া দাও করতালি
প্রাবৃট বিরহ গীতিকা ছন্দে !
শ্রাবণ গগন তিমির শয়ন,
অশ্রু নয়নে পেতেছে !
মত্ত দাদুরী, ঝিল্লি মুখর,
কি গূঢ় বেদনা রটিছে !
আজ অন্তরে বাহিরে বিরহ ব্যথা
করে বাঞ্ছিত মিলন কামনা !
তাই মিলায়েছি মোরা প্রকৃতি পুরুষে,
দাও দাও সখি দোল্‌না !—দোল্‌না !

হুকুমি-দাওয়াই

প্রস্তাবনা

আজ কার কি রোগ খুলে বল, মিছে ভুগে মরোনা—
ঝেড়ে দেবো "হুকুমি দাওয়াই" থাক্‌বেনা আর ভাবনা !
নয় এলোপ্যাথি প্রেস্‌কৃপ্‌শন্—কথায় কথায় ইন্‌জেক্‌সন্,
হোমোপ্যাথির নয় এ কাম—হয়েছে যার একপয়সা ড্রাম !
নয় কবিরেজী ইউনানী—খরচায় যার মরে প্রাণী—
হুকুম মাফিক করবে এ কাজ জেনে রেখো ভাই,
সব্‌ছে বাঢ়িয়া এই—মোদের "হুকুমি দাওয়াই" !

(গান)

কালী গো করুণাময়ী—মা আমার,
কোথা রইলে গো—দেখা দাও মা একটিবার।
আমি এত কাঁদি সাধি,
শুনেও মা শোন না কি ?
এতই পাষাণী তুই—

(উগ্রকণ্ঠের গান)

ওদের তা নাদের তা বিয়ানা দের
দের দের দের দের দের দের দের
ধর ধর ধর ধর ধর ধর ধর ধর
সা সা সা সা মা মা মা মা—মামা গাধা
গাধা মামা গাধা মামা
ধা ধা ধা ধা ধা ধা [illegible] পাধা পাধা
সারেগা পারেগা ধারেগা মারেগা
গাধা—গাধা—গাধা।

(গান)

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে,
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে,
প্রেতভাগ সানুরাগ লম্ফ ঝম্ফ ঝাপিছে,
মার মার কাট কাট হান হান হাকিছে—
চড় কীল লাথি ঘুষি অবিরাম চলিছে।

(গান)

আমি তোমার খোঁজে আকুল হ'য়ে
ছুটে বেড়াই পাগল পারা !
তুমি দেখা দিয়ে দাওনা দেখা,
লুকোচুরি খেল এম্‌নি ধারা !
চাওয়ার মত চাইলে পরে,
তোমায় আমি পাবই জানি ;
বুঝি সেই অপেক্ষায় আছ দূরে,
সময় হ'লে আস্‌বে আপ নি !

(গান)

আয়রে আমার চাঁদের কিরণ !
আয়রে আমার ঊষার হাসি !
আয়রে আমার মলয় বায়,
মেখে ফুলের সুধা রাশি !
প্রাণের কুঞ্জে পারিজাত
ফোট্‌রে আজ থরে থরে,
আজ্‌কে আমার মধুর মিলন,
পেয়েছি আজ চাইগো যারে

পাগল



(অলকা ও বিধানের ডুয়েট গান)

অলকা আমি আকাশ পথের পরী।
আমার তো নেই অরি,
পাখা মেলে যাচ্ছি চ'লে.
যাচ্ছি উড়ি উড়ি ॥

বিধান। এই ফেল্লুম পাখা কেটে, (কাঁচি দিয়ে কাটার ভঙ্গি)
এখন চল হেঁটে, (হাঁটিয়া দেখাইল)
নইলে চড় পিঠে
ললনা ! (ভঙ্গী)
অথবা হামাগুড়ি, (অনুরূপ ভঙ্গী)
কিম্বা থুড় খুড়ি, (অনুরূপ ভঙ্গী)
দিয়ে গড়া গড়ি
চলনা। (অনুরূপ ভঙ্গী)

(অলকার গান)

যব্ দরদ্ না হো দিল্‌মে।
ক্যাইষ্‌ক্ মজা দেবে ;
কহনে কো ভ্যালা কোই
দিওয়ানা হুয়া তো ক্যা ॥

(অলকার গান)

অনেকেই মুখে পাগল
প্রাণে পাগল ক'জন হয় !
শুধু কথায় কিবা আসে যায়,
প্রাণ যদি না সাথে রয় !

(ডুয়েট গান)

অলকা। এবার চোখ চেলে করব বশ।
বিধান। আমিও তো তাই চাই, নেই আপশোষ ॥
অলকা। পাগল বশকরা জেনো চোখ্‌টি আমার।
বিধান। একেবারে পাগল করা ভুল নেই তার ॥
অলকা। এইবার দিলুম সুরু করে।
বিধান। আমিও আছি হাঁ ক'রে ॥
অলকা। মুখের কাছে তোমার আমি টোপ্‌টি এনে ফেল্‌বো
বিধান। আমিও জেনো অম্‌নি তখন টপ্ ক'রে গিল্‌বো ॥

(ডুয়েট গান)

অলকা। কে জানে কোথায় বাঁধিতে কাহারে মধুর প্রেম বাঁধনে।

বিধান। আছে প্রেমভরা দুটি কালো চোখ, সুধা হাসি-রেখা অধর কোণে ॥

অলকা। প্রেম বাহু পাশে টেনে নিয়ে বুকে, জড়ায় চরণে অশ্রু নিগড়।

বিধান। পলকের মাঝে চিরদিন্ তরে সব নিয়ে যায় প্রাণ মনচোর ॥

অলকা। মনে হয় যেন জনমে জনমে আমি যে ছিলাম তার।

বিধান। এ জনমে তাই এসেছি মিলিতে জীবনে মরণে আর একবার ॥

অলকা। শুধু চোখে চোখে, শুধু বুকে বুকে নিশিদিন সদা প্রাণে চায়।

বিধান। এমনি উতলা আপন-হারা প্রেম পিয়াসা পাগল হয়।

অলকা। সে কি মদিরতা, সে কি মধুরতা, প্রাণ মোহন প্রেম মিলনে।

বিধান। সে যে অতলন—পেয়েছে যে জন— শুধু সেই জানে শুধু সেই জানে ॥

খেয়াল



(অতুলের গান)

আমি কারে যেন চাই
পাইনা যে !
মানসী প্রতিমা শুধুই রচিনু,
ধরা নাহি দিল সে !
কাহার অভাব জাগে
হৃদয়ে,
বিফল জীবন কাহার
লাগিয়ে !
পাগল মন খোঁজে
চারিদিকে,
হতাশে নিরাশে কহে—
এ নহে, এ নহে !



(অতুলের গান)

সহরে এলে কার তরে,
সেটা জান্‌তে ইচ্ছা করে

*　　*　　*

(বনমালীর গান)

আমি ভালবেসে তাকে
ভালবাসাব।
আমি নিজে কেঁদে কেঁদে
তাকে কাঁদাব।

*　　*　　*

(কমিক গান)

আহা, কার তরে নারাণপুরে
প'ড়ে আছ এমনি ক'রে—
সেকি একটা গুব্‌রে পোকা—
নাকি একটা ঘুর্‌ ঘুরে !

———

(গান)

তুমি কোন্ দেশের বনানী গো,
শ্যামল ছবিখানি !
তোমার বনে আমার ফুল কি
ফোটে বল শুনি !
মলয় বায় দোলায় তায়,
ভোম্‌রা এসে চুমো খায় !
পাখীরা গায় মধুর তানে,
কতই কি জানি !
আলো পাশে ছায়া ব'সে,
করে মধুর কাণাকাণি !

(অতুলের গান

ওগো, বিয়ের ফুল ফুট্‌ল কি তোর ?
আই বুড়ো নাম ঘুচ্‌লো কি তোর ?

(কিঙ্কিনীর গান)

আমি তরুলতার শ্যামল কোলে
আপন হারা হই !
দেখ্‌লে পরে ফুলের হাসি,
আমাতে আর আমি নই !

প্রকৃতির আপন গড়া,
কত বর্ণ, গন্ধে ভরা,
স্বরগের শোভা রাশি—
মরতে আর এমন কই !

(ডুয়েট গান)

পুরুষ। পাষাণের কোলে ঘুমায় নির্ঝর
স্বপনে দেখে সে কাহার মুখ !
স্ত্রী। কার প্রেমে বল খোলে তার আঁখি,
ফুলে উঠে তার উন্মেষ বুক ?
পু। পাষাণ কারা ভাঙ্গিয়া বলে !
স্ত্রী। উপল-নিগড় খুলিয়া ছলে !
পু। ছোটে প্রিয় সনে মিলিতে,
স্ত্রী। হয়না তাহাকে পথ দেখাতে !
পু। আপনার পথ আপনার বলে
নেয় সে যতনে রচিয়ে !
স্ত্রী। জগতে এমন নাইকো বাঁধন,
রাখিবে তাহায় বাঁধিয়ে !
পু। বাঞ্ছিত বুকে সে মিলাইবে বুক !
স্ত্রী। আপনা হারাবে এই তার সুখ !

উপদেষ্টা



(জীবনের গান)

আমার প্রাণ চায় যাই ছুটে
সেই পাড়া গাঁয়ের খোলা মাঠে ;
সেই নদীকূলের বিজন বাটে
হেসে খেলে বেড়াই ছুটে !
যেথায় মুক্ত আকাশ তলে
দিক অন্তে দৃষ্টি চলে ;
হরিৎ বরণ শস্য ক্ষেত্র,
দেখ্‌লে পরে জুড়ায় নেত্র !
ছবির মত কুটীর গুলি
জেগে থাকে মাথা তুলি,
পাখীরা গায় মধুর তানে,
বনে কত ফুল ফোটে !

(ডুয়েট গান)

ললিত। চির বিরহ নিশার আঁধারে :
কে গো তুমি মম মিলন ঊষা !
নলিনী। আজ তব প্রেমে খুলে গেছে মোর
বুক ভরা প্রীতি ভালবাসা !
ললিত। জীবনে প্রথম প্রেম মিলন
সে সুখের কোথা তুলনা !
নলিনী। আজ কুসুম কোমল সলাজ হৃদয়ে
মুকুলিত কত বাসনা !
ললিত। আজি সব ভুলে লব বুকে তু'লে
দু'হু দোঁহে ভাল বেসে !
নলিনী। রাখিব বাঁধিয়ে জীবনে মরণে
প্রেম বাহু ঘেরা পাশে !

লুকোচুরি

(সকলের গান)

আজ খেল্‌বো মোরা লুকোচুরি,
লুকিয়ে ঝোপে ঝাপে থাক্‌বো পেতে আড়ি ;
ছুটে আস্‌বো ফাঁক পেলে,
দেখ্‌বো যদি কোন ছলে
পাশ কেটে—না ধরা দিয়ে
রাজাটিকে ছুঁতে পারি !

(সকলের গান)

খেলা—খেলা—খেলা!—
খেলায় ক'রনা হেলা—
জীবনের খেলা খেলিয়া
চলেছি সবাই ছুটিয়া ;
ফুরাবে যেদিন,
রহিব সেদিন
পড়িয়ে মাটির ঢেলা !
খেলা—খেলা—খেলা !

(গান)

আমি গাছের তলে ছায়ার কোলে
এলিয়ে দেবো নিজেকে !
ফুর্ ফুর্ ফুর্ মধুর হাওয়া
চুমো খাবে মুখে চোখে !
ফুলের হাসি দেখ্‌বো বসি,
তরুলতার শ্যামল ছবি—
পাখীর তানে মিলিয়ে তান
গাইব কত মনের সুখে !

(পুঁটুর গান)

আমি সারাদিন গোঠে মাঠে
ঘু'রে বেড়াই খেটে খেটে ;
শ্রান্ত হ'লে গাছের তলে
ব'সে জিরাই ছায়ার কোলে ;
হাওয়া এসে মুখে চোখে
মধুর পরশ বুলায় সুখে ;
পাখীরা গায় আপন মনে,
(আমি) কতই স্বপন দেখি জেগে !

(গান)

আমার নেই যে কিছু
সেই তো আমার সুখ !
যার যত আছে বেশী,
তার তত চিন্তা অসুখ !
যার নেই—তার ভাবনা কোথা—
মাথা থাকলেই মাথা ব্যথা !
(আমার) খোলা আকাশ খোলা বাতাস-
পাখীর গান ফুলের বাস—
খাটিয়ে শরীর দিনমান,
মোটা ভাত কাপড় দুখান—
এতেই আমার সুখী প্রাণ,
জানি এ মোর প্রভুর দান !

(গান)

কেন এমন করেন বিধি—
কেউ থাকে চির সুখে,
কারো দুঃখ নিরবধি !
একই রক্ত-মাংসে গড়া,
প্রাণে মনে সমান মোরা—
তবে কেন নাহি জানি
আমি এমন, অন্যে রাণী !

(পরীদের গান)

ভূতলে স্বরগ হউক সৃজন,
প্রেমে ভ'রে যাক মানব প্রাণ !
ঘৃণা দ্বেষ সব যাক দূরে চলি,
নিঠুরতা ওগো যাক্ সবে ভুলি,
হৃদয়ের যত আত্ম পর জ্ঞান
প্রেমে ঘুচে যাক সেই ব্যবধান !
একের দুঃখেতে যেন গ'লে যায়
অপরের প্রাণ সম বেদনায়—
সকলের ভাল সকলে খোঁজে
এক হ'য়ে যায় মনে প্রাণে সবে !

(ছেলে মেয়েদের গান)

আজ হেসে গেয়ে সবাই মিলে
কর্‌বো মোরা ছুটোছুটি ;
বন ফুলের মালা গেঁথে
পরবো গলায় পরিপাটি ;
খেলবো মোরা কত খেলা,
দোলায় চ'ড়ে খাব দোলা—
বন ফল পেড়ে এনে
দেবো ইচ্ছা যাকে যেটি ।

(বালক বালিকাদের গান)

আজ ফুলের সনে সবাই মোরা
ফুল হ'য়ে যাব,
লতা পাতার বুকের মাঝে
হাসি মুখে চেয়ে রব ;
তোমার রূপে গন্ধে যে ফুল,
প্রাণটা আমার করে আকুল,
সব ভু'লে যাই তোমায় দেখে,
মর্ত্ত্য মাঝে স্বরগ জাগে !
তোমার প্রেমে আপন-হারা
চির দিনই রব।

(সকলের গান)

গাও আজি সবে তাঁহারি গান,
বিশ্ব যাঁহার প্রেমের দান ;
যাঁহার প্রেমে সূরজ চন্দ্রিমা
হাসে নীলাকাশে বিকাশে মহিমা,
বারিধি গরজে, শৈল বিরাজে,
কলস্বরা ছোটে কাহার খোঁজে !
হাসে তরুলতা ফল ফুলে সাজি,
প্রেমে গায় পাখী, নাচে প্রজাপতি ;
যাঁর প্রেমে বিশ্ব পেয়েছে প্রাণ,
গাও আজি সবে তাঁহারি গান !

আমিনার প্রণয়ী।

(আমিনার গান)

মাগ্ ভাতারে মজা ক'রে
যাচ্ছে কেমন বেড়াতে।
আমারও যে বুক্‌টা ফাটে,
সাধ হয় এম্‌নি যেতে!
দেখি সেদিন কবে আসে,
পিয়ার সঙ্গে হেসে হেসে
অ[illegible]র গোলাপ মেখে সুখে
ফুরফুরে হাওয়াতে ॥
[illegible] হাওয়াতে ॥

(ডুয়েট গান)

কুতুব। আহা মরি মরি—
দিন্‌কে দিন রূপের যে তোর
খোল্‌তাই হচ্ছে ভারি!

আমিনা। তোর বাতাস লাগ্‌লে পরে—
রূপের জোয়ার উছ্‌লে পড়ে,
এম্‌নি মজা তারি!

কুতুব। (তখন) প্রেম দরিয়ায় বান ডাকে
(আমি) হাবু ডুবু সেই পাকে
বুঝি প্রাণে মরি !

আমিনা। (নে, নে,) মন রাখা সব কথা তোর
বলিস্‌নে আর কাণে মোর
রাগ হয় যে ভারি—

কুতুব। তুই রাগ হ'য়েও বলিস্ যা
মিষ্টি কত শুন্‌তে তা
বল্‌তে আমি নারি :

আমিনা কথায় আর তোর সঙ্গে
পারবে কেবা—অত ঢঙ্গে
গেছি আমি হারি !

(ডুয়েট গান)

কুতুব। আমি নই যে'টি সে'টি
একদম খাঁটি পরিপাটি—

আমিনা আমিও নই তেম্নি বাঁদী
যাচাই করা খাঁটি চাঁদি—

কুতুব। ক'ষে নাও কষ্টি পাথর,
বুঝ্‌বে তখন আমার দর—

আমিনা। বাজিয়ে নাও—আমায় তবে,
ষোল আনা পূরো পাবে—
ভেজাল কিছু নেই আমাতে,
খুঁজে দেখ—সত্যি মিথ্যে—
আমিনা। সময়েতে জান্‌ব সেটি,
কোন্‌টি খাঁটি কোন্‌টি গিল্টী!

(কুতুবের গান)

ওলো বাগদীর মেয়ে, দেখ্‌না চেয়ে—
দাঁড়িয়ে তোর শাহান সা।
প্রেমের জোরে গুমর ক'রে
দিচ্ছে কেমন গোঁফে তা!
এমন নাগর পেলে পরে,
কোন্ বাঁদীর না মনে ধরে!
মান করিস্ নি চাঁদ বদনি
একটু ফিরে চা'—ওলো একটু ফিরে চা'

(ডুয়েট গান)

কুতুব। আজ পেয়েছি তোমায় ক্ষণিকের তরে
মিটাব পিয়াসা তোমা বুকে ধ'রে।
আমিনা। আমি নিগূঢ় বেদনা মরমে লইয়ে
আছি যে মিলন পথ চাহিয়ে।
কুতুব। তব প্রেম সরল কাতর চাহনি
করেছে পাগল—চুমি মুখখানি !
আমিনা। তোমার পরশ প্রেম মদিরাতে
ছোটে যে শোণিত প্রতি ধমনীতে !
কুতুব। ভু'লে যাও আজি শঙ্কা দুঃখ রাশি,
এস প্রাণ ভ'রে নাচি গাই হাসি।
আমিনা। হৃদয়ে পেয়েছি আজিকে তোমারে,
আর কি ভাবনা রব জড়ায়ে তোমারে !

(ডুয়েট গান)

কুতুব। আর কেন সখি, ছল ছল আঁখি,
মিলন হবে যে তোমায় আমায়।
আমিনা। এতদিন পরে এ প্রাণের সাধ—
মিটিল আজিকে—ঘুচিল দায়—

কুতুব। হাস হাস সখি—খু'লে দাও প্রাণ—
দূর কর যত শঙ্কা বিষাদ।
আমিনা। পেয়েছি তোমায় আর কি ভাবনা,
হৃদয়ে রাখিব হৃদয় চাঁদ !
কুতুব। এস এস বুকে—পিয়ারী আমার—
জান কি পিয়াসা প্রাণেতে হায়—
আমিনা। চির জীবনের প্রেমাধিনী তব
সফল জীবন পেয়ে তোমায় !

ফাগুয়া



(গান)

আজি নন্দন হ'তে, আনন্দ মূরতি, এস মধুময় ঋতুরাজ !
(হের) শ্যাম তরুলতা, কুসুম-আনতা, প্রকৃতি পরেছে বাসন্তী সাজ !
মলয়ানিল, চুমি চূত মুকুল, গন্ধ মদ হারা !
বোলে কোয়েলা পঞ্চমে, গুঞ্জে মধুর ভ্রমরা !
পীতবসনে মন্দার মঞ্জরী !
কুসুম-আয়ুধে কি শোভা মরি !
আকর্ণ নয়নে অপাঙ্গ চাহনি !
মরি কি অধরে চোরা হাসি খানি !
চন্দ্র তারাময়ী মধু নিশীথিনী জোছনা প্লাবিতা নভো নীলিমা !
মাখ আবির কুঙ্কুম হিন্দোল উৎসবে, আজিকে বাসন্তী পূর্ণিমা !

(গান)

আজ ফাগুয়া দিনে—কোয়েলা গানে
ব্যাকুল প্রাণ রহিতে নারি।
চল কান্‌হাইয়া সনে খেলিব হোরি !
মলয় বায়ে ফুল কলি,
সোহাগে দেয় হৃদয় খুলি !

আমের 'বোলের' মধুর গন্ধ
ছেয়ে আছে দিগ্‌দিগন্ত !
কুসুম-ভূষণে, আবির কুঙ্কুমে
সাজা'ব সখারে লালে লাল করি' !
চল কান্‌হাইয়া সনে খেলিব হোরি !

(সখিগণের গান)

"ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে !
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ-কুটিরে !
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে,
নৃত্যতি যুবতি জনেন সমং সখি বিরহি জনস্য দুরন্তে !
উন্মদ মদন মনোরথ পথিক বধূজন জনিত বিলাপে !
অলিকুল সঙ্কুল কুসুম সমূহ নিরাকুল বকুল কলাপে !
মৃগমদ সৌরভ রভস বশংবদ নবদল মাল তমালে !
যুবজন হৃদয় বিদারণ মনসিজ নখরুচি কিংশুক জালে !"

(গান)

"জনম অবধি হাম ওরূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল!
বচন অমিয়া রস অনুখন শুনলু
শ্রুতি পথে পরশ না ভেল!
লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয়ে রাখনু
হৃদয় না জুড়ন গেল!
কত মধু যামিনী রভসে গোয়ায়নু
না জানু কৈসন গেল!"

(শ্রীকৃষ্ণের গান)

কার' মুখখানি হৃদে জাগে সদা!
মধুর হাসিটি ঢালে প্রাণে সুধা!
আমি কা'র প্রেমে আছি চির-বাঁধা!
সে যে আমার রাধা! রাধা! রাধা!
মিলন আশে কা'র তরে সদা,
আকুলিত মন বুকভরা ব্যথা!
কার প্রেমে বাঁশী কেঁদে বাজে সদা!
সে যে আমার রাধা! রাধা! রাধা?

(গান)

তোমারি গরবে গরবিণী আমি!
তোমারি রূপেতে রূপসী রাই!
তোমারি মানেতে মানময়ী রাধা!
আমার অপনা বলিতে কিছু যে নাই!
তোমাতে স"পিয়ে, তোমাতে মিলিয়ে
আমি হয়েছি বঁধুয়া আপনা-হারা!
তুমি-ময় আমি—হে জীবন-স্বামী!
কোথা রাধা আর তোমাকে ছাড়া!

(সখিগণের গান)

চল গুইয়া আজ খেলিব হোরি কান্‌হাইয়া সনে!
লালে লাল করিব আজি মাখাব আবির কুঙ্কুমে!
কালো বরণ হইবে লাল—লাল হইবে যমুনা জল!
নীপ-নিকুঞ্জ হইবে লাল—লাল হইবে তমাল তল
লাল রঙ্গেতে পিচ্‌কারী ভরি,
পীত বসন দিব রাঙ্গা করি!
গাইব নাচিব হাসিব খেলিব ফাগুয়াকি দিনে!
চল গুইয়া, আজ খেলিব হোরি কান্‌হাইয়া সনে!

(সখিগণের গান)

কাঁহা মাধব ! কাঁহা মাধব !
ঢুঁড় সব মিলে বন উপবন সব।
কাঁহা যশোদা-নন্দ-দুলাল ?
কাঁহা মেরি মাখন লাল ?
যমুনা তট—বংশী বট,
হের সজনি নীরব সব !
আর না সহব, আব তনু ডারব !
যমুনা-সলিলে সই প্রাণ ত্যজব।

(গান)

কালা কাঁদালে আমায় !
আমি কার বাঁশী-স্বরে, এ যমুনা তীরে
ছুটিয়া এসেছি পাগলিনী প্রায় !
ম্লান রবি ছবি আঁধারে মিলায়,
বিফলে যমুনা কেঁদে গেয়ে যায় !
অধীর পরাণে—আশা পথ-পানে
চেয়ে রব কত বলনা হায় !

(সখিগণের গান)

ভেবোনা ভেবোনা শ্যাম-সোহাগিনী,
এখনি আসিবে শঠ-শিরোমণি !
বনমালা গলে, শিখি পাখা চূড়া,
সেধে মনচোর দিবে এসে ধরা !
ভুলনা সজনি কথায় তাহার,
সে যে ননীচোরা শ্যাম নটবর !
না দেয় যাবৎ লিখে দাসখৎ,
পায়ে ধরে' তব শুনলো মানিনী !

(সখিগণের গান)

দেখি আজ সখি পারি কি হারি !
সখিতে সখিতে মিলি খেলিব হোরি !
সখি হবে আমার শ্যাম, আমি সখির রাধা !
যুগলে যুগল দিব মালা, বনফুলে গাঁথা !
পরি পীতবাস, শিখি-চূড়া শিরে,
দাঁড়া দেখি সখি বাঁশরী অধরে !
ত্রিভঙ্গিম হ'য়ে, বঙ্কিম নয়নে,
হাস চোরা-হাসি, হের মোর পানে !

রাধা-রাধা-ব'লে বাজিবে বেণু,
চাবনা নিপট কপট কানু :
আবিরে কুঙ্কুমে খেলিব হোরি
দেখি আজ সখি পারি কি হারি !

(সখিগণের গান)

আবিরে কুঙ্কুমে খেল হোরি !
রাঙ্গে রাঙ্গিলি মার পিচ্‌কারী !
মাখাব লাল তমাল শাখে !
ফুটিবে ফুল লালে লাল ফাগে !
লাল তরুদল, লাল শাখে পাখী !
গুঞ্জে ভ্রমরা লাল পরাগ মাখি !
নীপ-নিকুঞ্জ লালে লাল ফাগে !
লাল যমুনা উছলে সোহাগে !
আজ ফাগুয়া দিনে খেলহ হোরি !
রাঙ্গে রাঙ্গিলি মার পিচ্‌কারী !

(সখিগণের গান)

প্রাণে প্রাণে থাক্‌বে প্রেম,
ছোওয়া ছুয়ি নাহি হবে !
মনের কথা প্রাণের ব্যথা
চোখ জানাবে নীরবে !
অধর কোণে মুচ্‌কি হাসি,
নয়ন ভরা আবেগ রাশি—
বলে' যাবে নীরব ভাষায়
তোমায় কত ভালবাসি !
কামনার আঁচ গায়ে লাগ্‌লে
পীরিত যাবে পালিয়ে চ'লে !
বিনে সুতোর প্রেম হারে
রাখ বেঁধে বুকে তু'লে !

(সখিগণের গান)

কি কর কি কর নিলাজ কানাই !
জাননা আমরা পর নারী !
চুপি চুপি এসে, টিপি টিপি হেসে,
চুরি ক'রে কেন দাও পিচকারী ?
ধেনু ল'য়ে ফের রাখাল সনে,
রমণীর মান বুঝিবে কেমনে !

যদি তুষার মণ্ডিত হিম গিরি'পরে,
পূজ ক্ষেমঙ্করী যুগ যুগ ধ'রে,
মানস-সায়রে মানস করহ,
তপ সাধনায় অষ্টসিদ্ধি লাভ !
তবু হবে না হবে না শকতি কানাই
লভিতে মোদের মানময়ী রাই।

(গান)

কেন পূর্ণিমা আঁধার কর লুকা'য়ে বদন-শশী !
নয়ন-চকোর অতীব তৃষিত পিতে ঐ সুধা রাশি !
অনুগত জনে কাঁদা'য়ে কি ফল ?
আমি তো তোমারি, তোল মুখ তোল !
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে,
আমি জানিনা কখন রাধা বিনে !
রাধা মম মতি, রাধা মম গতি,
রাধা-ময় আমি শুনলো প্রিয়ে !
পায়ে ধরি মোরে ক্ষম এই বার ;
বাঁচাও মানিনী মান ভিক্ষা দিয়ে !

(রাধিকার গান)

কেন পদে কর অপরাধিনী ?
মান রাখ তাই রাধা মানিনী !
রাজ-রাজেশ্বরী শ্যাম-সোহাগিনী !
তা না হ'লে রাধা চির কাঙালিনী !
ওহে পীতবাস, করোনা চাতুরী ;
আমি সকলি সঁপেছি ও চরণে হরি !
তোমা বিনে আর কে আছে আমার,
স্থান দিও মোরে চরণে তোমার !
তুমি প্রেম-ময় আমি প্রেম-ভিখারিণী !
শ্যাম-ময় রাধা তব চির প্রেমাধিনী !

(সখিগণের গান)

"আজু দেখ হোরি খেলত শ্যামলাল !
ফাগুয়া ভরি পিচকারী লে,
গোপী সনে সদা রঙ্গে খেলত গোপাল !
সবি লালে কি লাল !
যমুনা জল থল নীপ-নিকুঞ্জে,
কুঙ্কুম ডারত হি পুঞ্জে পুঞ্জে !
ব্রজবিহারী—খেলে ভাল !
মরি মাধুরী আঁকিয়ে আবিরে গোলাল !"

(রাখালগণের গান)

মধুর নিধুবন ! মুগধ মুরারি !
মুগধ গোপবধূ ! খেলত হোরি !
উড়ত ফাগ, কুঙ্কুম রাগ !
পুলক পূরিত গগন ভাগ !
চন্দন চুয়া, মৃগমদ বাস,
চর্চ্চিত অঙ্গ, মোহন বেশ !
মঞ্জীর ঘন,—বাঁশরী ধুন,
বাজে হিন্দোল রাগ মোহন !
ভ্রুকুটি কুটিল অপাঙ্গ চাহনি,
মধুর হাসি—বিজলী হানি !
খেলে ব্রজবালা, প্রেম উতলা !
লালে লাল সব আজু দোল লীলা !!

(রাধিকার গান)

শুন, শুন হে পরাণ বঁধু—
পেয়েছি যখন হৃদয়ে তোমাকে
চোখে চোখে সদা রাখিব শুধু !
তিলেকের তরে তোমা ছাড়া হ'য়ে,
আমি আর ত যাব না ঘর ;
(আমায়) শ্যাম সোহাগিনী সকলে জেনেছে,
আর কি তাহাতে ডর !

প্রেম সাধনায় বর রূপে তুমি,
দিও ধরা মোরে হে নিখিল স্বামী !
অকুলে ভেসেছি কুলে কিবা কাজ !
প্রেম অনলে আহুতি দিয়েছি
লোক অপবাদ লাজ—
শুধু স্থান দিও ও চরণে বঁধু !
শুধু এ মিনতি—এ মিনতি শুধু !

(সাখিগণের গান)

হেরলো মধুর যুগল মিলন !
রাধা সনে দোলে রাধিকারঞ্জন !
প্রেম বাহু ঘেরা যুগল মাধুরী !
লালে লাল আজি কিশোর কিশোরী !
মরি কি চাহনি বঙ্কিম নয়নে !
সুধা রাশি ক্ষরে চন্দ্র-বদনে !
প্রেমে ঢল ঢল মাধব মাধবী !
আঁক হৃদে সখি অতুলন ছবি !
সফল জনম, সফল জীবন !
হেরি দোল-লীলা পূর্ণিমা-মিলন !!
জয় লীলা বৃন্দাবন—প্রাণ-উন্মাদন !
জয় ব্রজ বালা প্রেম পরাণ !

(আজি) আবিরে কুঙ্কুমে—ফাগে গোলাবে
সাজহ লালে লাল মিলিয়ে সবে !
প্রেম লীলা দিনে, প্রেম উন্মাদনে,
হোরি খেলহ আজি শুভদিনে !
হের মধুর মিলন ! হের গোপিনী-মোহন !
হের যুগল রতন !
আজি দোলে—দোলে—দোলে !—

স্বাধীন জেনানা

প্রস্তাবনা

পুরুষের জারি জুরি চল্‌বে না আর চল্‌বে না,
আমরা সবে নব যুগের স্বাধীন জেনানা।
লেখা পড়া নৃত্য গীত কতই মোরা কর্‌ব,
হব ডাক্তার, উকিল, হাকিম, ফৌজ, কিছু নাহি ছাড়্‌ব।

এবার পাবলিকে নানা সাজে ষ্টেজে মোরা বেরুব
নৃত্য, গানে, অভিনয়ে কতই চাঁদা তুল্‌ব।
"ফ্রি লাভের" এইজ্ এটা, ব'লো না কেউ কোনো কথা,
বাধা পাবে জেনো তাতে প্রগ্রেস্ আর স্বাধীনতা।
এবার বাধ্য কর্‌ব ভেড়া এই পুরুষগুলিকে,
হুকুম মত ছেলে মেয়ে ধর্‌বে তারা পেটে।
তাহ'লেই ল্যাঠা চু ক, থাকে না আর ভাবনা,
থ্রি চিয়ার্স, হুর্‌রে—আমরা স্বাধীন জেনানা।

(গান)

কাননে যে ফুল ফুটে সে কি জানে মনে
মধু আশে অলি চেয়ে তার মুখ পানে!
কতনা প্রেম মিনতি কাণে,
আদর সোহাগ ছল চুম্বনে,
কলিকা ফুটে ভালোবাসা পেয়ে
না কি প্রণয়ীকে ভালোবাসিতে?
কে জানে বল সে গোপন কথা
জনম আগে কি প্রেম আগে!
এমন গোপন মনের মিলন
ভুবন ভরিয়ে কে দিল প্রাণে!
সে যে মোরে চায় আমি তাহা জানি!
আমি তারে চাই সে তা জানে!

(গান)

আমার সাধ হয় গান গেয়ে মনের কথা জানিয়ে দি।
অমন ক'রে মুখে মুখে, বলা যায় সে কথা কি?
বুঝতে নারি ভালোবাসার এ কেমন লুকোচুরি,
দূরে থাকতে চেয়ে থাকি, কাছে এলেই চোখ বুজি!

বিবাহিত জীবন



প্রস্তাবনা

বইতে পারেন, সইতে পারেন, ঢাকতে পারেন যারা,
জেনে রাখ, বিশেষ রূপে বিয়ের যোগ্য তাঁরা—শুধু তাঁরা!
একে যখন গরম হবেন, ঠাণ্ডা থাক্‌বেন অপরে!
একে যখন চোখ্ রাঙ্গাবেন, হাস্‌বে অন্যে জোর ক'রে!
নীরবে মান-অপমান, সুখ-দুঃখ যাবে হজম ক'রে;
ফেনিয়ে যেন ছোট কথা তুলবেন নাকো বড় ক'রে।
ক্ষমা ক'রে, স'য়ে নিয়ে, করবেন সংশোধন যারা
খুসী হবেন তারাই জেনো—কাট্‌বে বিয়ের ফাঁড়া!



(গান)

ওগো, কে জানে নারীর
 হৃদয়ের কথা,
সে যে কি চায় কি তাহার বল
 মরমের ব্যথা !
কি তাহার আশা কোথা ভালবাসা
 কার তরে তার প্রাণের পিয়াসা—
আপনা হারাতে চায় সে কোথায়—
কোথা তার প্রেম অভিনয় প্রায়
বিষাদ সন্দেহ, ঈর্ষ্যা ছলনা
কেন জাগে প্রাণে—কে জানে তাহা ॥

(ডুয়েট গান)

সমর। গরবিণী ঠমক মণি—
 রসের যেন ঝর্ণাখানি !
 ঝাল টকের মিঠে চাট্‌নি—
 চাওনা ফিরে চাওনা ধনি—
 জ্বালিওনা আর এমনি !

মঞ্জু। আমি পর্‌বো ঐ হল্‌দে শাড়ী—
দেখ্‌লে তুমি যা চট ভারি—
কাণে দেবো মতির দুল্‌—
যাহা তোমার চক্ষু শূল—
জেনো তাতে হবেনা ভুল।

সমর। তা যত ইচ্ছে সাজনা সং—
দেখাও না তোমার রং ঢং—
জানি এসব রোগ ভারি—
পয়জার মারলেই যায় সারি!
(ঢের হয়েছে) চেপে যাও বাড়াবাড়ি!

মঞ্জু। মরি মরি কি কথার ছিরি—
শুন্‌লে চটে মেজাজ ভারি—
সায় দেওনা কথায় তুমি—
তোমার সঙ্গে বনাবনি—
হবেনা মনে ঠিক জানি!

(দীপ্তির গান)

ভালবাসা হ'তে জনমে কেন
ঈর্ষ্যার তম বুঝিনা !
প্রদীপ অনলে কোথা হ'তে আসে
কালো কাজল কালিমা ;
বল কি অভাব মোর প্রেমে আছে
যাহার কারণে অপর সে খোঁজে
প্রেম যৌবন সৌন্দর্য্য সম্পদ
সকলি দিয়েছি—যাহা মোর ছিল !
তা নিয়ে তৃপ্ত নয়কো যে জন,
হীন লালসায় পূর্ণ তার মন।
সে আর যাহা পাক—জীবনে পাবেনা
প্রেম—পা'য়ে যাহা ঠেলেছে সে জন—আরনা—
আরনা !

(ডুয়েট গান)

মঞ্জু। হ্যাগা, এমন ধারা কর কেন কথা বল্লে পরে,
দাঁত মুখ খিচিয়ে উঠ—মারবে নাকি ধ'রে ?
সমর। কথার কাটাকাটি কর্ত্তে বিধি কল্লেন তোমা সৃষ্টি,
দিনরাত এমনি তাই কচ্ছো প্রলাপ বৃষ্টি !

মঞ্জু। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই আর তোমার সঙ্গে কথা!
না কইলুম তো ব'য়ে গেল—নেই মাথাব্যথা!
সমর। আহা! মুখটি তোমার এমন, যে চুমো খেলে তায়
"পঞ্চতিক্ত" কষায় খাওয়ার কাজ হ'য়ে যায়!
মঞ্জু। আহা! মুখের ছিরি দেখ্‌লে পরে পিত্তি যায় জ্বলে,
দেবার নামে নেই কিছু—লম্বা চওড়া কথা বলে!
সমর। তুমি যত চাও ভালবাসা তত তোমা দিতে পারি,
কিন্তু মাপ করো বিধুমুখী, চেওনাকো টাকা কড়ি!
মঞ্জু। দিয়ে কত ভরেছো, সে জানে সবাই, চুপ্‌ কর—
আবল তাবল বকোনাকো বিকারের রোগীর মত!
সমর। ভাগাভাগি ক'রে নেবো মোদের মধ্যে চুতুর্ব্বর্গ—
আমি নিব কাম অর্থ, তুমি নিও ধর্ম্ম মোক্ষ।

(ডুয়েট গান)

আমো। আহা কর কি কর কি কর কি মাণিক
এমন ধারা কর্ত্তে নেইযে—জেনো মনে ঠিক।
রাম। হাত ছাড়, চ'লে যাও যেথা তোমার ইচ্ছা,
আমার আর সয়না এসব রং ঢং এর কেচ্ছা!
আমো। এমন নাগর—রসের বাবু—
হাঁটু জলেই—হাবু ডুবু?

রাম। হাঁ,—একদম উপুচুপু
হয়েছি বিষম কাবু !
আমো। রাগ করোনা, রাগ করোনা, মুখ করোনা ভার—
রাম। কি করব ? পারি না যে সিদ্ধ হতে তোমার
রসে আর—
আমো। এবার তোমায় শুধ্‌রে নেবো—
শুধ্‌রে নেবো তোমা—
রাম। হঁা, বুঝতে পাচ্ছি !
আমার মত তোমার আর জুটে উঠেনা !
আমো। একটু খানি সমঝে চল—চল্‌বে তুমি ঠিক।
রাম। (ঢের চলেছি), আর চল্লে পা ঠিক্‌রে হব
একদম্‌ চিৎ !

(স্বামীগণের গান)

বাপ্‌রে বাপ, বিয়ে কি ঝকমারি !
ইচ্ছে হয় স্ত্রীগুলিকে পাঠাই যমের বাড়ী—
পরে গলায় দড়ি বেঁধে দুর্গা ব’লে ঝুলে পড়ি !
বাপ্‌রে বাপ্‌, বিয়ে কি ঝক্‌মারি !
প্রথম দেখ্‌লেম নূতন বৌটি—
যেম্‌নি কচি তেম্‌নি মিষ্টি—
বছর খানিক যেতে যেতে
প্রকট হলেন স্বমূর্ত্তিতে !

চল্ব তখন মুখ নাড়া
সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁটার বাড়ি—
বাপ্‌রে বাপ, বিয়ে কি ঝক্‌মারি !
দিন রাত এক মূর্ত্তি ধ্যান
ক'রে ক'রে জান হায়রাণ।
(তাতে) এক এক দেবীর এক এক মূর্ত্তি
জানিনা কার কিসে তৃপ্তি—
বলির আমরা অজ মূর্ত্তি
কাঁপ্‌ছি ভয়ে আর ভাব্‌ছি
বিসর্জ্জনের কত দেরী।
বাপরে্ বাপ্, বিয়ে কি ঝক্‌মারি !

(স্ত্রীগণের গান)

পতির সনে সতী এবার
করবে যুদ্ধ ঘোষণা ;
দেখিয়ে দেবো জগতটাকে
আমরা স্বাধীন জেনানা !
কেঁদোনা কেউ যেন আর—
হাস সবে বেদম হাসি,
পলকে প্রমাণ হবে
আমরা কেমন সাহসী !

পতি-জগত করব শাসন
আমরা স্বাধীন ললনা—
পতির সনে সতী এবার
করবে যুদ্ধ ঘোষণা।

(গান)

আপনার প্রাণে আপনি সুখী
যতদিন হ'তে নাহি পার সখি,
জেনো ততদিন তব সুখ আশা—
মরু ভূমি মাঝে মায়া মরীচিকা।
কাঁদিয়ে তো তুমি কাঁদাতে পারনা,
সাধিলে চরণে সে-ত গো গলেনা!
তবে কেন সখি পরে প্রাণ দিয়ে—
সুখ আশে থাক তার মুখ চেয়ে!

(গান)

বিরহ না থাক্‌লে কি সই
মিলনের সুখ এমন হ'তো?
এমন ক'রে দুটি প্রাণে
প্রেমের তড়িত ব'য়ে যেতো?

ভালো হ'লো সব মিলে গেল

যার যেটি সে বুকে নাও এখন
আদর ক'রে সোহাগ ভরে
এই এম্‌নি ক'রে চুমো দাও !

(মিলন গীতি)

ঘুচেছে বিরোধ বুঝেছে এবার
ভুল কোথা কার গেল সে জানা।
মিলেছে আবার হৃদয়ে হৃদয়,
বুঝেছে এ ওর প্রাণের বেদনা।
গেল তমোরাশি—হাসিছে কেমনে
প্রেম শরত সুধাংশু কিরণে।
স্নাত প্রকৃতি দেখনা দেখনা,
প্রাণ ভরিয়ে মিলন গাহনা।

পার্ব্বতীর পরিহাস

(গান)

আহা, দিদি আমার স্কুলের মেয়ে—
দেখ্‌লে যাবে চোখ জুড়ায়ে!
কুচিয়ে কাপড় ফুলিয়ে পাছা,
পায়ে নাগ্‌রী আর ফুল মোজা।
সেমিজ কামিজ ব্লাউজে
(আহা) দিদিকে কি মানিয়েছে!
টয়লেট করা মুখখানি,
বাগান টেরী দোলান বেণী—
বল্‌ছে যেন দুলে দুলে
বাঁধব কারে সোহাগ ছলে।
তোরা দেখ্‌বি যদি আয় ধেয়ে
প্যারাডাইজ স্কুলের মেয়ে।

(গান)

আহা মরি কি ফুল বাবুটি—
যেন ময়ূর ছাড়া কার্ত্তিকটি !
চুলের ছাট্ আর মোহন টেরী-
পাউডার মাখা মুখের ছিরি—
চস্‌মা নাকে রিষ্টওয়্যাচে
আহা কিবা মানিয়েছে !
কোচান ঢাকাই কাপড়,
মিহি মোলাম সিল্কের চাদর,
জামার বাহার দেখ্‌লে পরে
কার চোখে না জল ঝরে !
ব্যাটাছেলের মেয়েলি সাজে
আহা কিবা মানিয়েছে !
সবার উপর ঐ পায়ে যেটি
চক্‌চকে ঐ পামসু'টি !

(গান)

মাধব। ওগো, কেগো তুমি ডাক্‌ছ কোথা
বাঁশীর সুরে ডাক্‌ছ !

পার্ব্বতী। ওগো, কেউ ডাকেনি, কেউ ডাকেনি,
না ডাক্‌তেই আস্‌ছ !

মাধব। ওগো, তাই নাকি গো, তাই নাকি গো,
এটা কেমন হ'লো !

পার্ব্বতী। ওগো, চিরদিনই এমনি তোমার
হ'য়ে আস্‌ছে বলো !

মাধব। তোমার সঙ্গে কথায় পারা
সেটা বড় শক্ত !

পার্ব্বতী থাক্ তবে তার কাজ নেই
হ'য়ে পড় ভক্ত !

মাধব। সেটা দেখ্‌ছি হ'তেই হবে
তুমি যখন বল্‌ছ,

পার্ব্বতী। তা যে হবে আগেই জানি
(এই) যখন থেকে আস্‌ছ !

(গান)

আমি যে গান গাই সেটা নাকি তোমার গান,
এক সুরে বাঁধা নাকি তোমার আমার প্রাণ !
গানে জাগে প্রাণে তোমার মুখ,
সুরে ভ'রে আসে যে জলে চোখ।
আপন মনে সুদূর তোমা করে নাকি ধ্যান,
এযে তব স্মৃতি-পূজার প্রেমাঞ্জলি দান।

শ্রেষ্ঠের জয়

(মউলার গান)

আজ দখিনা বাতাসে পরাণ উদাসী !
কি জানি কি আশে হামি পিয়াসী !
[illegible]মরা পিয়া [illegible]ল-মধু !
আকুল কোয়েলা বোলে কুহু !
কাঁহারে পিয়ারা কাঁহা মন চোরা,
নাও চুমি বুকে হাসি হাসি !

(মউলার গান)

আমি সরমে ঢাকিয়া মরম মাঝারে
রেখেছি গোপনে ভালবাসা।
কুসুম কলিকা হৃদয়ে যেমন
লুকান প্রেম সৌরভ সুধা,
মলয়া কতনা আদরে দোলায়
অলি কত প্রেম মিনতি জানায়,
তবে সে ফুটে—লাজ ভয় টুটে
অশ্রু-নয়নে জাগে প্রেম পিয়াসা।

(ডুয়েট গান)

জপ্পু। হ্যারে—হাম্‌রা আছে ভাই ভাই !
দুইটা শরীর শুধু—জান্ এক ঠাঁই !
পেখ্‌খু। একসঙ্গে খানা, একসঙ্গে পিনা,
একসঙ্গে হামাদের ঘুর্‌না ফির্‌না।
জপ্পু। তোর চোখে জল দেখ্‌লে,
হামি কেঁদে ফেলি !
পেখ্‌খু। তোর মুখে হাসি দেখ্‌লে,
হামি হাসি খেলি !
জপ্পু। তোর সুখে তো হামার সুখ,
তোর দুঃখেতে দুঃখ !
পেখ্‌খু। দুজনারই একটা মন,
একটা প্রাণ, বুক !
জপ্পু। আয় বুকে আয়, আয়রে পেখ্‌খু,
তু ছাড়া হামি নাই,
পেখখু। ঠিক্ কথা—ঠিক্ কথা এ
হাম্‌রা যে আছি ভাই ভাই।

———

(গান)

ওগো মিনতি চরণে
এমন নিঠুর হইও না!
কত যে কোমল বালিকা হৃদয়
সে বুঝি গো তুমি জাননা জাননা।
সেথা সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা,
প্রেম প্রীতি মায়া, স্নেহ ভালবাসা ;
পরশ সহেনা এত সুকুমার—
ওগো, এমন নিঠুর হইও না আর।

(গান)

ওগো, নারী কি পারে হৃদয়ের কথা
সরম তেয়াগি বলিতে?
প্রেমিক যদি সে না পারে বুঝিতে
ভাবাকুল মুখ সলাজ আঁখিতে!
পরাণের ভাষা নীরবে বলিবে,
আঁখিতে আঁখিতে মধুর হাসিবে,
দুইটি হৃদয় এক হ'য়ে যাবে—
তবে তো সরম প্রথম পারিবে
চকিতে ঘোম্‌টা ফেলিতে!

(ডুয়েট গান)

জইলু। হামি তোকে ভালবাসি,
বরাবর বাসি !
মউলা। হামারও জেনো সেই কথা,
তোমার যেমন খুসি !
জইলু। আর কেউ এগোলনা
হামি কেন ঠকি ?
মউলা। সেই তো হ'লো ঠিক কথা,
মিছে বকাবকি !
জইলু। আয় বুকে আয় মউলা আমার,
বুক্‌টা ঠাণ্ডা করি !
মউলা। এই তো আছি তোমার হামি,
আছি খুসি ভারি !
জইলু। বিয়ে ক'রে তোকে নিয়ে,
থাক্‌ব সুখে আমি !
মউলা। মনের সুখে ঘর কন্না,
এই তো চাই আমি !

(মিলন সঙ্গীত)

আজ বড় মজা হবে ঠক্কুরের বিয়ে !
আন্‌তে হবে হরিণ আর হাঁস মারিয়ে !
জালা জালা খেনো মদ—খানা ঝুড়ি ঝুড়ি ;
নাচব আজ মনের সুখে ধিন্‌ধিন্ ধিন্‌ধিন্ করি !
মনের মত বর হয়েছে—চালা স্ফূর্ত্তি চালা,
পিয়ে নে দারু ফিন্—দে মাদলে ঘা !
ঠক্কুরের বিয়ে আজ—মউলার বিয়ে,
নাচ গানে বিয়ে মোরা তুল্‌ব জাঁকিয়ে !

আঁধারে চুম্বন

প্রস্তাবনা

আকুল হইয়া প্রেম যখন
প্রথম প্রকাশ মাগিল—
প্রেমিক প্রেমিকা অধরে সে যে
চুম্বন হইয়া ফুটিল !
সে প্রেম চুম্বন উষ্ণ মদিরাতে
ছুটিল তড়িত প্রতি ধমনীতে !
হাসিল গাইল বিশ্ব মাতিল—
প্রেম পিয়াসা আবেগে যে দিন
প্রথমে চুম্বন জনমিল ।

প্রাণের পরশ

(গান)

শুধু একখানি হৃদয় লইয়ে
আমি যে রয়েছি বিশ্ব ভুলিয়ে।
সেথা প্রাণ পাখী বাঁধিয়াছে নীড়,
জীবন তরীর মিলে গেছে তীর!
কোনোও অভাব পাইনি খুঁজিয়ে,
সকলি পেয়েছি ও প্রেম-হৃদয়ে!

(গান)

আপন হৃদয়ে মরুভূমি নিয়ে
কোথা পাবে সখা শ্যাম শীতলা
প্রেম প্রীতি ধারা?—সেত নিয়ে যাবে
মায়া মরীচিকা যথায় বিরাজে,
বোঝাবে নিয়ত—তুমি যাহা চাও
সে যে তাহা নয়!—তবে কেন ধাও

যে পথে নিবেনা যেতে চাও যথা
বৃথা এ প্রয়াস—বৃথা ব্যাকুলতা
রচ আপনার প্রাণে প্রেম বারিধি
মিলিবে আসিয়ে—তব ভোগবতী।

(গান)

এল কি জীবনে এলো কি আবার
অতীত নবীন যৌবন জোয়ার।
মরা নদী আজ কুলে কুলে ভরা,
ছোটে কোন্ আশে পাগলপারা,
একি শ্যামলতা দগধ মালঞ্চে,
ফুলে ফুলে আজ মরি কি সাজে।
গেয়ে ওঠে পিক গুঞ্জে ভ্রমরা,
মলয়া আজিকে পরিমলহারা,
মত্ত মুখরিত কুঞ্জ আমার।
এল কি জীবনে যৌবন আবার।

অব্যক্ত

প্রস্তাবনা

ব্যক্ত হয় এ দুনিয়ার বড় জোর চারি আনা,
বার আনাই চাপা থাকে, ধরা দিতে চায় না !
মনের ভিতর উঁকি দিতে পার্‌ত কেউ যদি,
দেখ্‌তে পেত রহস্যের সে অতল জলধি !
কত রকম ঢেউ উঠ্‌ছে রং বেরংএর তাতে,
বুঝ্‌বে সেটা চেয়ে দেখ্‌লে আপন্ মনেতে !
মনের পর্দ্দা মুখে টেনে মৎলব হাসিল ষোলআনা,
বহুরূপী দুনিয়ার এই খেলা চোখ্ মেলে দেখনা !

(কিরণের গান)

ফুল্ল আননে প্রীতি মিলনে,
কি আনন্দ আনে প্রাণে !
উজল বেশে—মধুর হেসে,
কি সুখ সাদর সম্ভাষণে !

দুঃখ দৈন্যে ভরা এ মর জগতে,
জীবনে কদিন এমনি আসে !
এস সবে মিলে—আজি প্রাণ খুলে,
মাতি প্রমোদে হসিত আননে।

(গান)

আমি কি আজ শোনাব গান !
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ !
জাগাব কেমনে মরম স্পন্দনে,
আবেগধারা স্বর কম্পনে !
প্রেমনন্দনে ব'য়ে নিব প্রাণ !
আমি কি আজ শোনাব গান !

(হিরণকুমার ও বীথির গান)

ওগো তুমি কত সাজে সাজ।
ভোরে প'রে সোণার চেলি
রাঙ্গা টিপে মোহন হাস ॥
মলয় মৃদু ব'য়ে যায়,
ফুলের কলি ফুটে চায়,
কত গন্ধে বর্ণে তুমি
তোমার মধুর ছবি আঁক।

আবার নানা রঙের আঁকা সাটি
সাঝের বেলায় মাথায় টেনে,
নীল আকাশে চাঁদ ফুটিয়ে,
তারার বাতি দাও গগনে।
তুমি কত সাজে সাজ ওগো, কত সাজে সাজ,
আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাস।

(গান)

ভালবাসা চাই—ভালবাসিতে চাহি
আর কোন ভাবে তোমা নাহি যাচি !
আপন প্রাণের অগাধ সাগরে,
তোমায় রাখিব মগন ক'রে !
বিলীন করিব দুঁহু দোঁহা মাঝে !
সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার মাঝে !
ভালবাসা চাই—ভালবাসিতে চাহি,
আর কোন ভাবে তোমা নাহি যাচি।

(গান)

তুমি চঞ্চলা অধীরা আবেগপ্রবণা
রূপসী যুবতী অন্তর-সম্পদ বিহীনা—
আমি তবু ভালবাসি তোমায় প্রেয়সী,
সাধে গলে পরি তব প্রেম ফাঁসী।
তুমি অবিদ্যা, ভ্রান্তি মোহ মায়া,
তবু ফিরি তব পাশে—কায়া পাছে ছায়া।
তুমি ছলনা—নিত্য নব অভিনয় প্রাণা
অজ্ঞতা মূঢ়তা—হাসি অশ্রুপ্রহরণা,
তুমি জীবন মরুতে মায়া মৃগ-তৃষ্ণিকা,
ছোটে পিপাসু মিথ্যা বারি আশে প্রাণান্তিকা।
তুমি হৃদি রক্ত পানে চির উল্লাসী পিয়াসী,
তব ভালবাসি তোমা—রমণী—প্রেয়সী!
ব্রীড়াময়ী তুমি লাজ বিবেকহীনা,
গুণ আবরণে শোভ অসার নির্গুণা!
গড়েছে সুন্দরী তোমা মানব কল্পনা,
বাস্তবে সামান্যা অতি—মাটির খেল্না!

———

(নীলিমার গান)

আমি এত ভালবাসা প্রাণের পিয়াসা
শুধু অভিমানে ছেড়ে এসেছি।
অনুরাগে কেন এত অভিমান
দিয়াছিলে তুমি বিধি!
প্রেমের মান কি অভিমানে বাড়ে,
কি পায় বল সে বাঞ্ছিতকে ছেড়ে?
প্রেম সাধনা বিফল আমার
বুঝেছি আজিকে বুঝেছি।
তাই ভুল পথ ধ'রে জীবন দেবতা
তোমায় আমি হারিয়েছি!

জুতার বদলে জরু



(নান্দী)

চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, ষোড়শোপচারে
জামাই ষষ্ঠী হবে আজ শ্বশুর মন্দিরে।
দোহন করেন সর্ব্বরূপে জামাই দেবতারা,
পূজার একটু কসুর হ'লে রেগে হ'ন সারা!
যারা পায় কেবলি, দেয় না বিশেষ, ধারে না
ধার কারু,
তাদের তরে হবে আজ "জুতার বদলে জরু।"

মন চোর



প্রস্তাবনা

বলত খুলে, বলত খুলে—দোষ নেই তা'তে—
মন চোর হ'তে সাধ, কি মন চোর পেতে ?
পেতে হ'লেই দিতে হয়, আবার দিলেই কিন্তু পায়,
যে ভাবেই হোক্‌না সেটা,—ভুল নাহি তায়,
কত রকম খেলা চল্‌ছে এই দুনিয়াতে,
তারই একটা রকম আজ দিলুম সবার পাতে।

(গান)

বাবা, লুকিয়ে পীরিত কি ঝক্‌মারি-
কে দেখ্‌লে, কে শুন্‌লে,
এই ভয়েই যে প্রাণে মরি !
বুকের ভিতর দুরু দুরু,
খাচ্ছি কেবল মুড়ি লাড়ু,
এই খড়ের গাদায় মুখ লুকিয়ে
ছুঁড়ি এলে হাঁপ ছাড়ি।

(গান)

ওগো দিদি, ডরে মরি !
আজগুবি ভূত নাকি
এসেছে পাড়ায় উড়ি !
মানেনা রাম, কেষ্ট, কালী,
ওঝা বৈদ্য সব ফেলে গিলি !
দুধ ছানা আর লাড়ুর উপর
ভূতটার নাকি নজর জবর !
দেখ্‌লে পরে বউঝি ছুঁড়ি
উড়িয়ে নেয় ঘাড়ে ধরি !
গাঁয়ে বাস যে হ'ল দায়
বলো সবে কি ফিকির করি !

(গান)

আমি তোমায় প্রেম গোয়ালে
রাজার হালে রাখ্‌ব মনা।
চুপি চুপি, লুকি লুকি
খাওয়াব তোমায় মাখন ছানা।
দুধ দেব গালে ঢেলে,
তুমি নিবে আড়ে গিলে।

(আবার) প্রেমের বাসর ছেড়ে আস্‌ব
রাত টুকু পোয়ালে।
রেখো একটি কথা—মেনো মানা-
পাড়ার লোকে দেখ্‌তে এলে
শিং উচিয়ে গুতিওনা।

(ফকিরের গান)

দেওয়ান পীর—

(গানধুয়া) আস্‌মান থেইক্যা নাইম্যা আস এই ফায়তা দিমু ক্ষীর।
(কথায়) শোনরে ভাই সর্ব্বজন কইয়া দিমু ঠিক বচন, ভূত প্রেত দানা দৈত্যি—সবার আমি যম।
(গান) দেওয়ান পীর * * * * * * ক্ষীর।
(কথায়) আমার কথা মাইন্যা চল্লে, ফ্যাসাদ নাই কোন কালে, বুকে টুকি দিয়া চল্‌বা, থাক্‌বা রাজার হালে।
(গান) দেওয়ান পীর * * * * * ক্ষীর।
(কথায়) শনি কিম্বা মঙ্গল বারে—বউ ঝি কেউ চুল ছেড়ে, গোয়াল ঘরে ঢুক্‌লে জিন্‌, উঠ্‌বে চুলে ধরে।

(গান) দেওয়ান পীর * * * * * * ক্ষীর।

(কথায়) জল আন্‌তে গাঙ্গের ঘাটে—মুচ্‌কে হেসে ফিরে বেঁকে, চেওনাকো, বাঁচ্‌বে জেনো ভূতের নজর থেকে।

(গান) দেওয়ান পীর * * * * * * ক্ষীর।

(কথায়) বড় কইরা মাইয়া ঘরে—রাখ্‌বানা কেউ ফেসন ক'রে, ছোট থাক্‌তেই বিয়া দিবা, নইলে ঠেলা আছে পরে।

(গান) দেওয়ান পীর * * * ক্ষীর।

(কথায়) পর পুরুষের এড়াইয়া নজর, মাইয়ারা সব থাক্‌বেন ঘর, তাহ'লেই থাক্‌বেনা আর দানা দৈত্যির ডর।

(গান) দেওয়ান পীর * * * * ক্ষীর।

(গান)

দোহাই বাবা ওঝা,
থেকোনা বেঁকে আর
একটু হও সোজা।
প্রাণের দায়ে দৌড়ে বাবা,
খুলে গেছে আমার কাছা!
ঝেড়োনা চালান মন্তর,
ভেঙ্গেছে ভূতের ঘর।

এবার কর মেহেরবাণী,
যা চাও তা দেব আনি ;
সাদীটা যদি পার দিতে,
নজর দেবো হাতে হাতে ;
মিথ্যা নয় কইলাম সাচা
এবার চাচা, প্রাণে বাঁচা !

(সকলের গান)

সকল চোরের সেরা আছে জেনো মন চোর !
সিঁধ কাট্‌লে রক্ষে নেই, করে এফোঁড় ওফোঁড় !
পুলিশ ডাকো পাহারা দাও, যা ইচ্ছা তোমার,
ওঝা ডাকো বৈদ্য ডাকো রক্ষে নেই কো আর !
জ্বালিয়ে দেয় মনের মাঝে ঘুঁটে তুষের আগুন,
দিন রাত জ্বল্‌তে থাকে এমনি তাহার গুণ !
ফেল বেঁধে প্রেমের ডোরে যে যার মনচোর,
সময় থাক্‌তে—ঐ বুঝি রাত হ'য়ে এল ভোর !

খিচুড়ী

প্রস্তাবনা

(চণ্ডী গান)

দেবি প্রপন্নার্ত্তি হরে প্রসীদ
প্রসীদ মাত র্জগতোঽখিলস্য
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং
ত্বমিহ দেবী চরাচরস্য ॥
আধার ভূতা জগত স্ত্বমেকা।
মহীশ্ব রূপেণ যতঃ স্থিতাসি ॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্ত বীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শাক্ত ভূতে সনাতনী,
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমস্তুতে ॥
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে ॥

(গান)

ফুল্ল তপন সোণালি কিরণে শিশির বিন্দু মুকুতা ভরণে
প্রকৃতি সেজেছে শারদ সাজে !
শিরে শেফালিকা শোভিত কুন্তল, অঙ্গে বিকাশে অমল উৎপল,
সুরভি বকুলে অনিল আকুল, কাশ কুসুমিত শোভে নদীকুল,
মরি কি শারদ সুষমা রাজে !
কণক ধান্য পরিণত ভারে—বরষার রেখা ম্লান চারিধারে,
মিলন উন্মুখ হর্ষপ্রবাহ, খেলে প্রাণে প্রাণে দূর দূরান্তরে,
শারদ প্রভাতি বিহগ গাহে !
নীলিমা অগাধ নিরভ্র গগন, ঢালে শশধর রজত কিরণ,
অতীত স্মৃতি বেদনা জড়িত, জাগে হৃদয়ে শৈশব স্বপন,
আজি আবাহন ঐ শোন বাঁশী বাজে ॥

(গান)

ওদের তা নাদের তা বিয়ানা দের
দের দের দের দের দের দের দের
ধর ধর ধর ধর ধর ধর ধর ধর
সা সা সা সা মা মা মা মা—মামা গাধা
গাধা মামা গাধা মামা
ধা ধা ধা ধা ধা ধা পাধা পাধা পাধা
সারেগা—পারেগা—মারেগা—ধারেগা—
গাধা—গাধা—গাধা—

(গান)

পূজোর বাড়ী মজাদারী কবি ছাড়া আর
ভাবের লহর কিসে ছোটে আসর গুলজার।
(কথায়) যাত্রা কীর্ত্তন খেম্‌টা নাটক,
এ সকল তো বাইরের চটক,
যথা নব্য বাবুর বেজায় রগড়,
চাষার ইয়ার্‌কি কাস্তের ঠোকর।
বামুন ভোজনে চাই দধি দুগ্ধ,
কারি কাট্‌লেটে হয় না পিতৃশ্রাদ্ধ।
যেমন ফলার খেতে দধি চিড়া,
যেমন মুড়ির সঙ্গে নারিকেল কোরা,
(গানে) তেম্‌নি, কবি ছাড়া—রসের সেরা
পূজোর বাড়ী চাইকি আর ?”

(গান)

“আসা যাওয়া সার, হ’ল বারে বার
কিসে হব পার ভবের ঘাটে।
দিনের দিন গেল মা দিন,
রব আর কতদিন মিছে ভবের হাটে।
মিছে মায়ায় হ’য়ে বদ্ধ—পেলেম না তোর
ও পাদপদ্ম—

(গান)

"আয়রে কানাই আয় গোঠে যাই
বাজায়ে মোহন বেণু।
খাওরে নবনী ওরে নীলমণি
গগনে উদিত ভানু॥
আয়রে গোপাল, ব্রজের রাখাল
বন ফুলে তোরে সাজাব কানু।"

(অতঃপর শুধু "হরি যে বলরে—হরি যে বলরে" ব'লে টিকি দুলিয়ে দুলিয়ে কতক্ষণ তাণ্ডব নৃত্য—দশায় পড়া ও কর্ণে "দধি চিড়া" কীর্ত্তনের পর সংজ্ঞা লাভ)

(নন্দী ও ভৃঙ্গীর গান)

ধ্যায় কিড়ি কিড়ি ধ্যায়া।
ধর্‌রে—কাঁপায়েয়্যা॥
নাকৃটি ছিঁড়ে
চোখ্ উপড়ে,
পগারে দে ফ্যালায়্যা॥

(গান)

বাহুত ঢুঁড়কে টক্কর খাকে থিয়েটারমে আয়া।
আজব তারেকা ম্যাজা হিয়া হাম্ দেখ্‌নে পায়া॥
দিন্‌কা স্বুরত বদল যাতা হায় রাত্‌মে।
বোল্ চাল্ সাব্ হোনে লাগ্‌তা দুস্‌রি ঢঙ্গ্‌মে॥
য্যায়সা গানা ত্যায়সা বাতানা,
কোমর হিলাকে ক্যায়া মজেকা নাচ্‌না,
য্যায়সি রঙ্গ তেয়সি ঢঙ্গ তেয়সি রাওশ্‌নি মজেদার।
জান্ বেচায়েন হো যাতা দুনিয়া হোতা গুল্‌জার॥
মাগার আখেরকি বাত্ হাম্ কুছ্ সামঝ্‌নে পায়া।
হায় তু এ দিল্‌কা লাড্ডু খায়া না খায়া সাব্‌কোই পস্তায়া॥

(গান)

নাটকের ফটকে এবার করেছি নিজকে আটক,
ভুল্‌বনাক কভু আর দেখে বাইরের চটক!
নাচ্‌ব, গাইবো, হাস্‌বো, খেল্‌বো শিখবো কত ঢং
সাজ্‌বনা আর বাইরের বিবি নিরেট মূর্খের সং!

নাটক আমার চিরদিনের, নাটক আমার ঘর বাড়ী
নাটকের দৌলতে আমার থাকবে দ্বারে মটর জুড়ি !
এযে নিত্য নব রসের ধারা কলা শিল্পের প্রস্রবণ,
এই সলিলের বিন্দু বলে মোদের থাকে চির যৌবন
এমন স্ফূর্ত্তির এমন শিক্ষার এমন সম্বল জীবনের,
সে যে ক্ষুধায় অন্ন তৃষ্ণায় জল চির নন্দন আমাদের
হেথা একাধারে সকল আছে এমন সাধের নাটক আমার !
বাঈজীয়ানার এক ঘেয়ানি, পোঁদ্‌চুলান খেম্‌টার,
কেলোয়াতের বাজখাইগিরি এর কাছে মান্‌বে হার্‌ !
আমাদের বুঝ্‌তে হ'লে এলেম কিছু চাই কিন্তু,
হেথা মূর্খের ঠাঁই মোটেই নাই "আর্ট" বোঝে কি জন্তু !
ভণ্ড।

বাজে মার্কার রসিকতার জায়গা এটা নয়—
পণ্ডিতের জায়গা এটা মূর্খকে নিয়ে বড় ভয় !
বুঝে যদি থেকে থাক তবেই আমার বলা সার্থক,
তা না হ'লে বুঝে নেব তুমি একটি বড় আহাম্মক !

কমিক

ও তার শিরোদেশে আঁকা, শোভে টেরী বাঁকা
কাঁচে দুটি চোখ্ ঢাকা গো।
সে যে রোজই কামায় গোঁপ মাখে পিয়ার্স সোপ
মুখে পাউডার কত ছিরি গো!

সে যে হ্যাট কোট পরে, মুখে চুরুট ধরে
ধেয়ে চলে আফিস্ পানে গো!
যাহার চাকুরী করিতে, কাণমলা খেতে
নাহি ধরে কভু অরুচি গো!

ও তার উপার্জ্জন যত, চতুর্গুণ তার
বলে বেড়ান একটা স্বভাব গো!
ও তার 'হামবড়া' রোগে জীবন সংশয়
'চাল' বজায় রাখ্‌তে প্রাণান্ত গো!

ও যার পাত্‌লা চিকণ ধুতিটি না হলে,
হয় বাবুয়ানা ব্যাথিত গো!
সরু ছড়িটি ঘুরায়ে, পানটি চিবিয়ে
শোভেন 'ময়ুর ছাড়া' কার্ত্তিকটি গো!

ও সে যে ছেলে বিয়ে দিতে বড় দাও মারতে
সাজেন একেবারে কসাইটি গো !
'পাশের' ওজনে, সোণা ওজন করে
দেখান তিনি কত নিষ্কাম গো !

সে যে পর শ্রী কাতর জ্বলে পুড়ে মরে
অপরের ভাল শুনিলে গো !
পর কুৎসা বড় মুখরোচক তার
কৃতজ্ঞতা নাহি স্বভাবে গো !

সে যে পরকে ঠকাতে কাজে ফাঁকি দিতে
বড় বাহাদুর ওস্তাদ গো !
নাম্‌কা ওয়াস্তে বহুরূপী সাজে
কত ভাবে তিনি প্রকট গো !

ও যার লেজটি ধরিয়ে নাহি ঘুরাইলে
হয়না কর্ত্তব্য পালন গো !
এক হয় ঘুষ, না হয় চাবুক
চালাতে তাহাকে মন্তর গো !

সেথা বিশ্বাস স্থাপন, বিশ্বাস রক্ষণ
হয়না চরিত্র মাহাত্ম্যে গো !
'মনুষ্যত্ব' শুধু কল্পনার কথা
"স্বরাজ" শুধু চায় 'মোফৎ' গো !

ও তার বাঙ্গালা বলিতে বড় লাজ চিতে
বিদেশী বুলিতে বড় সখ গো !
সে যে বক্তৃতা করিতে লম্ফ ঝম্ফ দিতে
চর্ব্বিত চর্ব্বনে পটু গো !

সে যে সাহেবকে নকল করিতে যাইয়া
শিখে শুধু সাহেবীয়ানা গো !
জানেনা বোঝেনা কি উচু আদর্শ
জাতীয় চরিত্র তার গঠিত গো !

সে যে ইঙ্গ-বঙ্গ কাজে পৃষ্ঠ ভঙ্গ
মুখে মারেন সদা দুনিয়া গো !
সে যে শক্তের ভক্ত নরমেরি যম,
মানেন বড় পোষ গৃহিণীর গো !

ম্যালেরিয়া গ্রস্থ দেহ যষ্টি খানি
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা গেল গো গেল !
হায় হায় সখি গেল গো গেল
বাবুকে ধর গো ধর !

(গান)

(হ্যাট্ হাতে তুলিয়া) এই নাও চূড়া,
(গায়ের কোট খুলিয়া) এই নাও ধড়া,
রাখ আল্‌নায় তুলে গো,
অর্দ্ধ-দগ্ধ এই মোহন বাঁশীটি,
রাখ দেখি একবার টেবিলে গো !
আপিসে খাটিয়া মোর জান্ পেরেশান্,
পিলাও একটু লিমন্ সিরাপ গো।

(সখিগণের গান)

এস প্রিয়জন—সুহৃদ স্বজন
এস আজি হাসি মুখে,
কি মধুর আজ, শারদ সাজ
শ্যামল ধরার বুকে !
উপরে আকাশ, সুনীলিমাময়,
স্থলে স্থল পদ্ম জলে কুবলয়।
শেফালী গন্ধে মন্দ সমীর
বিহগ গাহে প্রভাতি।

কাঞ্চন আভা তপন কিরণে,
রজত প্রবাহ নৈশ গগনে,
শস্যভারে, শিশির হারে,
বিধৌতা শারদশ্রী !
ঐ মা বরদে ত্রিতাপ-হারিণী
তাপ হর দুর্গে দুর্গতি নাশিনী !
চাহ শান্তি—চাহ মুক্তি
নমিয়া মায়ের সম্মুখে !

গুল্‌বেহেস্ত্‌

প্রস্তাবনা

আজি রক্ত আঙ্গুরের রক্ত মদিরা
এনেছি পিয়ালা ভরিয়া !
পান কর বধু, তড়িৎ প্রবাহ
উঠুক ধমনী ভরিয়া !
মর্ম্ম বেদনায় প্রেম অশ্রুধারা
বহুক নয়ন ভরিয়া,
রাখুক স্মৃতি প্রেম অমর
হৃদয়ে তোমার গাঁথিয়া !

(গান)

খোদা, কোন্‌ মাট্টিছে বানায়া ঔরৎ,
দিল হ্যায়নি বিলকুল উস্‌মে,
স্রেফ্‌ খুবসুরৎ !
এত্‌না বেদর্‌দী এত্‌না বেইমান,
তব্‌ভি উস্‌ওয়াস্তে জান্‌ হায়রাণ !
কিস্তারে বাঁচে খোদা
ই তো বড়ি আফৎ !

(গান)

আজ যাদু হাম ডার দেউঙ্গি
      মিঠাই কি সাথ্ !
দেউঙ্গি খোস্‌ব আতর গোলাপ
      ক্যা বাৎ ক্যা বাৎ !
হালুয়া লাড্ডু ওম্‌দা খানা,
আউর আউর সব মিঠাই যেৎনা,
চুন্ চুন্‌কে বানা দেঙ্গে ক্যা ফুর্ত্তি মেরি,
খোস্ হোগি জানি মেরা মিল্ যায়গা প্যারী !

(গান)

যুগ্ যুগ্ ধরি বারির বিহনে
      তৃষিত পরাণি মোর,
ধূসর বালুকা ঊষর এ মরু,
      শ্বসিছে হুতাশ ঘোর ;
বাঁচাও করুণা কণা দানি
      আস্‌মানী !
এ হিয়া আগারে আলোক লাগেনি
      যুগান্তের তম ঢাকা,

আঁধার মগন, হিয়াটি লইয়া
কার প্রতীক্ষায় থাকা ?
বাঁচাও আলোক কৃপা দানি,
আস্‌মানী !

(আস্‌মানীর গান)

ওগো কে তুমি অতিথি হৃদয় পুরে
মম প্রেম পাগল পান্থ !
আমায় পাইলে মিটিবে পিয়াসা ?
হৃদয় হইবে শান্ত ?
এস পতঙ্গ রূপানলে ছুটি,
পোড়াও নিজেকে মত্ত !
এস ব'য়ে যায় অচির যৌবন
পিপাসু অধীর ভ্রান্ত !

(গান)

আমি হৃদয়ের ভাষা পাইনা খুঁজিয়ে,
আকুলি বিকুলি বুঝাব কি দিয়ে !
ভ'রে উঠে প্রাণ কম্পিত অধর !
আমি শুধু ব'লে উঠি—তুমি সুন্দর !
আমি শুধু ব'লে উঠি—তুমিগো অতি সুন্দর !

(গান)

আমার এই কাঁচা বয়সে মুচ্‌কে হেসে
কেগো যাদু কল্লে মোরে !
যাদুতে তার মধু ভরা,
প্রাণ দিয়েছে উদাস করে !
যাদুর কিরে এতগুণ,
ভালবাসা বাড়ায় দ্বিগুণ !
দেখ্‌তে নারি যারে আমি,
তারি তরে মন পোড়ে।

(গান)

হৃদয় মালঞ্চে যৌবন কুসুম
পুলকে উঠিছে ফুটিয়া,
এস এস বঁধু তপ্ত চুম্বনে
দাও তার মুখ রাঙ্গিয়া !
ফেল আনি তার তৃষিত অধরে
সুশীতল প্রেমবারি,
শুভ্র কোমল স্ফটিক উরসে
রাখ তব মুখ আনত করি।

কণ্ঠলগ্ন তব প্রেম বাহু তার
সোহাগ পাশে বাঁধিয়া
রাখিবে বঁধু পান কর মধু
নিশি দিন সুখে মাতিয়া !

(গান—ডুয়েট)

হাসান। হয়ে জুদাইমে তেরে বেখুদ
তুছে হামারা খেয়াল ক্যা হ্যায়
ইসি তামান্নামে মরমিটে হাম
কভি না পুছা ক্যা হাল ক্যা হ্যায়।
না ছোড় যাওঙ্গি দরকো তেরে,
তোমারি দিলমে খেয়াল ক্যা হ্যায়।

আস্‌মানী দুনিয়া দেওয়ানা হাম্‌কো লাগি
তোমারি হাল ক্যা পুছেঙ্গে ম্যায়।
দেখো মরতা হ্যায় এক আলম্
তুম্‌হি মারে তো কামাল ক্যা হ্যায়।

(গান)

অনন্ত সুন্দর বিশ্ব প্রকৃতি,
মুগ্ধ নয়নে আঁকি তব ছবি !
আঁকি হৃদয়ের ভাব অগণন,
অশ্রু হাসি প্রেম বিরহ মিলন !
করি সৌন্দর্য্য রচনা মিটাই পিয়াসা
রচিয়া জগতে প্রকাশের ভাষা !
নিয়ে যাও মোরে চির নন্দনে !
জ্ঞান সুন্দর প্রেম ত্রিবেণী সঙ্গমে !
রূপ রস গন্ধ সুরে মানসী
ফুটাব ভাষায় আমি তব কবি !

(গান)

আজ ঊষার বাতাস লাগাব গায়ে
মুক্ততার মাঝে রব মুক্ত হ'য়ে।
যাবনা প্রাসাদে রহিবনা ব'সে
দীপাবলী জ্বালা বদ্ধ বাতাসে।
মুক্ত প্রকৃতি—মুক্ত আকাশ
খুলে গেল প্রাণ আজি তার মাঝ !
চাঁদ ডুবে যায় গগনের কোণে,
জ্বলে শুকতারা শুভ্র কিরণে ;

ফুল পরিমলে মন্দ সমীরে,
আলস্যে সহাসে জেগে উঠে ধীরে ;
তরুণ অরুণ—প্রভাতি গেয়ে
আজ ঊষার বাতাস লাগাব গায়ে !

(গান)

রিক্ততা সম্পদে গর্ব্বিত আমরা
সুদৃঢ় সঙ্কল্পে ভরেছি প্রাণ,
কদর্য্য হীনতা পতাকার তলে
গাও মিলে সবে বিজয় গান।
রোগ শোক তাপ দুঃখ লাঞ্ছনা
পারেনা দমিতে মোদের প্রাণ,
গাও সবে মিলে ভরিয়ে প্রাণ
সম্মিলিত কণ্ঠে বিজয় গান।

(গান)

সকলে। বোগদাদী-ভিখিরী মোরা বোগদাদী ভিখিরী
কিবা কোথা পাওয়া যায় তারি ফিকিরী।
ভূগর্ভে আছে কোঠা সোণা তায় লোটা লোটা,
রাতদিন তাহারি সন্ধানে ফিরি,
বোগদাদী ভিখিরী মোরা
বোগদাদী ভিখিরী।

একজন। কারো পেশা ভিক্ষা, কারো বা চুরি।

অন্যজন। কেউ পায়ে ধরে, কেউ চালায় ছুরি।

অন্যজন। আঁধারে আলোকে তারা—

অপর একজন। চলে যত নাম হারা,

অপর একজন। ঠিক্ নেই পেশার, ফকিরী বা ফিকিরী।

সকলে। বোগ্দাদী ভিখিরী মোরা
বোগ্দাদী ভিখিরী।

(গান)

সকলে। মন খুসিদের দল (তোরা) আয়রে দুলে দুলে,
পায়ে পায়ে ছড়িয়ে আয় পল্লবে ও ফুলে!
জোনাকিরা ঝিক্ মিক্ বেণু শাখা চিক্ চিক্,
বুল্‌বুলি তান ধর্ হেনা শাখার তলে!

গৌরী। চিক্ মি[illegible] তরুপর চাঁদের ঐ চারুকর,

কৃষ্ণা। ছায়াট পথ পরি লুটিয়া পড়ে।

গৌরী। হাসিছে নভতল চম্‌কে তারা দল,

কৃষ্ণা। মেঘেরা ছল ছল আবেগ ভরে।

গৌরী। চাঁদে মেঘে বলাবলি, আলো ছায়া গলাগলি।

কৃষ্ণা। আজি দাও কোলাকুলি হৃদয় পরে।

(উভয় দলে আলিঙ্গন)

সকলে। মন খুসিদের দল (তোরা) আয়রে দুলে দুলে,
পায়ে পায়ে ছড়িয়ে আয় পল্লবে ও ফুলে,
জোনাকিরা ঝিক্‌মিক্, বেণু শাখা চিক্ চিক্,
বুলবুলি তান্ ধর্ হেনা শাখার তলে।

(গান)

নূতন প্রভাত ফুটিছে গগনে
নূতন অরুণ রাগে।
গিরি নির্ঝরে এ শুভ লগনে
নূতন আলোক লাগে।
পুরাতন আজ হ'য়ে যাবে শেষ
পিছনে চিহ্ন না থাকিবে লেশ,
ধরিবে নগরী যে রক্তিম বেশ,
তাহারি সূচনা জাগে।
দারুণ রক্তে ধুইয়া নগরী,
নূতনেরে লও অন্তরে বরি,
নূতন রাজায় অভিষেক করি
মাখ রক্তের ফাগে!

(গান)

আকাশে ফুটে উঠে রক্ত আলো,
তাতেই এ প্রাণের রক্ত ঢালো !
পদ্ম মাঠে মাঠে খুলিছে আঁখি,
প্রভাত রঙে নেয় পরাণ আঁকি ।
নির্ঝর প্রপাতে তটিনী বুকে,
গগন মগন হ'লো মিলন সুখে ।
নিশার চোখ-মুদা আঁধার পরে,
আলোতে ধরা হিয়া তুলিয়া ধরে ।
ফুটিছে দিকে দিকে জীবন সাড়া
বহিছে নানা মুখে কর্ম্ম ধারা ।
মাটির হিয়াখানা উঠিল ফুটি,
আকাশ তারিপরে পড়িল লুটি ।
ভেঙ্গে ফেল দেহ-ভাণ্ড কালো,
প্রভাতে প্রাণে হবে মিলন ভালো ।

(আস্‌মানীর গান)

পথ ভুলে নাগর আমার
কোথা হ'তে এলে ?
খোঁপার ফুল মার্‌ব ছুঁড়ে,
দেব নাকো যেতে চ'লে !
আড় নয়নে মুচ্‌কে হেসে,
টেনে আন্‌ব বাহু পাশে।
পোষ না মেনে যাবে কোথা,
নাই কি মধু এ কমলে ?

(গান)

বুঝেছি তুমি কেমন—
এক সুরে বাঁধা আছে
তোমার আমার মন !
সম প্রাণ এক নজরে
বুঝে নেয় এ উহারে,
লাগ্‌লে আঘাত প্রাণের তারে,
দুইয়ের চোখে অশ্রু ঝরে !
হাস্‌লে হাসে মধুর হাসি,
আমি তোমায় ভালোবাসি।
প্রাণটী তোমার প্রেমের ছবি,
সখা তুমি নীরব কবি।

(গান)

খুপসুরৎ মুখের আবার
ভয় কি আছে কোন খানে ?
আড় নয়নে মুচ্‌কে হেসে
জয় করে সে ত্রিভুবনে।
মুখের মিষ্টি ছড়িয়ে দিলে,
ছুটে আসে সব দলে দলে !
আবার কেঁদে মান করিলে,
নিমেষ মাঝে পাথর গলে !
সাতগুন তাদের মাপ
ঠিক তুমি জেনো মনে !

(গান)

এই সোনামুখের মিষ্টি হাসি,
কা'রে বল বিলিয়ে দি ?
পটল চেরা চোখের আমার
নজর হান্‌ব দিকে কার !
সুগোল এই বাহু দিয়ে,
বাঁধব কারে এ হৃদয়ে !
(জেনো) আমার আছ তুমি বধু,
তোমার আছি আমি শুধু।

(গান)

জেনো আমি সুখের পায়রা !
সাজিয়ে এনে রূপ পসরা !
দাঁড়িয়েছি তোমার কাছে,
বেচ্‌তে চাই নিজে যেচে !
যতদিন তব থাকবে কিছু !
ততদিন রব তোমার পিছু !
বুঝ্‌লে তো আমার ধারা,
জেনো আমি সুখের পায়রা !

(গান)

আমি বিলাস সাগরে লালসা তরণী,
বাহিয়ে তোমায় অসীমে নেব !
তোমার আপন হৃদয় শোণিতে
তোমারি মদিরা পিয়ালা ভরিব !
সুখের প্রদাহ—অতৃপ্ত পিয়াসা,
রাখিব জ্বালায়ে, না পূরিবে আশা !
জানি না প্রেম—দিব না তোমায়
সে কি দেয় সুখ ? সেযে গো কাঁদায় !
সুখে মাতোয়ারা নাচিব গাইব,
তীব্রতম সুখে তোমায় মাতাব !

(গান)

ওগো জেনে রাখ বুঝ্‌বে কখন
আমি তোমার চোখের আলো ;
এমন রতন পায়ে ঠেলে
কাজ করনি তুমি ভালো !
সতী প্রেমের প্যান্‌ প্যানানী
শুনে হবে জান হয়রাণ,
বল্‌বে তখন ডাক ছেড়ে
কোথায় আমার তুমি আস্‌মান !
নকল চাট্‌নি চাবে তখন
(যবে) আসল হজম হয়না ভালো !

(গান)

সুরভি কমল আননে আমার,
চাঁদের জোছনা অমিয়া মাখা।
ফুল শর ধনু ভুরুযুগ মম,
হরিণী নয়নে কাজল আঁকা !
রসে ভরা মোর রাঙ্গা ঠোঁট দুটি !
দশন মুকুতা হাসি রহে ফুটি,

নিটোল কপোলে ফুটায়ে টোল,
প্রেমিক আদর চুম্বন পাগল !
হের সরস উরস ভূপতি শিথান !
স্পন্দিত, কোমল অতল স্বপন !
হের বাহুলতা জড়াতে তোমায়
আকুল অধীর—দিবে না কি তায়
পরশ তোমার ?—এস এস এস
দেহ লহ প্রিয় বাঞ্ছিত পরশ !

(গান)

দুর্জ্জয় অরি জয় মোরা করি মোরা পারস্য সৈন্য,
ব্যাঘ্রের মত ভীষণ আমরা ভালুকের মত বন্য।
পাহাড়ে পাহাড়ে চলি সারে সারে পার হ'য়ে যাই সিন্ধু,
শত্রুরে মোরা সমূলে বিনাশি নাহিক করুণা বিন্দু ;
ভারত হইতে স্পেন্যে মিশরে চালাই মোদের বাহিনী,
রক্ত আঁখরে জাতির ললাটে লেখা সে অতীত কাহিনী ;
রক্ত বদলে বহাই রক্ত তাইতো আমরা গণ্য।
দুর্জ্জয় অরি... ... ...ইত্যাদি।

রেশ্‌মী আরাম জড়াইয়া মোরা করিনা স্বদেশ রক্ষে.
বিপদেরে মোরা লইহে বরিয়া বাঁধন মুক্ত বক্ষে ;
মাথার উপরে আকাশের ছাদ কঠিন পৃথ্বী শয়নে,
উজ্জ্বল দীপ জ্বলিছে সেখানে চন্দ্র তারকা তপনে,
সঙ্গিনী শুধু শানিত এ অসি শিয়রে সেবার জন্য,
দুর্জ্জয় অরি ... ... ইত্যাদি।

অসি ধারণের শকতি রয়েছে পেশীবহুল এ হস্তে,
ক্ষমতা রয়েছে নিয়ে চলিবার ঋজু ঘাড় পরে মস্তে ;
পূর্ণ জীবন সম্ভোগ বল রয়েছে এ দেহ চিত্তে,
জীবন দিবারো শক্তি রয়েছে নাচিয়া মরণ নৃত্যে ;
খোদাতাল্লা আর খলিফা ভিন্ন না মানি কাহারে অন্য
দুর্জ্জয় অরি ... ... ইত্যাদি।

(গান)

না ঘর মেরা না ঘর তেরা
চিড়িয়া বসন্ সার !
কঙ্কর পাথর চুন্ চুন্ সব
বানায়া কাহো মেরা ঘর !
কাঁহাছে আয়া, যাওগে কাঁহা,
কব্ কুচনেই ঠিকানা !

বাদ্‌সা গরীব সবিকো ইহাল !
কিসিকো ইস্‌ছে নেই বাচ্‌না !
দোরোজক্যা দুনিয়াদারি
বহুরূপীকা সং যেয়ছা !
যব তক্‌ রহো খাটি রহো
ভজন কর পরমাত্মা ।

(গান)

আজ গেছে ভেঙ্গে বাঁশী, গেছে মোর প্রাণ ভাঙ্গিয়া
মোহের বাঁধন, অলীক স্বপন, গেছে মোর আজ কাটিয়া !
রাজ হর্ম্ম্যতল এসেছি ছাড়িয়া,
নীলাকাশ তলে আবাস রচিয়া !
সম্পদের মোহ, ক্ষমতা গরিমা,
নন্দন নরক, রক্ত কালিমা !
এসেছি ছাড়িয়া, প্রকৃতির কোলে,—
মুক্ত আনন্দ নিঝরের তলে,
স্বাধীনতা মাঝে—যথায় বিরাজে
বিশ্ব দেবতার পরশ অমিয়া—
সীমা ছেড়ে তাই সীমাহীন মাঝে
বিরাট বিশ্ব লয়েছি বরিয়া !

(গান)

ক্যা সওদা ভাই মজুদ্ কিয়ো সাথে লেনেকো
যব্ যাওগে দুনিয়া ছোড়্কে, কাঁহা মুকাম তুম্‌কো ?
দৌলত এমারত দোস্ত পিয়ারী
যিস্ যিস্ পর তোম আস্‌ক ভারি
কোইনেই তোমরা সাথ্ যায়গা
একেলা তোমারি যানা হোগা
দুনিয়া কি খেল সমঝো সব ভেল
হরদম দিল্‌মে রাখ্‌খো ইবাত্‌কো

(গান)

বণিকগণ। (একত্রে)

চল সম্মুখে চল সম্মুখে
চল হে তিমির যাত্রী,
চল হে বোগদাদী বণিকের দল
চল হে পেরিয়ে রাত্রি।

প্রধান পোষাক বিক্রেতা।

আছে কাশ্মারী কৃষ্ণ গালিচা,
আছে পারস্যের পাগড়ী,
চোগা আচ্‌কান উষ্ট্র বোঝাই
আছে হিন্দুস্থানী ঘাগ্‌ড়ী।

গন্ধ বিক্রেতা।

গোলাবী আতর আছে চন্দন,
আছে অগুরুর গুরু গরিমা,
তেল মশলার গন্ধ বাহার
আছে মৃগনাভির মহিমা।

প্রধান ইহুদীগণ।

ময়ুরী ঢঙের আছে পুঁথি যত,
ডামাস্‌কাসের পুরাতন লিখা,
বাঁয়ে কুমীর, আঁকা তলোয়ার,
কণ্ঠের হার ও রত্নটীকা।

যাত্রীদলের সর্দ্দার।

কিন্তু তোমরা শুধু ইহুদী তো ?

প্রধান ইহুদী।

অধিকার আছে বাঁচিতে তারো।

যাত্রীদলের সর্দ্দার।

কিন্তু তোমরা কে, জীর্ণতায়
যারা কারো কাছে নাহিক হারো ?

ইসাক। মোরাও দুজনে তীর্থ যাত্রী,
তারিতে চাই হে সাগর নীর,
নীল পাহাড়ের ওপারে সুদূরে
তাইতো রেখেছি নয়ন স্থির।

গৃহের আরামে জড়াইয়া হিয়া
কাটাক্ যে চায় শয়নে রাত্রি।

(গান) দূর দুর্গম সমর খণ্ডের
আমরা সোণালি পথের যাত্রী।

প্রধান বণিক।

চল সম্মুখে, চল সম্মুখে—

একজন স্ত্রীলোক।

ওহো, গৃহ ছাড়ি যাবে কোন দুঃখে,
গৃহই সবার জীবন ধাত্রী!

বণিকগণ। (একসঙ্গে) না, না—

(গান) দূর দুর্গম সমর খণ্ডের
আমরা সোণালী পথের যাত্রী।

একটি বৃদ্ধা।

ফুলবালা আর ফুলমালা ঘরে।
নাই তোমাদের যা রাখিবে ধ'রে?
নাই গেহে কোন হিয়া-অধিষ্ঠাত্রী?

বণিকগণ। (একত্রে) না, না—

(গান) দূর দুর্গম সমর খণ্ডের
আমরা সোণালী পথের যাত্রী।

হাসান। ঘরের মায়ার কুহেলি ঘোম্‌টা
খসিয়া গিয়াছে হৃদয় হ'তে,

বিরাট বাহিরে লইনু বরিয়া
দিগন্ত ঘেরা বালুকা পথে।

ইসাক। নৃপতি নগর ছোঁয়াচ লেগেছে,
যে বাঁশীতে তা গিয়াছে টুটি,
খোদার হাতে এ দেহ বাঁশীটি
উঠুক এখন ফুকারি ফুটি।

যাত্রীদলের সর্দ্দার।
হে প্রহরী, এবে খুল হে ফটক।

প্রহরী। এই দিনু খুলি, ঘুচিল আটক ?
দেখ হে এখনো রয়েছে রাত্রি।

বণিকগণ। (একত্রে) তা থাক্—

(গান) দূর দুর্গম সমর খণ্ডের
আমরা সোণালী পথের যাত্রী।

(যাত্রীদল ফটক পার হইয়া গেল)

(দূর হইতে বণিকগণের মিলিত কণ্ঠ শোনা গেল

(গান) চল সম্মুখে, চল সম্মুখে
চল হে তিমির যাত্রী,
দূর দুর্গম সমর খণ্ডের
আমরা সোণালী পথের যাত্রী।

ভুলের খেলা

প্রস্তাবনা

(গান)

আজ খেল্‌ব ভুলের খেলা !
যা কেউ দেখেনি, কেউ শোনেনি,
কেউ ভাবেনি কোন বেলা ॥
খেলারইতো ভুল দুনিয়ায়,
ভুলেরইতো খেলা—
দেখুক ব'সে ভাবুক সুধীর,
বিদায় এই বেলা।

(শেষ গান)

আজ ভুলের খেলা ভেঙ্গে গেল,
আয় তোরা গা' প্রাণ ভ'রে,
ভুলের মাঝেই জনম মোদের,
শিখিই মোরা ভুল ক'রে !

এক ভুল ছেড়ে মোরা
ছুটি অপর ভুলের আশে,
মনে ভাবি এই বুঝি ঠিক,
শেষে মরি আপশোষে !
ভুলের খেলা কখন যে কার
ঘুচে যাবে চির তরে,
সে কথা তো কেউ জানে না,
গেয়ে নাও আজ প্রাণ ভ'রে !

রোস্‌নি

প্রস্তাবনা

রোস্‌নি ! রোসনিকাওয়াস্তে দুনিয়া দেওয়ানা !
রোস্‌নিছে পয়দা দুনিয়া রোস্‌নিমে ফিন্ লোটযানা ;
বেগর রোসনিছে দুনিয়া আন্ধারা !
রোস্‌নিছে ফূর্ত্তি, রোস্‌নি দিলকা ফোয়ারা !
দোরোজকা দুনিয়াদারি—রোসনিমে রয়না
আজ রোস্‌নি মে রোস্‌নি মিলাকে, গাও রোস্‌নিকা গানা !

(গান)

পুরুষ । ঘোমটা খসিতে নিশা পলাইল
উষার অধরে হাসি,
ধরণী শ্বসিত শীতল সমীরে
হৃদয় জুড়াতে আসি ।

(গান)

নারী। সুনীল আকাশ তারকার রাজি
নিভায় স্বরগ দীপের মালা,
রক্তচেলি বাসে আলস্যে সহাসে
জাগে উষা গলে নীহার মালা !
উভয়ে। দুরন্ত প্রাণে শান্তি না মানে,
ঘুচিল ক্লান্তি দেহে,
নিশান্তে তাই দুখ-সান্ত্বনা
খুঁজিতে ছাড়িনু গেহে ॥
পুরুষ। প্রাচীন কাহিনী শুনিতাম যদি
প্রাণে উপজিত সুখ,
নারী। বহুদিন ভুলা কাহিনী শুনিলে
জুড়াত তাপিত বুক !
উভয়ে। হে বিধাতা মোরা সে আশীষ মাগি,
নিশি দিন মোরা রয়েছি জাগিয়া
সে তব করুণা লাগি।
(পুরুষ এবং নারী উঠিয়া গাহিল)
মাটিতে পাতিনু কাণ
মূক আগ্রহে শুনিব কাহিনী,
জাগো জাগো দিন, দাও হে দান !

(নুফারের গান)

তুমি চ'লে যেতে যেতে ফিরে ফিরে চাবে
আমি ভালবাসি !
তুমি কিছু না জানিয়ে পিছু হ'তে এসে
চোখ টিপে ধর হই খুসি !
লুকিয়ে গোপনে ছলিয়ে সবায়
আমায় তুমি ভালবাস !
আমিও ছলিব মম অনুরাগ
রাখিতে নীরবে অপ্রকাশ !
তার পরে এক শারদ প্রাতে,
কে জানে কোন মাধবী রাতে,
ধরা প'ড়ে যাব মোরা উভয়ে
হাসিয়ে হাসাব কাঁদিয়ে কাঁদাব
স্বপন দেখিব জাগিয়ে !

(গান)

বাজে পায়েলা রাঙ্গে রাঙ্গিলা !
বোলে বুল বুল মিঠি কোয়েলা !
বাগ্‌মে গুল্ খোস্‌বদার,
হাজারো আঙ্গুর লাখো আনার !

সুরমে দিল্ দেওয়ানা মেরা !
কাঁহা মেরি জান কাঁহারে পিয়ারা !
আজ রৌসনকা দিন, রোস্‌নিকা খেলা !
দেল্‌দার মাইপেল পিয়া, পিও পিয়ালা !

(গান)

আমার ঘোমটা মাঝে মনের ঘোমটা
খুলে দিল কে ?
প্রাণটি আমার ভালবাসায়
ভ'রে চুম্বনে !
চাঁদ মুখের সে মধুর বাণী
পিয়াস ভরা চোখের চাউনী
সদাই জাগে আমার প্রাণে
আমি শুধু তারই যে !

(পুরুষ গান গাহিল)

মধ্য দিনের আকাশ হইতে
হানিছে সূরজ তীখন শর,
পীড়িত ব্যথিত মরণ আহত
ধরণীতে শুয়ে নারী ও নর।

(নারীগান ধরিল)

অন্দরে এবে মধ্য নিশার
শীতল আরামে খুঁজিনু বৃথা,
তবে রবি করে জ্বলে না তো হিয়া ;
কিসে যে জ্বলিছে কহিব কি তা !

(পুরুষ)

যদি যাদুকর থাকিত এমন,
শীতল প্রলেপে জুড়াত হিয়া ।

(নারী)

মনের বৈদ্য থাকিত কেহ গো,
জুড়াতাম তার শরণ নিয়া ।

(উভয়ে)

হে বিধাতা মোরা সে আশীষ মাগি,
নিশিদিন মোরা রয়েছি জাগিয়া
সে তব করুণা লাগি ।

(গান)

নগন দেহ মুকত কেশে,
শীতল শীকর কণা পরশে,
তাপ ক্লান্তি ধৌত ফুল্ল হৃদয়ে,
সলিল বুকে গলিয়ে পড়িয়ে !

করিব খেলা—মুক্তা ফলরাশি,
ছুড়িব আকাশে মুক্ত কল হাসি !
যৌবন সুষমা রঙ্গে ভঙ্গে
পুলকে নাচিবে অঙ্গে অঙ্গে !
বিচ্ছুরিত রূপ সিক্ত বাসে
গাও জল খেলা মধুর হেসে !

(পুরুষ গান ধরিল)

নিশীথ আঁধার নামিল ভূধরে,
ছাইল কানন গগন মন
তিমিরের তমো—মনির মতন
পাবনা কি বুকে বুকের ধন ?

(নারী গান ধরিল)

দিনের আলোকে যাহার ভাবনা
ছড়াইয়া ছিল ভুবনময়
তাহাকে নিশীথে পাব নাকি চিতে
উজ্জ্বল চারু মূরতি ময় ?

(পুরুষ)

পুরাণো নাট্য হোক্ অভিনীত
আমার পিয়াসী হৃদয় কোণে ;

(নারী)

এতদিন যারা ভাল বাসিয়াছে
সেই প্রেম-গাথা আসুক মনে।

(উভয়ে)

হে বিধাতা মোরা সে আশীষ মাগি,
নিশি দিন মোরা রয়েছি জাগিয়া
সে তব করুণা লাগি!
হে আমার পরম বিস্ময় ধন,
এত দিন তুমি কোথায় ছিলে?
আমারি নিবিড় কামনা হইতে
আজি বুঝি কম মূরতি নিলে?

(গান)

শৈবালে জড়িত পঙ্কিল সলিলে,
তরুণ অরুণ কিরণ চুম্বনে,
কমল কলিকা খুলে দেয় বুক,
একবার কভু না ভেবে মনে।
সে যে কত বড়—সে যে কতদূরে,
কেমনে বাঁধিবে তারে প্রেম ডোরে,
সফল সাধনা; প্রেমিক যতনে
চুমি লয় বুকে সহস্র কিরণে!

ঘুমায় নিঝর পাষাণের বুকে,
প্রকৃতি রচিত স্নেহের কারা !
স্বপনে দেখে সে কাহার মুখ,
ভ'রে উঠে বুক; পাগল পারা !
আকুলি বিকুলি অজানা পথে,
ছোটে সে মিলিতে কাহার সাথে,
আজ ঘুচে গেছে বাধা বিঘ্ন ভুল,
কুল হারায়ে পেয়েছে অকুল !

(আজ) প্রেম সোহাগে চির অনুরাগে,
মিলেছে যুগল—অতুল জগতে,
ছড়াও পুষ্প দম্পতি শিরে !
মঙ্গল বাদ্য বাজাও সুস্বরে !
হাস নাচ মাত মিলন গানে !
মিলেছে প্রেমিকা প্রেমিক সনে
চির অতুলন মন বিমোহন,
চির-বাঁধা আজি প্রাণে প্রাণে !

প্রেমের কমিডি

(গান)

ওগো বুক ভরা আশা নয়নে পিয়াসা
বহিয়ে এনেছ কাহার লাগি ?
বিদায় কালের ভালবাসা কিগো
আজি ও আছে সে প্রাণে জাগি ?
নিতি নিতি কত নূতন আসিয়া
পুরাতনে ম্লান করেনি কি ?
অতীতের সেই হৃদি-ভাঙ্গা প্রেম
নহে পরিণত এরে শুধু কাহিনী ?
এবে অশ্রু জলে ব'য়ে স্মৃতির অর্ঘ্য
এনেছ কি সখা এনেছ কি ?
এত দিন পরে দীর্ঘ বিরহে—
হৃদয় রাণী তা গ্রহিবে কি ?

(গান)

জানা গেল জানা গেল সখা
তোমার এ ভালবাসা।
ভালবাসা বিনে প্রতিদানে আমি
করিনি কিছুই আশা।

একদিন তুমি আদরে চুমি
বুকে তুলে মোরে নিয়েছিলে তুমি,
এবে তীর ছেড়ে নৌকা গেছে দূরে সখা
রেখা আঁকি স্মৃতি অশ্রু পিয়াসা !

(গান)

দুঃখ অভিমানে অশ্রু নয়নে,
অতীত প্রণয় সমাধি পরে ;
বিরহিনী প্রেম বিজনে বসিয়া
স্মৃতির মন্দির রচণা করে !
পূর্ব্ব অনুরাগ, প্রথম মিলন,
সে মধুর হাসি সোহাগ চুম্বন !
ক্রমে অবসাদ, কেমন করে,
এল অবসান নীরবে স্মরে !

পরাণ বাবুর বড় দিন

(গান)

এক দুই তিন !
আমরা তো নই ভিন !
বিছানা পোঁটলা ট্রাঙ্ক আর ছাতি লাঠি,
একে একে গণে নাও সব পরিপাটি,
গণ পিরাণ পট্‌কা,
গণ মাটির মট্‌কা,
তার সাথে মানুষ গণ ঠিক দেখে চিন্‌,
আমরা তো নই ভিন্‌।

মায়াতরু

প্রস্তাবনা

মায়া বীজ হ'তে মায়া তরু আজ,
ফল ফুল ভারে সেজেছে !
এসগো ভাবুক, এসগো প্রেমিক,
মায়ার বাঁধন পর এসে যেচে !
মায়া কারাগারে নিজেকে বদ্ধ,
রাখ চিরতরে, লওগো প্রমত্ত,
সুখ ছলে দুঃখ—বুঝেও না বুঝে
মায়ার কুহকে—অশ্রু হাসি মাঝে !

(পরীদের গান)

সাগর ভূধর মরু প্রান্তর,
চন্দ্র সূর্য্য তারা এই জগতের !
পেরিয়ে সকল—বহু ঊর্দ্ধে তার,
আছে দিব্য ধাম কল্প অমরার !
স্বপন রচিত কুহক মণ্ডিত
অপূর্ব্ব শ্রী মহিমা দীপ্ত,

সেই লোকবাসী সূক্ষ্ম-শরীরি
মায়ার প্রভাবে ত্রিভুবন ফিরি,
কল্পনা চারিনী চিত্তে মানবের
মোরা নশ্বর মাঝে অবিনশ্বর।

(পরীদের গান)

চন্দ্রতারাময়ী চারুযামিনী!
অমিয়া কিরণে স্নাত ধরণী!
মলয়া আজিকে পরিমল হারা,
ফুলরাণী প্রেমে বিবশা কাতরা!
সুদূর হইতে পাপিয়া তান,
ফুকারে কাহার বিরহ গান!
এমন রজনী—এমন চাঁদিনী,
জাগে হৃদয়ে কার মুখখানি!
কোথা তব আজ হৃদয়রাণী
তারে কি হৃদয়ে এখনো পাওনি।

(কুমারীগণের গান)

ফুল কলি আজ মলয় পরশে
খুলে দেছে বুক সলাজে হেসে।
এস কোথা মোর পাগল ভ্রমরা,
অজানা আমার এস মন চোরা;

প্রথম জীবন—প্রথম যৌবন,
প্রথম প্রাণের প্রেম স্বপন ;
এস হেসে হেসে—লও ভালবেসে,
কুমারী হৃদয় বাঁধ প্রেম পাশে।

(কুমারীদের গান)

বাধা তো মানেনা নিঝর সে,
সাগর মুখী হয়েছে যে।
প্রেমের ফল মায়ার গাছে
তুলিব বাধা দিওনা মিছে ;
যৌবন কাতরা কুমারী হৃদয়ে
কিযে বেদনা বুঝিবে কে !

(কুমারীদের মিলন গান)

আজি সবে মিলে গাও প্রাণ খুলে
মধুর অপূর্ব্ব প্রেম-মিলন ;
নব অনুরাগে আদরে সোহাগে
মিলেছে যুগল মনের মতন !
ঢাল চাদিণী ঢাল সুধাধারা
ছড়াও কুসুম অমিয়া ভরা,
সাজাও আদরে আজি প্রাণ ভরে
রাজ-দম্পতি অতুল রতন।

যার যেটি

প্রস্তাবনা

অদেষ্টই মার্কা মেরে দেছে যার যেটি
যতই কেন ঘোরাও ফেরাও—
রবে ডান দিকে ডান হাত, বা'দিকে বা'টি!
যত ইচ্ছা মৎলব আঁট, চালাও বুদ্ধির মাপকাঠি,
অদেষ্টটা ফলবে শেষে জেনো এটা খাঁটি!

স্বর্ণডিম্ব

প্রস্তাবনা

সোণার ডিম আছে এই হাঁসটির পেটে,
বুঝে শুনে তা' দিও ভাই নইলে যাবে ফেটে !
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন
অতএব কর সবে লোভ সম্বরণ ;
এই নীতিটি মনে রেখো সুখে যাবে কেটে,
ঠোকাঠুকিটা কম হবে চল্‌তে ভবের হাটে !

আম্রা



প্রস্তাবনা

শত শতাব্দীর যবনিকা তুলে
অতীত যুগের দৃশ্য পট খুলে,
আজি অভিনয় ; বিচিত্র কাহিনী,
প্রমত্ত প্রেমের মৃত্যু বিজয়িনী!
উত্থান পতন, কত কি স্বপন,
অতীত কাল সাগরে মগন,
শেষ রক্ত রেখা অস্তাচল মূলে
মিশিছে হের আঁধারের কোলে।

(গান)

আজি উৎসব মুখর প্রমোদ রজনী
ফুল্ল যৌবন অতুল শ্রী হাস প্রমোদ রাণী !
পুষ্পমাল্যে রত্নাভরণে ছড়াও সুরভি জ্যোতিঃ,
মদির নয়নে বিলোল কটাক্ষে গাহ প্রেম গীতি।
শিঞ্জিত পদে দেহ সুষমা নাচুক ললিত নৃত্যে,
সুপেয় মদিরা ফেনিলোচ্ছ্বাস বহুক ধমনী চিত্তে !

ভুলে যাও ত্বরা জীবনের জরা এস এস বধু হৃদয়ে
যৌবন পিয়াসা মত্ত চুম্বন দাও পিয়া মুখ রাঙ্গিয়ে ;
মরত জীবন নন্দন স্বপন রচিব আমরা সজনি
উজল দীপে, গন্ধে বর্ণে হাসিছে আজি নিশিথীনি !

(সখীদের গান)

ঢালো ঢালো আরও ঢালো পিয়া
পিও পিয়ারী পিয়ালা ভরিয়া,
পরিপূর্ণ রসে দ্রাক্ষাকুঞ্জজাত
সুরভি সুপেয় আনন্দ অমৃত,
জাগিবে কপোলে গোলাবি লালিমা
নয়নে সোণালি স্বপ্ন জড়িমা,
জীবনের জরা ক্লান্তি অবসাদ
নিমিষে পালাবে করি পরিহাস,
মরুভূমি মাঝে মরীচিকা কোলে
মৃগ তৃষ্ণিকায় জাগাইয়া ছলে
রাখো চিরদিন পিও আজি পিয়া
সোণালি মদিরা পিয়ালা ভরিয়া ।

(গান)

ওগো তোমার আমার প্রাণ
বুঝি বাঁধা এক সুরে !
আমি যখন তোমায় চাই
তোমার প্রাণে সাড়া পড়ে !
সুদূর হ'তে তোমার ডাক
রাখে আমায় আনমনা !
সকল কাজের মাঝখানে
জেগে উঠে ওই মুখখানা !
ওগো প্রাণে প্রাণে মিলে যাবে
তোমায় আমায় এমনি ক'রে
যে পুড়ে যেয়ে মাটির দেহ
মিল্‌বে অভেদ পরপারে ।

(গান)

রমণী হিয়ার মরম কথা
জানো না গো তুমি জানো না !
তুমি পরশ পেয়েছ—বচন শুনেছ,
আপনা ভুলেছ,—তাহাকে চেননা

যদি নিজ প্রাণ দিয়ে বুঝিতে চাহিতে,
তাহার প্রাণের কথা
সে খুলে দিত বুক—আপনা ভুলিয়ে
জানাত তোমায় মরম ব্যথা।

(গান)

উজল বেশে মোহন সাজে
এস আজি সবে মধুর হেসে ;
কনক দীপ জ্বলে হেমাধারে,
পুষ্প মালিকা শোভে থরে থরে,
সোণালি মদিরা পিয়ালা ভরি
এনেছে সাকী পিও প্রাণ ভরি।
চম্পক বদনে গোলাবি লালি
উঠুক ফুটিয়া ভাবে উছলি,
চকিত নয়নে দামিনী স্ফুরণ
অধরে লালসা ! স্পন্দিত স্বপন
তুষার উরষে, মায়ার ভবন ;
প্রাণ খুলে দাও প্রমোদ মাঝে
নাচ গাও সবে মধুর হেসে।

(গান)

পিও পিয়ালি রাঙ্গে রাঙ্গিলি,
ঢাল সাকী ফিন্ মিঠি রসিলি ;
আখ্‌মে মার বিজলীকা ছুরী,
দিল্‌ছে বোল মিঠি পিয়ারী,
নাচ গাও পিও হাস্‌কে মিলি,
দেলদার মাই পেল পিয়া রাঙ্গে রাঙ্গিলি ।

(গান)

মদির মধুর পাগল করা
জগতে কি আর বল এমন
সরমে জড়িত মরম মাঝারে
প্রথম গোপন প্রেম যেমন
কৈশোরে মধুর সলাজ কাতর
যৌবনে দীপ্ত ফুল্ল দিবাকর
বিরহে সাধনা ত্যাগেতে মহিমা
কি অমিয়া করে অমর হেন ।

শারদ গীতি

(গান)

এস গো শারদ প্রকৃতি-রাণী !
ফুল্ল অমল চির কল্যাণী !
শ্যাম শ্রী অঙ্গ বরষা স্নাতা,
স্বর্ণ কিরণ পট্ট পরিহিতা।
শিশির মুকুতা মালিকা কণ্ঠে,
কুন্দ শেফালি কমল অঙ্গে !
কাশ চামর ব্যজিত শিরে,
রাতুল চরণ কুমুদ কহ্লারে !
অঞ্চল পূর্ণ কনক ধান্যে,
হরিত নিচোল শ্যামল তৃণে !
সোণালি তপনে, চন্দ্র কিরণে,
ফুল্ল নীলিমা অগাধ গগনে।
ফুল্ল তটিনী কূলে কূলে জল,
পূর্ণতা শোষে স্থির অচঞ্চল !
ঐ শোন বাঁশী আবাহন ধ্বনি,
শারদ গীতি গাহলো সজনি !

(গান)

ফুল্ল তপন সোণালি কিরণে
শিশির বিন্দু মুকুতা ভরণে
প্রকৃতি সেজেছে শারদ সাজে।
শিরে শেফালিকা শোভিত কুন্তল,
অঙ্গে বিকাশে অমল উৎপল
সুরভি বকুলে অনিল আকুল,
কাশ কুসুমিত শোভে নদী কুল
মরি কি শারদ সুষমা রাজে !
কনক ধান্য পরিণত ভারে—
বরষার রেখা ম্লান চারিধারে,
মিলন উন্মুখ হর্ষ প্রবাহ,
খেলে প্রাণে প্রাণে দূর দূরান্তরে,
শারদ প্রভাতি বিহগ গাহে।
নীলিমা অগাধ নিরভ্র গগন,
ঢালে শশধর রজত কিরণ,
অতীত স্মৃতি বেদনা জড়িত,
জাগে হৃদয়ে শৈশব স্বপন,
আজি আবাহন ঐ শোন বাঁশী বাজে।

———

(গান)

স্বর্ণ কিরণে, শিশর সিঞ্চনে
এস কল্যাণি কনক কল্যাণে ;
শ্যাম দুর্ব্বা তৃণে, কনক ধান্যে
মরি কি শোভা হরিত হিরণে।

জননী আজিকে খুলেছে ভাণ্ডার,
সজ্জিত স্তূপে পক্ক শস্য ভার ;
হর্ষ মুখরিত পল্লী ভবনে,
হবে নবান্ন নূতন ধান্যে।

জগতের ক্ষুধা দীনতা বরণে,
মিটাইছ তুমি প্রীতি ফুল্ল মনে।
সুশীতল ছায়া, শিশির পবনে,
রাজিছে শ্যাম-শ্রী শান্তি কিরণে।

(গান)

হের শারদ আকাশে সুনীলিমা
জোছনা অমিয়া-শুভ্র চন্দ্রিমা।
কৌমুদী কিরণে বন পথ আঁকা,
কালো জলে চূর্ণ হীরক মাখা।

আঁধারে শেফালি সলাজ মুখে
রচিছে বাসর—ফুল শয্যা সুখে
ধরণীর বুকে, প্রভাত বেলা
অমল ধবল পরিমল ঢালা।

জল হারা মেঘ দিগন্তে লীন,
শুভ্র কোমল নবনী সম,
সোণালি কিরণে জড়িত নীলিমা
হাসে চারিদিকে শারদ সুষমা।

(গান)

ফুল্ল সরোবর ফুল্ল রবিকর,
ফুল্ল কমল কুমুদ কহ্লার!
ফুল্ল নীলিমা, ফুল্ল চন্দ্রিমা,
ফুল্ল রজনী তারকা কর!
শান্ত তরঙ্গিনী কাশ কিরিটিনী
আসে তব দ্বারে লক্ষ তরণী,
সম্ভার পূরিত কত দেশ হতে
সুখ স্মৃতি মাখা কত শত গেহে
আনন্দ মিলনে, এসেছে ঘর,
শারদ উৎসবে বরষ পর!

(গান)

রক্ত কমলে রাতুল চরণ,
শ্বেত শতদল অঙ্গ শোভন !
সীমন্তে কুমুদ নীল কহ্লার,
চূর্ণ কুন্তলে শুভ্র কুন্দ হার !
অতসী কাঞ্চন অঞ্চলে খচিত,
কাশ চামর সমীর ব্যজিত !
শেফালি সুরভি অমিয় আনন,
পরিমল ভরা মন্দ সমীরণ !

(গান)

(আজি) মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ নির্ঝরিণী
উথলি উঠিছে—কণ্ঠে আগমনী !
"যাও যাও গিরি আনগে গৌরী
উমা আমার কত কেঁদেছে"
এযে আবাহন স্নেহ মরমের,
শত শৈলজার মাতৃ হৃদয়ের !
আজি ঘরে ঘরে বরষ পরে
আসিবে গৌরী শিব সাথে করে !

স্নেহ পারাবার উথলি উঠিবে,
জননী তনয়া হৃদয়ে ধরিবে !
ঐ শোন বাঁশী করুণ রাগিনী,
শারদ প্রভাতি—আসিছে রাণী !

(গান)

স্বর্ণালোকিত ভুবন খানি,
জোছনা হসিত নিশিথিনী !
সুনীল গগন মুকুট খানি !
নক্ষত্র খচিত পান্না মণি !
এস গো এস শারদ রাণী ।

এস শেফালি মালিকা কণ্ঠে !
এস অমল উৎপল অঙ্গে !
(এস) কনক ধান্য পেটিকা কক্ষে ।
এস হরিত তৃণ নিচোল বক্ষে !
এস এস !

আজ বিহগ কাকলী ছন্দে,
জননী তোমায় আদরে বন্দে !
সিক্ত শিশির শ্যাম ধরণী,
শারদ-সুষমা হসিত অবনী ।
এস গো এস শারদ রাণী !

এস পরিমল ভরা শিশির বায়ে !
এস সোণালী রোদে, শ্যামলাছায়ে !
এস চাঁদিনী রাতে পাপিয়া তানে !
এস শারদ স্মৃতি সুখ স্বপনে !
এস এস !

(গান)

(আজ) পূজো পূজো রোদ উঠেছে
প্রাণটা কেমন করে !
(যেন) জীবনের স্মৃতি পটটি
চোখের উপর ধরে !

মনে হয় সে ছেলে বেলা
ভোর না হতে ছুটে চলা,
শিউলী ফুল আঁচোল ভরে,
মালা গাঁথা যতন করে।

মনে হয় সে গাছের ছায়া
আকাশের সুনীল কায়া
রৌদ্র তপ্ত মেঘ গুলো
শরতের স্বর্ণ আলো।

মনে পড়ে কালো দীঘির জল
ফুটে কত শ্বেত রক্ত কমল
পাতার মঝে ফাঁকে ফাঁকে
কুমুদ ফুটে ঝাঁকে ঝাঁকে !

শুষ্ক হাসি কাশ রাশি শোভে নদীতীরে !
রোদ পোহায় জলচর তপ্ত বালুচরে !
মনের সুখে চকা চকী বাঁধে সেথা ঘর !
কৃষ্ণ বিন্দু পাখী উড়ে নীলাকাশ পর !

শরতের চাঁদ্‌নী রাতে
কত খেলা আঙ্গিনাতে
জোছনায় প্রাণ মাতামাতি
ঘুম নেই চোখে সারারাতি !

গোময় লেপা আঙ্গিনাটী
শস্য ভরা পরি পাটি
কাজ লেগেছে নেই ছুটী
মুখে উঠে হর্ষ ফুটি !

ঘুম ভেঙ্গে যায়, মনে পড়ে,
সানাইর করুণ সুরে
পূজোর বাড়ী বোধন আজি
কলা বৌ যে স্নান করে !

বিদেশ হতে আপন জন
আস্‌বে বাড়ী ফুল্ল মন
নদীর ঘাটে রয়েছে ভিড়ি
বোঝাই করা নৌকা সারি !

পোহায় না রাতটা যেন
পরবো কখন মনে হেন
নূতন পোষাক মজা করি
চলে যাবো পূজো বাড়ী !

জীবন যত ফুরিয়ে আসে
স্মৃতি ততই বাড়ে
(আজ) পূজো পূজো রোদ উঠেছে
প্রাণটা কেমন করে !

(গান)

শারদ গীতি গাহ সখি !
শারদ তপন স্বর্ণভাতি !
শারদ চন্দ্রিমা অমল জোছনা !
শারদ গগনে প্রশান্ত নীলিমা !

কমল কুমুদ ফুল্ল সরোবর !
কাশ কুসুমিত তটিনী তীর !
শেফালি মাল্য রচিয়া সখি !
গাও সবে আজি শারদ গীতি !

কনক মণ্ডিত শস্য ক্ষেত্র রাজী !
হরিত হিরণে কি শোভা আজি !
শিশির স্নাত শ্যাম প্রকৃতি !
গাও সবে আজি শারদ গীতি !

ভিখারী কণ্ঠে শোন আগমনী,
শরতে আসিবে জগৎ জননী !
করুণ সুরে ঐ বাজে বাঁশী !
গায় আবাহন—শারদগীতি !

ছোট্ট খুকুমণি

প্রস্তাবনা

আজ একটী গোলক ধাঁধা
দিলুম সাম্‌নে ধ'রে,
সঠিক উত্তর না পাইলে
বুঝবো গেলেন হেরে !
ভারি জটিল প্রব্লেমটি
এলজাব্রা আর জিওমেট্রি,
দেখুন কসে দেখুন সবে মনোযোগ ক'রে,
থাকে যেন "পাশ্‌মার্ক" তবে দেই স্থুরু ক'রে।

(জুলেখার গান)

আমার এতদিনের সাধের স্বপন
ফল্‌বে আজ—আস্‌ছে বর !
চুমো খাবো হেসে হেসে,
করবে আমায় কত আদর !

বিরহের জীবন এখন
হবেনাকো বইতে আর,
কেমন মজা—বুঝ্‌বো বিয়ে।
মিষ্টি কেমন হয় ভাতার!

(জুলেখার গান)

ও বাবা—এ আবার কেমন মেয়ে!
বুঝি জন্ম নিল দুনিয়ায়
একদম ত্রিশ পেরিয়ে!
মেয়ে আমার মায়ের বয়সী
হেসে মর্‌বে সব পাড়া পড়শী
এমন সস্তা—তুলোর বস্তা
কি মুস্কিলই হবে নিয়ে;

———

গরগরা। তোর নাকটা বেড়েছে বেশী,
মেরে বসব এক ঘুষী,
দেখিয়ে আন্‌বো গয়াকাশী—(বুঝলি—বেখরচায়)

খেনখেনি। পেটে খেলে পিঠে সয়,
তোকে আবার করব ভয়,
জানিস্ আমি তেমন নয়!

গরগরা। জানি ফির্‌বি আমার ল্যাজে ল্যাজে,
সাপের হাঁচি বেদেয় বোঝে,
এখন চুপ করে যা আপন কাজে।

খেনখেনি। বটে, বটে—আর বকিস্‌নি
সয়না তোর ঘ্যান্ ঘ্যানানি
এই চল্লুম আমি এখনি।

(খেনখেনি ও গরগরার ডুয়েট গান)

গরগরা। এই মাগী জাতটা দু'চোখে দেখ্‌তে আমি নারি,
ইচ্ছে হয় পিটিয়ে জুতো দুনিয়ার বার করি!

খেনখেনি। চোখের বালাই এ মরদগুলো বেইমানের ধাড়ি;
ইচ্ছে হয় খ্যাংড়া মেরে বিষ দেই সব ঝাড়ি!

গরগরা। পয়জার—পয়জার—বুঝ্‌লি, কেবল পয়জার!
পিটে পড়লেই শুধ্‌রে যাবি থাক্‌বেনা বিষ আর!

খেনখেনি। ভোতা মুখ থেতো কর্‌ব এই লাথির চোটে,
তখন তুই সোজা হবি, মর্‌বিনা বাজে বকে !

গরগরা। বাঁদরমুখী হতচ্ছাড়ী, পোড়া কাঠের মূর্ত্তি !
দেখ্‌লে আয়ু কমে যায়—থাকেনা প্রাণে স্ফূর্ত্তি !

খেনখেনি। হতচ্ছাড়া বিট্‌লে বেটা—আলুসিদ্ধ চেহারা,
চোখের বালাই, ঘাটের মড়া, পাজির পা'ঝাড়া !

গরগরা। আরে মারপিট, ঝগড়াঝাটি—বুঝলি কিনা বুঝলি,
পীরিতের খোরাক ওসব—ভাবের হজ্‌মিগুলি !

খেনখেনি। আরে তাই নাকি গরগরা—আয় এদিকে সরি ;
চুমো খাই আদর করে—বুকে জড়িয়ে ধরি !



মূক স্ত্রী



(গান)

সূরজ চন্দ্রিমা নিভে আছে সদা!
চির অন্ধকারে বিশ্ব সৃষ্টি শোভা!
শ্যামল প্রকৃতি ফল ফুল রাজি,
দেখিনি জীবনে, নিজকে দেখিনি
দেখিনি কখন প্রিয়জনে মোর,
শুধু অন্ধকার—অন্ধকার ঘোর
হে নাথ হৃদয়ে সে আলোক রেখা,
ফেল যাতে তুমি দেবে মোরে দেখা।



আজব-খেল্



(গান)

আজ বড়া দিনকি ক্যায়া বাহার।
ক্যায়া মজিদার সহর গুল্জার।
দেখো রোস্নিকি চমক্ রং বেরং,
হর্ রং কি গুল্ ক্যা খোস্বো ক্যা ঢং।
আঁখ্মে আঁখ্ আগিয়া গুলাবি লালি।
পিও সিরাজী আউর এক পিয়ালী।
খা লেও পোলাও কোর্ম্মা কাবাব।
বন্ যাও বেগম—আস্লি নবাব।
আজ ফূর্ত্তিকা মেল, ফূর্ত্তিকা খেল,
ফূর্ত্তিকা বাহার।
দেল্দার মাইপেল পিয়া বড়ি দেল্দার



(গান)

বাঁদী। আয় চলে আয় খদ্দের ঝাঁকে ঝাঁকে।
আমরা বিকাবো আজ বড়াদিনের হাটে ॥
যে ছোড়্‌বে ইনাম্ সেই বাজাবে কাম্,
বাজে লোক সব হাঁ ক'রে দেখ্‌বে ধুম্‌ধাম্।

দালাল। আজ বড় দিন কি রোজ,
কর সবকি তবিয়াৎ খোস্।
লে যাও বাঁদী, খাঁটী চাঁদী,
আস্‌লি, ইরাণী, তোফা বোগ্‌দাদী।

বাঁদী। আমরা জন্মেছি কেবল বিকোতে,
শুধু এক হাট থোকে অন্য হাটে।

সকলে। আজ বড়া দিন, দেখো ক্যায়া বাহার।
ক্যায়া গুল্‌জার আজ বাঁদী বাজার।

(৩য় বাঁদীর গান)

চমন কি তক্ত্ পার
সাহি গুল—ক্যায়া বাহার।
হাওয়া চলে মিঠি মিঠি
বড়ি খোস্‌বোদার।
হাজারো বুল বুল বোলা রহে
শুন ক্যা মজিদার।

(দালাল ও বাঁদীগণের গান)

বড়াদিনকা রোজ আজ
মাৎ দেও ঝাঁক্ ।
চালাও স্ফুর্ত্তি হারদম,
আ যাও খদ্দের ঝাঁকে ঝাঁক্ ।
আয়াথা উজীর মেহেরবান,
চুন্‌লিয়া বাঁদী দেল্‌কা আসান ।
চালাও ওম্‌দা কোপ্‌তা কালিয়া,
জরদা পোলাও তোফা হালুয়া ;
পিলেও সিরাজী ওম্‌দা সরাপ্
বড়াদিনকি রোজ ক্যায়াবাৎ ক্যায়াবাৎ ।

(গান)

ক্যায়া মজেকা বড়াদিন !
খা লেও কোপ্তা কালিয়া কাবাব,
যেত্‌না সেকো সরাব রঙ্গিন !
রোস্‌নিসে উজল তামাম আজ,
খোস্‌বোসে ভরা নারগিস্ গোলাপ,
পিলেও পিয়ালী পিলেও ফিন্,
দেল্‌দার মজ্‌লীশ আজ বড়াদিন !

(ইংরেজ ভঙ্গিতে গান)

ডারেরে ডারেরে ডারেরে ডারে ডা।
ডারেরে ডারেরে ডারেরে ডারেরে ডারেরে,
ডারেরে ডারেরে ডা,
বড়াদিনকি রোজ আজ ক্যায়া ফুর্ত্তি বাহার।
ক্যায়া মজিদার রংঢং আসর গুল্‌জার।
খালেও চক্‌লেট বিস্‌কুট্‌ কেইক্‌,
পিলেও থোড়া মিঠা পেগ ।
Good night ladies, gentlemen.
Wish you good luck ever-anon.

সুনন্দার বন্দী

নববর্ষ আবাহন

এস নব—এস চির—অনাদি অনন্ত,
আজি কাল সাগরে বিগত বরষ অন্ত!
আন নূতন আশার আলোক প্রাণে,
নবীন উৎসাহ জাগাও সবার মনে!
রচ অতীত বরষ সমাধিপরে,
গগন-লগন প্রেম আশা মন্দিরে!
আন শান্তি, প্রীতি, জগত মঙ্গল,
সুজলা সুফলা ধরা শস্য শ্যামল!

(গান)

মনের কথা বলনা খুলে
লুকুস্‌নে আর ভালবাসা,
পাবিনি জানিস্‌ তুই
আমার মত সহায় খাসা!

দুইয়ের মাঝে কোন্‌টা ভাল
অভিমান, না—ভালবাসা ?
কারে নিয়ে জুড়ায় হৃদয়,
মিটে যায় প্রাণের আশা ?

(বল্লভের গান)

সকল বেটাই বিয়ে-পাগলা,
নাম পড়েছে শুধু আমার !
আমার সুখে হিংসা ওদের,
তাই ঝাড়ে এই গায়ের জ্বালা !
নূতনেতে নোলায় জল—
পুরোনোতে জান হায়রাণ !
এমন ধারা অনেক আছেন,
দেখ্‌ছি শুধু আমার বদ্‌নাম !

(গান)

আস্‌ছে বল্লভ, জীবন বল্লভ,
পল্লবে ফুলে সাজারে গেহ,
তার সাথে মিল দিতে গেলেই শুধু
মনে হয় ঐ সুন্দর দেহ।

(সুরভির গান)

প্রথম গোপন প্রণয় পীড়িত
সলাজ কাতর হৃদয় মাঝে
কি যে আকুলতা প্রকাশের তরে,
সেই জানে শুধু জেনেছে যে ॥
ভালবাসিনা বলে সে যে
জানায় তাহার ভালবাসা,
ছুটে চলে যেয়ে ধরা দেয় পরে
"না" "না" মুখে বলে, প্রকাশে আঁখিতে "হাঁ"।

মিস্ হীরাবাঈ

প্রস্তাবনা

এস কুন্দেন্দু তুষার হার ধবলা
বাণী, বীণাপাণি !
এস বিমল মানস জ্ঞান সর নীরে
শ্বেত শতদল বাসিনী !
তুমি প্রথম জ্ঞান জ্যোতি চেতন নীরে
প্রথম নাদ প্রথম বেদ ওঙ্কার সুরে !
প্রথম কবি কণ্ঠে অমর বাণী !
ঝঙ্কার বীণা বিশ্ব প্লাবিনী !

চিত্র ভাস্কর্য্য—কলা ললিত,
(এস) মানস নন্দন চির সেবিত !
জ্ঞান জ্যোতির্ম্ময়ী মূরতি ধরিয়ে
যে দিন জ্ঞানদা ঋষি হৃদয়ে
ভাতিলে প্রথম, বিশ্ব প্রকৃতি
হর্ষে উজ্জ্বল শ্যামল ছবি !
হাসিলা আনন্দে চন্দ্র তপন,
নীল নভতলে তারা অগণন !

শিশির অশ্রু মুছে ফেলে দিলা,
শ্যামল অঞ্চলে কুসুম কুন্তলা !
নন্দন হইতে বসন্ত আইলা !
সুরভি মলয়া চৌদিকে বহিলা।

কুঞ্জে কুঞ্জে পিক উঠিল গাহি,
ছুটিল ভ্রমর মধু মদে মাতি !
চূত মুকুলের মদির গন্ধ,
ছেয়ে গেল ভরি দিক দিগন্ত।

সেই অতীতের প্রথম দিনের
ছুটেছে রেখা দিকে অনন্তের,
আজি সেই দিন ; পুষ্প চন্দনে
এসেছি পূজিতে রাতুল চরণে !

এস ভগবতী ! এস মা ভারতী
এসো মা, এসো মা বাণী !
চিত চকোরে, চরণ সুধা
দেহ মা দেহ মা জননী !!

পাণি প্রার্থনা

প্রস্তাবনা

খাঁটি জেনে ভালবেসো নইলে হবে মাটি,
সময় কালে মনে যেন থাকে এই কথাটি !
প্রথম রূপের আলোকে
চোখে বড় ঝাপ্‌সা লাগে !
দেখে শুনে যাচাই করবার দেয়না সুযোগটি,
খাঁটি জেনে ভালবেসো নইলে হবে মাটি !

(গান)

জ্যোছ্‌না রাণী গো জ্যোছনায় দেখা দাও,
সন্ধ্যার তারা মত উজ্জ্বল নয়নে চাও !
আমি আছি তব আশে,
বাঁধিব কখন বাহু পাশে
তুমি এসে হেসে মম প্রাণ বাঁচাও !

(গান)

একে দেখ্‌ছি ভারি মুস্কিল !
কেঁচো খুড়্‌তে সাপ উঠেছে,
মশা মারতে নাকে কিল !
ঘাট হয়েছে এবার আমার,

এমন ধারা করবনা আর,
বোল্‌তার চাকে আর কখন
ছুড়ব না কো এমন ঢিল,
এযে দেখ্‌ছি ভারি মুস্কিল !

(বন্দনার গান)

তামাসা যদি কর্ত্তে হয়
কর এমন ধারা,
কারু প্রাণে না আঘাত দেয়,
হেসে সবাই লুটায় ধরা !
অপর প্রাণের সুখের ঢেউ
বইতে দাও আপন প্রাণে,
থেকোনা "তুমি" "তোমার"
এই সরু গণ্ডীর মাঝখানে !
সুখে দুঃখে প্রসার করে
আপনাকে বিশ্বে যারা,
ঘুচে তাদের সকল বিরোধ,
মুক্ত হয় দুঃখের কারা !

(ডুয়েট গান)

করুণা। মামার বাড়ীর আবদার হেথা চল্‌বেনাকো চল্‌বেনা,
অমন করে যা' তা' কথা আর মুখে এনোনা !
শ্রীধর। ছেলের হাতের মোওয়া তুমি পাওনি জেনো মনে,
ছলে বলে কেড়ে খাবে এইবার সর মানে মানে !
করুণা। খোঁজ কল্লুম, বের কল্লুম আমি সবার আগে,
তুমি উড়ে এসে জুড়ে বসে চাও জবর দখল নিতে !
শ্রীধর। গাধা শুধু চিনির বোঝা বয়েই নিয়ে চলে,
চিনি খাবার দাবী তার নেই কোন কালে !
করুণা। খবরদার ! মুখ সাম্‌লে কথা বল লাগিয়ে দেব ঘুসী-
পাঠায়ে দেবো বে খরচায় শ্রীবৃন্দাবন আর কাশী— !
শ্রীধর। তবে চল্ল এখন ঘুসীর বহর সাম্‌লে নিও ঠেলা,
সোজা হাতে ঘি উঠেনা—দেখাচ্ছি তোমায় শালা।
করুণা। বটে রে ! যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা,
এক লাঠির চোটে তোর ভেঙ্গে দেবো মাথা !
শ্রীধর। এই বার তবে লেগে পড়ি—আরত সহ্য হয় না,
যমের সঙ্গে বিয়ে তোর—আরত বাঁচ্‌তে হবেনা !

ছুটির দিনে



(সুনন্দার গান)

আমি জেগে কি স্বপনে জানি না
যাহার তরে আমি গৃহ ছাড়া,
ছুটিয়া বেড়াই পাগল পারা,
সেই মোর প্রাণ আকুল টানে।
মিলবে যে হেথা এমন মিলনে
সে আশা কখন ছিলনা ছিলনা।।



যাদু



(গান)

(মেরা) ঝুলিমে হ্যায় হাজারো যাদু
যিস্‌ছে তামাম্ দুনিয়া কাবু !
বহুৎ আচ্ছা—একদম্ সাচ্চা
চুট্‌কিছে মারতা দুনিয়া মজা !
লড়াই, চড়াই, পীরিত, আস্‌নাই
হ্যায় জোয়ানি কি আচ্ছা দাওয়াই,
আও খদ্দের ঝাঁকে ঝাঁকে,
লুট্ লাও যাদু ফাঁকে ফাঁকে,
যাহা জি চায় ডার দেও যাদু,
কর্‌লেও উস্‌কো একদম্ কাবু !

(গান)

ঠকালে যে ঠক্‌তে হয়
সেকি সবাই জানে !
প্রথম ভাবে ভারি চালাক
আহম্মূক সে পরে বনে !
যেমন দেয় তেম্‌নি পায়
নিয়ম এই তুনিয়ার,
বুঝে শুনে কাজ কর্‌লে
পস্তায়না পরে আর !

(গান)

জেনো সংসারে যার পয়সা নাই
তার ভালবাসার মুখে ছাই !
ট্যাঁকে যার আছে যত,
ভালবাসার তার দাবী তত !
পাইকিরী কি খুচরো ভাবে
যে যেমন চাও তেমনি পাবে।
প্রাণের কথা মনের ব্যথা
যত ইচ্ছা চালাও দাদা।
কিন্তু চক্‌চকে ওই গোলক ধাঁ ধাঁ
আগে পিছে থাকা চাই !

(গান)

যাদুর মিলন দেখ্‌বি যদি
আয় তোরা সব আয়।
দেখ্‌বি যদি নূতন প্রণয়
প্রেম ভরা দুটি হিয়ায়,
আঁখিতে আঁখিতে যাদুর ঘোর
বেঁধেছে যুগল মিলন ডোর,
সুরভি মৃদুল মলয় বায় ;
যাদুর মিলন দেখ্‌বি যদি
আয় তোরা সবে আয়॥

খুড়ো খুড়ী

(দৌলতের গান)

রূপ যৌবনে লাগলে ভাঁটা
প্রেমের তরী বাওয়া দায় !
ভাঙ্গা তরী পাল পায়না,
জখম হয় মাঝ দরিয়ায় !
খাবি খেতে খেতে সেটা
ডুবে পরে মরে !
নূতন প্রেমের নবীন পানসী
ভাসে তারি পরে !

(নলিনী ও মালতীর গান)

স্বপন আমার সফল আজিকে,
সাধনা সফল আজি !
আমি পাব তাকে, যাকে
দেহ মন প্রাণ সঁপেছি !
সারাটি জীবন বিরলে বসিয়া
রচেছি গোপনে [illegible] মায়ার ডোর,
বিধির কৃপায় বুঝিবা তাহাতে
পড়েছে ধরা মম মন চোর !

(মৃগেনের গান)

অমল মধুর প্রেম পারাবার
উছলে বিরহ দগধ প্রাণে !
শত ইন্দ্রধনু হাসির ছটায়,
লীন হৃদি-তম উজল বর্ণে !
সলাজ চাহনি—মধুর বাণী,
পিপাসু প্রাণে প্রেম নির্ঝরিণী !
এস প্রথম প্রেম-কিরণ রেখা
মম হৃদয় পূরব কোণে !
আমি তোমা লাগি আছি যে চাহিয়া
অধীর তৃষিত প্রাণে !

(মিলন গান)

ঘোর প্যাঁচের মিলন হলো,
ঘুচে গেল সকল লেঠা,
এবার চাই মোরা আছে যত
খুড়ো খুড়ী কাকী কাকা।
সবাই মিলে গাইবো মোরা
সবার মিলন গান,
আমোদের তুফান বইবে,
মেতে উঠ্‌বে সবার প্রাণ !

আগন্তুক

(আরতির গান)

আমি কণ্টক ছাড়া কুসুমে কখন
পারিনা করিতে মনে !
একের সহিত অপর এমনি
জড়িত মরমে প্রাণে !
সুখ স্মৃতি সনে কত বিষাদের
ছায়া ভেসে আসে মনে,
একি অভিশাপ—নাই কি কোথাও
অবিমিশ্র সুখ এ ধরা ধামে !

তরলা

(নলিনীর গান)

আমি চাই সাথী চির জীবনের
আশা ভালবাসা রূপ যৌবনের !
ভালবাসা দিতে ভালবাসা পেতে,
সুখে দুঃখে মোর জীবন নাথে !
যমজ করিয়া সৃজিয়াছে বিধি
সুখ, ভালবাসা—ভোগ কভু তারি
নাহি হয় একা—চাই সম প্রাণ দুই,
আমার মানস সাথীটি আসিছে অই।
সুরভি কুসুম ঝরিয়া পড়িলে
যৌবন অন্তে,
তুলিবে আদরে নব প্রেম ফল
জীবন বৃন্তে।
পূর্ণতা লভিব আমার প্রেমের,
আমি চাই সাথী চির জীবনের।
জীবনে মরণে জন্ম জনমের
আমি চাই সাথী চির জীবনের।

(সকলের গান)

এবার ছোঁড়া ছুঁড়ীর মিলন হতে
মিল্লে গেল বুড়োবুড়ী !
চল সকলে নেচে গেয়ে
মনের সুখে বাড়ী ফিরি।
ছোঁয়াচে পীরিত বড়,
মানে না মানা কারো,
চাউনি পেলেই বাউনী ধরে
হেসে পরায় গলায় ফাঁসি !
এখন বাড়ী যেয়ে বেছে নাও সব
কে আছে কার প্রাণের জুড়ি।

কাল্পনিক মাসী



(প্রতিবেশীদের গান)

এমন রতন পেলে পরে
ভয় কি যেতে সাগর তলে !
চাওয়ার মত চাইতে হয়,
মনের মত কি অম্নি মেলে !
যে মাটিতে পড়ে লোক
উঠে তাহাই ধরে,
যতই কেন হওনা নাকাল
নাও সাগর সেঁচে রতন তুলে ।

হারানো জুতা

(নেপথ্যে গান)

মিলনের সাথে বিরহ গাঁথা,
আলো পাশে সদা ছায়াটী যথা ॥
ভালোবাসা হের ভাসে অশ্রুজলে
প্রভাত কুসুম সম নীহার মুকুতা দলে।
দুঃখ সনে সুখ একই সুতে গাঁথা,
উদয়ের ভালে অস্ত লাঞ্ছনা যথা !

(ডুয়েট গান)

পুরুষ। আমি চাই তোকে শুধু ভালবাসি,
বলনা কি পেলে আর তুই হোস্ খুসী !

স্ত্রী। প্রেমছাড়া আমি কিছুই চাহিনা,
সেই জেনো মোর জীবন কামনা।

পুরুষ। কেমনে সফল হয় সেই বাসনা,
বলতো তাহার কোন সাধনা।

স্ত্রী মনে প্রাণে হয় ভালবাসিতে,
প্রিয়তম বুকে আপনা হারাতে।

চুম্বনে সমাপ্তি

(যোগেনের গান)

তুমি পড়িলে না বাঁধা
আমার মরম বাঁধনে,
তুমি নাহি দিলে ধরা
আমার নীরব সাধনে।
ব্যর্থ জীবনে বহিয়া নিরাশা
দেবো চিরদিন তোমা ভালবাসা,
মানসী-প্রতিমা গড়িয়া তোমার
দেবো প্রেমাঞ্জলি চরণে তাহার !

বনদেবী



প্রস্তাবনা

বন্দো জননী জনমভূমি
সুজলা সুফলা শ্যামলা,
বীর প্রসবিনী জগত পালিনী
কণ্ঠে অমর কীর্ত্তিমালা !
তুষার কীরিট হিমাচল ভালে
জাহ্নবী যমুনা পীযুষ ঢালে,
নীল সিন্ধুজল চরণ চুম্বিত,
প্রকৃতি অনন্ত সুষমা মণ্ডিত !
জগত সভ্যতা জননী তুমি যে,
ফুটেছে তোমারি পুণ্য ভূমিতে,
প্রথম জ্যোতি উদয় শিখরে,
প্রথম সাম ঋক ওঙ্কার সুরে।
শত কোটি কণ্ঠে ডাকিছে "মা",
হিম-অচল হতে কুমারিকা—
জয় মা জননী জনমভূমি
হাস মা গৌরবে হাস মা !

(অনার্য্য সৈন্যদের গান)

জয় রাজন, প্রকৃতি রঞ্জন,
বীর মূরতি প্রিয় দর্শন,
বিজয় শ্রী শোভিত অঙ্কে,
অমর কীর্ত্তি মালিকা কণ্ঠে,
নিত্য বিকসিত অচলা শ্রী,
প্রণমি তোমায় প্রণমি।

(পরিচারিকার গান)

সাজিয়ে এনেছি কুসুম প্রতিমা,
কোথা অলি বঁধু এস ধেয়ে !
মিনতি গুঞ্জন জানায়ে চরণে
মন জেনে বুকে লহ চুমিয়ে !
মন রাখ তার সদা আদরে,
দোলাও তাহায় সোহাগ করে,
দেখো যেন বধূ—ফিরায়না কভু
মুখ খানি তার অভিমান ভরে।

(সখীগণের গান)

(হের) মেঘ জাল হতে দীপ্ত তপন
বেরিয়ে এসেছে স্বর্ণ-কিরণ,
প্লাবিছে ধরণী—নীল আকাশে
গৌরব মহিমা ভাতি প্রকাশে !

বিজয় পতাকা পুষ্প মালিকা
সাজাও তোরণ পত্র আচ্ছাদিতা,
মঙ্গল শঙ্খ বাজাও সঘনে,
কর হুলুধ্বনি পুরবাসী জনে !

মৃদঙ্গ মুরজ মূরলী মধুরা
বাজাও মধুর বীণা সপ্তস্বরা,
মোহন বেশে ফুল হার গলে
সৌরভ অমিয়া মাখিয়া কপোলে !

চঞ্চল নৃত্যে শিঞ্জিয়া নূপুর
উৎসব গীতি গাহ সুমধুর,
রেখো এই দিন চিরস্মরণ
হের মেঘ হতে ঐ ফুটিছে তপন !

(নর্ত্তকীর গান)

কি এক প্রাণে ব্যথা নিয়ে
বাজে যেন বাঁশী।
আমায় আকুল করে ঐ সুরে
চোখে উঠে অশ্রু ভাসি॥
নীল আকাশে হাসে তারা
মলয় ফুল গন্ধ হারা
তার মাঝে এ পাগল করা
কেগো বাজায় বাঁশী!
আমি কেমন করে জানাই তারে
পিয়াস মোর মন উদাসী॥

(নর্ত্তকীদের গান)

খোল গো নলিনী পরিমল ভরা
বিষাদ মুদিত বুক।
(হের) কতনা আদরে প্রেম সোহাগে
প্রভাতি তপন চুমিছে মুখ

ফেল মুছে অশ্রু শিশির কণা,
মলয়া জানায় মরম বেদনা,
মিনতি গুঞ্জন জানায়ে কতনা
লুবধ ভ্রমর করে আনাগোনা।
পরিমল ভরা খোল খোল বুক
হের আজি বধু চুমিছে মুখ।

(সজ্জারক্ষিকার গান)

সাজ সাজ ওগো সাজ সুন্দর।
সাজ বসনে সাজ ভূষণে,
সাজ কুসুমে রচিয়া হার॥
ফুটিয়া উঠুক হাসিতে ভাসিতে
নব অনুরাগ মদির আঁখিতে
বিজয় রজনী আজি তোমার।

(রাজার গান)

আমি এত দিন কল্পনা তুলিতে
গোপনে মরমে ভালবাসা দিয়ে
যে ছবি এঁকেছি মানসে আমার,
তোমাতে যে তাহা লভেছে সাকার।

আমার সকল সাধের পূরণতা দিয়ে
সদয় বিধাতা গড়েছে তোমারে,
কে গো তুমি মম মানস প্রতিমা
এস এস মম হৃদয় পরে।

(সখীগণের গান)

আজি সহকার সনে বন যূথিকায়
বাঁধিব আমরা মিলন মালায় !
রবিকরে মুখ খুলিবে নলিনী,
কৌমুদী পরশে ফুল্ল কুমুদিনী !
সাগরের সনে মিশিবে তটিনী,
প্রেম মিলন গান গাহ সজনী !

(অনার্য্যদের গান)

নমি বনদেবী চরণে মা,
অঙ্গ শ্যামল দংষ্ট্রা করাল
দীপ্ত জ্বালাময়ী নয়ন বিশাল,
বর্ম্ম চর্ম্ম কর কৃপাণ,
শূল সায়েল ধনুক বাণ,
সুর নর বন্দিনী দনুজ দলনী
রণ করালিনী মুণ্ড মালিকা।

(গান)

ও গো এক দিন প্রাণ অকুল হইয়া
খুঁজিবে তোমায় খুঁজিবে !
আড়াল হইতে নিশি দিন সদা
এত ভালবাসা বাসিছ যে !
সংসার মরুর মায়া তৃষিকায়
পিপাসু কাতর ছুটিবে !
তোমারি অতুল চির নন্দনে
প্রেম সুধা বারি যাচিবে !
সম্পদ ক্ষমতা তোমা ছাড়া হয়ে
রবে চিরদিন ক্ষুব্ধ অভাবে,
প্রেম প্রীতি স্নেহ দয়া ভালবাসা
তোমারি পরশে পূর্ণতা পাবে !
খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্রান্ত হৃদয়
তোমারি পার্শ্বে ধাইবে,
অধীর প্রাণে অশ্রু নয়নে
তোমারি চরণে আপনা সঁপিবে !
সে পরা শান্তি সে পরা মুক্তি
তোমারি মাঝে সে লভিবে,
সত্য মঙ্গল প্রেম জ্যোতির্ম্ময়
জানিবে তোমায় জানিবে !

(সুপর্ণের গান)

ওগো বুঝিতে আমায় শকতি দাও
কেন কোন্ পথে আমায় চালাও।
বুঝাও আমি যা দুঃখ মনে করি
সে যে তব দান, করুণা তোমারি!
আকুল অধীর ব্যথিত যখন
দিও জ্ঞান জ্যোতি মোহ বিনাশন,
যে মায়াতে বাঁধা তাহা কেটে দাও,
(সত্য সুন্দর শিব প্রাণে জাগাও)
~~বিশ্ব আপন করে প্রাণে ধরে দাও~~!

শৈশব স্বপ্ন

বা

ভাঙ্গা প্রেম

(জোবেদার গান)

প্রকৃতি রাণীর মুকুট ললাম
অতুল সুষমা অমিয়া মাখানো
তুমি প্রেমময় প্রিয় প্রেমাঞ্জলি,
প্রেমিকের প্রাণ মন যাদুকারী।
প্রথম প্রেমের মদির নিশ্বাস
অমল মধুর সৌরভে তোমার।
সব ভুলে যাই দেখিলে তোমারে
মন প্রাণ মগ্ন আনন্দ সাগরে!
প্রকাশের ভাষা পাই না যে খুঁজে,
ভাবি আঁখি মুদে যে রচিল তোরে।
তুমি সুন্দর, মধুর, চিরানন্দ যে
তোমার তুলনা ফুল তুমি এ জগতে।

(জোবেদার গান)

সৌরভ অমিয়া কুসুম কলিকা
লুকায়ে হৃদয়ে রাখে যেমন,
কুমারী হৃদয় পাগল করা
রহে ভালবাসা গোপনে তেমন !
গোপনতা মাঝে মাধুরী অপার
বাধা মাঝে লভে শকতি তাহার !
মূক মুখরা মিলন বিধুরা
প্রাণে প্রাণে সে যে সেধে দেয় ধরা !
এত মধুরতা এত মদিরতা
জগতে আছে কি তুলনা কোথা !

(জোবেদার গান)

ব্যর্থ প্রেম সখা অশ্রুজলে মাগে
শুধু দয়া—শুধু ভুলো না—
আজ ভিখারির সাজে শেষ অনুরোধ,
দাও তারে ক্ষমা আর কিছু না !
শুধু ভুলে যাও—এই ছাড়া আর,
কি প্রার্থনা আছে ব্যর্থ আশার।
শুধু স্মৃতি নিয়ে জীবন যাপন,
সে টুকু ফিরে চেয়োনা কখন।

(নাগরিকগণের গান)

ভেঙ্গে গেল আজ শৈশব স্বপন
জীবন সত্য জাগরণ মাঝে !
কল্পনায় গড়া নিশার কুহক
মিলে গেল দীপ্ত তপন পরশে !
আপনার পথ আপনি খুঁজিয়ে
মিলেছে প্রেমিক প্রেমিকা হৃদয়ে !
হাস হাস সবে আজি প্রাণ খুলে,
প্রেম মিলন গান গাও সবে মিলে !

চম্পা

প্রস্তাবনা

আজ খেলিব নূতন খেলা,
প্রেমের সরল অভিনব লীলা।
সরল হৃদয়ে ভাল বাসিলে
প্রেমিক প্রেমিকা প্রাণে প্রাণে মিলে,
ভাবুক সুধীর হের এই বেলা,
প্রেমের আলোতে প্রেমের খেলা।

(ক্লিষ্টার গান)

প্রাণের হাসিটি অধরে আমার
কে যেন করেছে চুরি,
আশার আলোক নিভে গেছে মোর
জীবন রেখেছে আঁধারে ঘিরি ॥
শুধু তব মায়া—মরু মাঝে ছায়া
স্নেহ সুশীতল বারি।
বাঁচায়ে রেখেছে বল গো কুমারী
আমি তোমারি—আমি তোমারি ॥

(পরীদের গান)

স্বপনের মাঝে নূতন জগত
ফুটে উঠে মোর নূতন সাজে
হেসে উঠে তথা স্বপন প্রকৃতি
তরুলতা ফুল—শ্যামলতা মাঝে।
নন্দন সৌরভ নিত্য প্রবাহিত,
স্বর্গীয় সঙ্গীত নিত্য মুখরিত!
নিমিষে পলায় আঁখি মিলিতে,
আমি আপন স্বপনে রয়েছি মজে

(চম্পার গান)

তোমার প্রাণের নীরব বেদনা
জাগে মোর প্রাণে সমবেদনায়,
তব আঁখি জল ম্লান মুখ ছবি
অশ্রু কণা মম নয়নে জাগায়।
ভেবোনা ভেবোনা সজনি আমার,
চিরদিন আমি রহিব তোমার,
মম ভালবাসা আদর যতন
রহিবে সতত ঘেরিয়া তোমায়।

(হিল্লোলের গান)

প্রেম দিয়ে বিধি রচেছেন প্রাণ
তাই যতদিন প্রেম ততদিন প্রাণ,
জীবনের ভার উত্তাপ বহন
কে সহিত বল বিনে এই দান,
সে চোখের আলো হৃদয়ের হাসি,
জীবনের আশা ভালবাসা ছবি,
জীবন স্বপ্ন সুখে কেটে যায়
পিয়ে এই সুধা—প্রেম মদিরায়।

(চম্পার গান)

ভালবাসার কিগো আছে গান ?
কবির প্রেম—আবেগ ভাষায়
সুর কম্পনে মর্ম্ম মদিরায়
পারে কি জানাতে আপন প্রাণ ?
প্রেম যে আপন মর্ম্ম বেদনায়
প্রকাশের ভাষা খুঁজে নাহি পায়,
তবুতো মানা মানেনা এ প্রাণ,
আমায় দেওনা শিখিয়ে প্রেমের গান

(ক্লিষ্টার গান)

ওগো সুন্দর,
কিসে না তোমায় করে সুন্দর !
শৈবালে জড়িত শোভে ইন্দীবর,
কলঙ্কে সুষমা তব শশধর !
যে ভূষণ তব বাড়ায় সুষমা,
তোমারি পরশে তার সৌন্দর্য্য গরিমা।
সুন্দর সাজে সাজ সুন্দর,
মিলাও আজিকে উজ্জ্বলে মধুর।

(চম্পার গান)

বঁধু যাবে কি হৃদয় দলি !
এতদিন ধরে আঁখিতে আঁখিতে,
মরমের ভাষা করুণ সঙ্গীতে,
দেয়নি কি বেঁধে ও চরণে তব
প্রেমের অশ্রু কোমল শিকলি ?
চলিতে চরণ বাধিবেনা কি ?
বারেক ফিরিয়ে চাবেনা কি ?
চির জীবনের মরম ডোর
পারিবে কাটিতে আমায় ছলি ?
বধু যেওনা হৃদয় দলি।

(পরীগণের গান)

ফুল্ল রবিকর সুনীল গগনে,
ছায়াপথ মাঝে কৌমুদী কিরণে,
সাগর ভূধর মরুমরীচিকা মাঝে ,
প্রকৃতির কোলে নিতি নব সাজে;
মানব হৃদয়ে সুখ সুপ্তি ঘোরে
মোরা ভাসিয়ে বেড়াই চির যুগ ধরে,
করি স্বপন রচন কুহকসৃজন
নবীন হৃদয়ে নব প্রেম উন্মাদন !
আনি অশ্রু হাসি বিরহ মিলন
মোরা মায়া-পরী করি আশীষ বর্ষণ।

(চম্পার গান)

চিরদিন ওগো রেখো যেন মোরে
তোমারি চরণে,
ভালবাসি তোমা—আঁধার জীবন
তোমা বিহনে।
তোমার হাসিতে জাগিয়া উঠে
হৃদয় মালঞ্চে কুসুম রাশি,
জীবন কুঞ্জে গেয়ে ওঠে পিক
শুনি যবে তব মধুর বাণী !
আর কিছু সাধ নাহি জীবনে
চিরদিন রেখো তব চরণে !

(হিল্লোলের গান)

এস এস সখী, দেখি প্রাণ ভরে
ঐ মুখ খানি সোহাগে আদরে,
উছলে নয়নে প্রেম পারাবার
সুধা হাসি ক্ষরে অধরে তোমার।
প্রীতি ফুল্ল মুখ অমিয়া মাখান
সলাজ প্রেম স্বপন জড়ানো.

আজি তোমা সনে যাব এক হয়ে
কায় মন প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে,
জীবনে মরণে দুঁহু দোহাতরে
সখী সেই মুখখানি হেরিব আদরে।

(গান)

মিলনের মত কি আর এমন
হৃদয় প্রাণ মন বিমোহন,
বিরহ তাপিত হৃদয় দুটি
মিলিছে সোহাগে এসেছে ছুটি—
প্রেমিক প্রেমিকা মিলেছে আজি,
প্রেম মিলন গাহ আজ সখী।

কুঙ্কুম



(প্রস্তাবনা)

হৃদয় যমুনা প্রেম নিকুঞ্জে,
এস ত্রিভঙ্গ মোহন সাজে !
পীত বসন, মুরলী বদন,
এস বনমালী গোপিনী-মোহন !
এস যশোদা নন্দ-দুলাল,
এস গোপাল মাখন লাল !
এস এস হরি বামে রাধা প্যারী,
বঙ্কিম নয়ন মোহন মুরারী !
এস কাতর হৃদি ভয় ভঞ্জন !
পাপতাপহারী শ্রীমধুসূদন !
এস কালীয় হর ব্রজ কিশোর,
এস প্রেমময় এস মনচোর !
এস শ্যামশ্রী—চন্দ্র কিরণ অঙ্গে !
এস শিখি পাখা চূড়া দিঠী অপাঙ্গে !
এস চন্দন চর্চ্চিত কমল নয়ন,
এস জগন্নাথ জগজ্জীবন !

এস যোগেশ্বর হৃদি রঞ্জন !
এস চিন্তামণি ভকত-প্রাণ !
চোরা হাসি হেসে হৃদি মাঝে এসে
দাঁড়াও শ্রীহরি মোহন বেশে !
হৃদয় কুঙ্কুমে, প্রেম কুসুমে,
সাজাই তোমায় মোহন সাজে !

(রাধার গান)

উঠেছে নূতন বাতাস
তোরা কে যাবি লো আয় যমুনায় !
আমার শ্যামতনু পরশ পাব কি
শ্যাম সলিলায় !
দেখি সে বাঁশরী পাগল করা,
শোনাতে পারে কি কলস্বরা—
সলিল হৃদয়ে দেখিব খুঁজিয়ে
শ্যাম হৃদি প্রেম মম নয়ন ধারায় !

(১ম সখীর গান)

রাধা রাধা বলে বেজেছে বাঁশী সজনী !
কুঞ্জ কুটীরে যমুনা তীরে তাকি শোন নি ?
পাগল বাঁশী কেঁদে কেঁদে গায় !
কারে যেন কি শোনাতে চায় !
অশ্রু নয়নে স্মরে কার মুখ খানি !

(সখীগণের গান)

বাজে শ্যামের মোহন বাঁশী ।
বাজে বাজে বাজে !!
চল সজনী যমুনা তীরে
কুঞ্জে কুঞ্জে !!
নাচলো পিয়ারী করলো রঙ্গ,
হিয়া মাঝে মম জাগে ত্রিভঙ্গ !
মোহন মাধুরী দিঠী অপাঙ্গ,
রাজে রাজে !!
নীল যমুনা উজান বহে,
কোয়েলা পঞ্চমে গাহে !
আবির ফাগে শ্যাম সোহাগে,
সাজাব মোহন সাজে !!

(রাধিকার গান)

যমুনা উজান বয়ে যায় ধীরি ধীরি !
শুন্‌লো ওই কালো শশী বাজায় মুরলী !
আস্‌বে যবে প্রাণের হরি,
সইলো তুই গলে ধরি,
বল্‌বি কত মনের কথা,
হাস্‌বি কত প্রাণের হাসি !

(রাধার গান)

সখী বাঁশী কি বাজিল ওই !
রাধা রাধা বলে এখনি কি বল
মনচোরা মোরে ডাকেনি সই !
জাগিয়া রয়েছি তাহারি স্বপনে,
জানিনা সে বাঁশী বনে কি মনে
বাজে—চমকি উঠিলো সই,
বাঁশী কি সজনি বাজিল ওই !

নবরূপ



প্রস্তাবনা

একি অপরূপ নবরূপ তব
হেরিনু আজি।
ফুল্ল আননে মদির নয়নে
ক্ষরিছে অমৃত হাসি।
তুমি চির যৌবনা—সুরভি সুষমা
কাব্য সঙ্গীতে মণ্ডিত মহিমা,
ভাবুক প্রেমিক চির বন্দিতা,
মোহন সাজে এস গো সাজি!

(প্রিয়তমার গান)

জানিনা সংসার গোলক ধাঁধাঁয়
জীবনে কাহার কখন কি চায়!
ধন জন আশে কেহবা উন্মত্ত,
যশ মান কারো জীবন ব্রত।
আমি শুধু চাই মনের মতন
আর তার প্রেম প্রাণের প্রাণ।

(প্রিয়তমার গান)

সখা, কেন মর বাজে ব'কে !
কথার মত কথা যদি
তোমার ঘটে না-ই থাকে !
চুপ করলে হয় আসর মাটি
এইটে বুঝি জান খাঁটি,
হাল ছেড়ে দাও—ঘাট মেনে যাও
মরোনা আর বাজে ব'কে !

(প্রিয়তমার গান)

সমাজের মাপ কাঠিতে
যায় না মাপা ভালবাসা,
স্বাধীনতায় জন্ম তাহার
"সুপারিশে" নেই কোন আশা !
"কারণ" খুঁজে যার প্রেম হয়,
"কারণ" গেলেই তার বিলয়,
প্রাণ চায় তাই ভালবাসে
সেটাই জেনো টিকে থাকে।

(প্রিয়তমার গান)

আমি যে কথা ভাষায় এতদিন ধরে
বোঝাতে পারি না—মরি লাজে।
সে কথা তোমার মরমে জাগাব
সুর কম্পনে—আঁখি বুজে।
প্রাণের তন্ত্রী শত ভঙ্গীমায়
উছলি পড়িবে মর্ম্ম মূর্চ্ছনায়
বোঝাবে আমার মরম ব্যথা,
ভাষায় পারিনি বলিতে যে কথা।

(প্রিয়তমার গান)

সুরে যদি আনে ত্রিদিবের ছবি
মরমের মাঝে প্রতিমা মানসী,
প্রেমের স্বপন কুহক কল্পনা
ওগো গাও গাও তবে—থেমেনা
থেমোনা,
দাও ঢালি সুর মর্ম্ম মদিরা,
ভরিয়া উঠুক শিরা উপশিরা,
অনন্তের মাঝে সে প্রেম বন্দনা
বাজুক নিয়ত থেমোনা থেমোনা।

(প্রিয়তমার গান)

আজি নব প্রেম মাঝে
লভেছি আমরা নব জীবন।
এস প্রিয়তমে নবরূপ সাজে
হৃদয়ে হৃদয়ে করি বরণ!
চিরদিন সাথী জীবনে মরণে,
চিরদিন গাঁথা রব প্রাণে প্রাণে,
মাগি আজি দেব আশীষ বর্ষণ
(আজি) লভেছি আমরা নব জীবন।

শুভ পরিণয়



(গান)

আজি—

এফি সুনীলিমা অগাধ আকাশে !
একি মদিরতা মলয়া পরশে !
মরি কি সোণালি প্রভাত তপনে !
অমিয়া ধারা কৌমুদী কিরণে !

আজি—

একি শ্যামলতা তরুলতা মাঝে !
ফুলে ফুলে আজ সব ছেয়ে গেছে !
নাচে প্রজাপতি গুঞ্জে ভ্রমরা !
বোলে কোয়েলা পাগল পারা !

আজি—

যৌবন মদিরা ফেনিলোচ্ছ্বাসে
পূর্ণ ভুবন গন্ধ রূপ রসে।
কি মধুর হাসি ফুল্ল আননে !
তৃপ্তিহীন তৃষা পিপাসু নয়নে !

আজি—

রচে প্রেমগীতি কবির লেখনী !
বাজে সুমধুর মিলন রাগিণী !
উৎসব মুখরা—কলহাস্য স্বরা
ফুল্ল প্রমোদ মিলন রজনী !

—————

(গান)

এস "প্রকৃতি রঞ্জন"
"জ্যোতি কণা" বিকীরণ
এস এস—
এস যুগল, এস সুন্দর, এস মধুর !
এস কিশোর, এস কিশোরী !
উচ্ছল প্রিয় রূপ মাধুরী !
এস এস !
এস চির মিলনে মিলিত !
সলাজ প্রেমে আধ মুকুলিত !
স্বরগ স্বপন আঁখিতে জড়িত !
এস এস !

মঙ্গল মধুর বাঁশরী বাজে,
এস সুহৃদ প্রাণ প্রীতিফুল্ল সাজে !
প্রিয়জন স্নেহ আশীষ মাঝে !
এস এস !
শারদ চাঁদিনী জীবন নিশায়
বাসন্তী প্রভাতে যেন গো পোহায়,
উজ্জ্বল মধুর সুখ শান্তিময়
হয় চির দিন—হে মঙ্গলময় !

(গান)

আমি হচ্ছি বহুরূপী, আমার স্বরূপ বোঝা বড় দায় !
আমি আসর বুঝে কীর্ত্তন গাই, সং সাজি যা ভাল মানায় !
মৎলব হাসিল ধর্ম্ম আমার, খুঁজি কেবল নিজ স্বার্থ,
ভোগের পাগল মুখোস্ পরে বলে বেড়াই 'ত্যাগ পরমার্থ !'

আমি কখন কালী, কখন আল্লা, কখন ভজি যীশুখৃষ্ট,
বেম্মজ্ঞানী হই কখন, বা মালা টপ্ টপ্ জপি কেষ্ট !
কখন গায় নামাবলী, কখনো বা কোট হেট,
কখন বা হবিষ্যান্ন, কখন ফাউল, কারি, কাটলেট্ !

সমাজ সংস্কার দেশ উদ্ধার গীতার ব্যাখ্যা কত বক্তৃতা করি,
কিন্তু মুখোস খুল্লে দেখ্‌বেন আমি কি একটী জানোয়ার ভারি!
লোক চক্ষে ধর্ম্মাবতার, অন্তরালে কালা পাহাড়,
ভয় কেবল পিনাল কোডের আর কখন খাই মুষ্টি প্রহার!

খবরের কাগজে আমার এক মূর্ত্তি, দেশে গাঁয়ে আর,
দিনের বেলায় বেশ ভদ্রলোক, রাত দুপুরে একাকার!
আমার ভিতরে এক বাইরে আর, আমার নানা মূর্ত্তি বোঝা দায়,
অন্যে আমার বুঝবে কি, সময়ে বুঝিনা যে আমিই আমায়!

(গান)

আমি তোমারি—আমি তোমারি!
জনমে জনমে জীবনে মরণে,
আপ্‌ খোরাকী আর বিনা বেতনে,
যাহা কিছু রুজি দিয়ে তব হাতে,
দুবেলা খাইয়ে সযতনে রেঁধে,
লহনা গহনা বাড়ী ঘর মম,
লিখে দিয়ে তোমা ওগো প্রিয়তম,
আমি তোমারি, আমি তোমারি!

তুমি টেরা সিথী কেটে, সিগারেট ফুঁকে
ঢু'মেরে বেড়িও যেথা প্রাণ ছোটে,
শুধু মাঝে এসে লাথি ঘুসী মেরে
প্রেম প্রতিদান দিয়ে যেও মোরে !
তাহলে বুঝিব তুমি আমারি, তুমি আমারি,
যে যাহা বলুক না "পরোয়া" করি
আমি তোমারি, আমি তোমারি !

———

(গান)

পরাণ আমার ছুটে যেতে চায়
কোন দূর নীলাকাশে ?
কোন বিশ্বপারে অকুলের তীরে,
কি যেন না পেয়ে কিসের আশে ?
কোন স্নিগ্ধ শ্যামল ঊষার কোলে ;
কোন দিগন্তের অস্ত অচলে !
কোন শেফালি সুরভি শারদ প্রাতে !
কোন জোছনা ফুল্ল মাধবী রাতে !
কোন সুর আশে, কোন ফুল বাসে !
কবি হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাসে ;

ললিত কলার মাধুরী বিকাশে !
জ্ঞানের অনন্ত অতৃপ্ত পিয়াসে।
কোন প্রথম গোপন প্রেম মিলনে !
কোন অতীত সুখ স্মৃতি স্বপনে !
কোন হৃদয়ের অতলতা মাঝে ?
প্রেম প্রীতি স্নেহ যথায় বিরাজে !
কি যেন বাসনা তৃপ্তি নাহি পায় !
কি যেন বেদনা বলা নাহি যায় !

খোঁজে অন্ধকারে কি আলোক হায় !
মৃত মাঝে সে যে কি অমৃত চায় !

নলিনী যেমন রবি কর আশে
তটিনী যেমন অকুল উদ্দেশে
প্রাণ ছুটে চলে তেমনি পিয়াসে
কি যেন না পেয়ে—কিসের আশে !

(গান)

আজি সুনীলিমা কৌমুদী কিরণে
হাসিছে মধুর অমল হাসি !
সলিল মুকুরে—হসিত অধরে
হেরিছে মুখ তারকা রাজি !

চন্দ্র করোজ্জ্বল সরসীর বুকে
হাসিছে ফুল্ল কুমুদিনী,
প্রেম প্রিয়সনে সুদূর চুম্বনে
অপরে তাহার বুঝিবে কি!
তরুলতা সব সুপ্তি নিমগন
সুমন্দ মলয় বহিয়া যায়,
দোলায়ে আদরে কহে কলিকারে
আর কত দেরী বলনা তায়!
স্মৃতি-স্বপনে উদাস নয়নে
চেয়ে আছে মন—অন্তর প্রকৃতি,
সুদূর হইতে ফুকারে পাপিয়া
যা গেছে জীবনে ফিরিবে কি?

(গান)

হের গরবিণী আজি নিশীথিনী
জোছনা বসনে কম তনুখানি
সাজায়ে যতনে হাসিছে কেমনে,
চন্দ্র তারাময়ী মুকুটাভরণে!

জোনাকি চুম্‌কি খচিত নিচোল
উড়ায়ে পবনে আবেশ বিভল !
মলয়া গোপনে করে কাণাকাণি !
কুসুমের সনে মন জানাজানি ।
কে জানে সে কথা নিগূঢ় কাহিনী !
(বুঝি) রূপ যৌবনের—প্রেম বিরহের
এমনি কিছু এমনি !

